Contents

সপ্তম বর্ষ

অষ্টম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

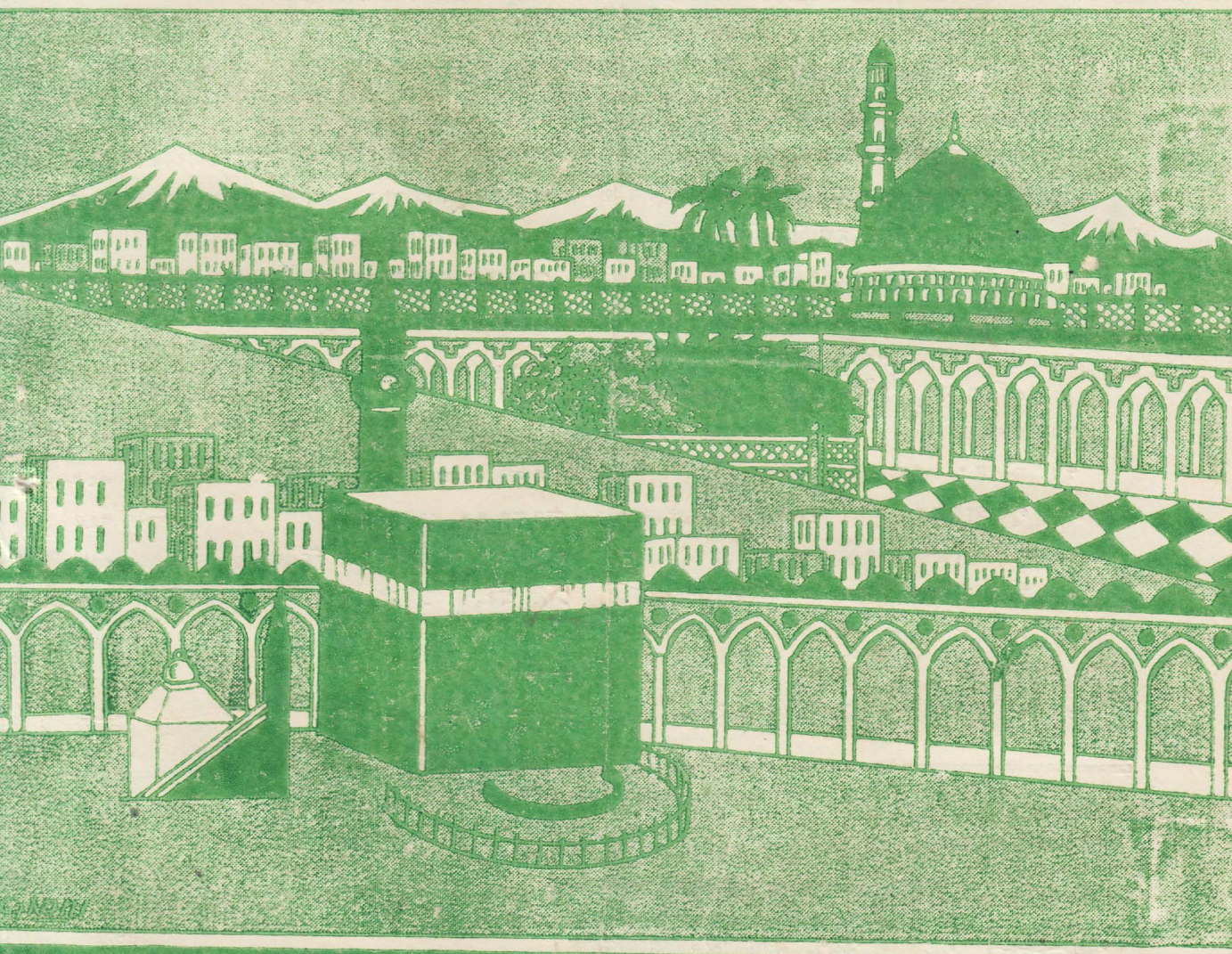

সম্পাদক

মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

এই সংখ্যার মূল্য ।৫

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬।০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

৭ম বর্ষ—৮ম সংখ্যা

ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৬৪ বাং —— সেপ্টেম্বর ১৯৫৭ ইং

বিষয় সূচী

	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১।	ছুরত-আলফাতিহার তফ্‌ছীর		মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল্ কাফী আল্‌কোরায়শী	৩২৫
২।	ইমাম হুসইন বিনে আলী বিনে আবু তালিব ও সম্রাট ইয়াযীদ বিনে মুআবিয়া বিনে আবুছুফ্‌য়ান		মূল, শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে-তায়মিয়া অনুবাদ, মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী	৩৩৪
৩।	হাদীছ ও ফিক্‌হের বৈপরীত্য		মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কোরায়শী	৩৩৮
৪।	পথের ধারে	(চিত্র)	তাফাজ্জল হুসাইন আখুন্‌জী	৩৪৩
৫।	ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী প্রতিপক্ষের যবানী	(ইতিহাস)	মূল : স্যর উইলিয়ম হাণ্টার অনুবাদ : মওলানা আহমদ আলী, মেছাবোণা	৩৪৫
৬।	স্পেন বিজয়	(নাটক)	আছাদুয্‌যামান বি, এস, সি,	৩৫০
৭।	জীবন : জগত	(কবিতা)	খোন্দকার আবদুর রহীম	৩৫৩
৮।	পূর্ব আকাশের নূতন তারা	(রাজনীতি)	ফয্‌লুল হক সেলবর্ষী	৩৫৪
৯।	নারী স্বাধীনতা	(প্রবন্ধ)	ডক্টর এম, আবদুলকাদের ডি-লিট	৩৫৬
১০।	তিন তালাক প্রসঙ্গ	(জিজ্ঞাসা ও উত্তর)	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী	৩৬০
১১।	সাময়িক প্রসংগ		সম্পাদকীয়	৩৬৫
১২।	কষ্টিপাথর		নক্কাদ	৩৬৮
১৩।	জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের প্রাপ্তি স্বীকার		মুন্‌তাছির আহমদ রহমানী	৩৬৯

পূর্বপাকিস্তান জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীস কি? ইহার উদ্দেশ্য ও কার্যসূচী কি? ইহার ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনীতিক আদর্শ ও লক্ষ্য কি? জানিতে ও বুঝিতে হইলে—

পূর্বপাক জম্‌য়ঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্র

পাঠ করুন। নূতন সংস্করণ, মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

সদর দফ্‌তর : ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা।

আল্‌-হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,

ইংরাজী, বাঙলা, আরাবী ও উর্দ্দু

সবরকম ছাপার কাজ সুন্দর ও সুলভে সম্পন্ন করিতে সক্ষম।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

৮৬নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, পো: রমনা, ঢাকা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

কোরআন ও ছুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের বাহক ও অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র)

সপ্তম বর্ষ	সেপ্টেম্বর ১৯৫৭ খৃস্টাব্দ ; ছফরুল মুযাফ্‌ফর ১৩৭৭ হিঃ ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৬৪ বংগাব্দ	৮ম সংখ্যা

প্রকাশ মহল :—৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

ছুরত-আল্-ফাতিহার তফ্‌ছীর

فصل الخطاب فى تفسير ام الكتاب

(পূর্বানুবৃত্তি)

৪৭

'তফ্‌রীক'ও 'তফ্‌যীল' সম্পর্কিত আয়তগুলিকে যাঁহারা পরস্পরের বিপরীত বলিয়া কল্পনা করেন, অভিনিবেশ সহকারে কোরআন পাঠ না করার অশুভ পরিণাম স্বরূপ তাঁহারা যে এইভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ কোন কোন নবীর শ্রেষ্ঠত্ব নবীগণের নবুওতের মধ্যে বিভেদ ও পার্থক্যের কারণ নয়। আভিধানিক দিক দিয়াও 'ফর্‌ক' ও 'ফয্‌লের' তাৎপর্যে আকাশ-পাতালের প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইমাম রাগিব তাঁহার "কোরআনের শব্দ-কোষে" লিখিয়াছেন, অর্থের দিক দিয়া 'ফরক' ফলকের

الفرق يقارب الفلق، و الفرق يقال اعتبارا بالانفصال، و يقال ذلك فى تشتت الشمل و الكلمة، نحو يفرقون به بين المرء و زوجه و فرقت بين بنى اسرائيل - و قوله : لا نفرق بين احد من رسله -

কাছাকাছি। ফাটিয়া বাহির হইয়া পড়ার অর্থে 'ফলক' ব্যবহৃত হয় আর 'ফরক' বিচ্ছিন্নতা ও পার্থক্যের অর্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে। দল হইতে বিচ্ছিন্নতা ও আদর্শের পার্থক্যের অর্থেও 'ফরক' শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন কোরআনে শয়তানের শিষ্যদের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, "তাহারা পুরুষ ও তাহার স্ত্রীর মধ্যে ফরক 'বিচ্ছেদ'

www.ahlehadeethbd.org

ঘটায়," আর হযরত মূসার ভর্ৎসনার উত্তরে হযরত হারূনের উক্তি কোরআনে উদ্ধৃত হইয়াছে যে, আমি বাধা বিপত্তি ঘটাইলে তুমি বলিতে, "তুমি বনী-ঈস্‌রাঈলদের মধ্যে ফরক 'বিভেদ' ঘটাইয়াছ।" মুসলিম সমাজকে কোরআনে ঘোষণা করিতে বলা হইয়াছে— "আমরা নবীগণের এক জনের মধ্যেও ফরক 'পার্থক্য' করিনা"। ¶ বলাবাহুল্য যে, উল্লিখিত আয়তসমূহের অন্তর্গত 'বিচ্ছেদ,' 'বিভেদ' ও 'পার্থক্যে'র অর্থে সর্বত্র 'ফরক' শব্দই প্রযোজ্য হইয়াছে।

এক্ষণে দেখা হউক 'ফযলে'র তাৎপর্য কি? রাগিব বলেন, সাম্য-ভাবকে অতিক্রম করিয়া বাড়িয়া যাওয়া হইতেছে 'ফযলে'র তাৎপর্য। ইহা ভালমন্দ উভয় অর্থে ব্যবহৃত হইলেও ভাল অর্থেই ইহার প্রয়োগ অধিকতর, যথা বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব বা 'ফযল'। মন্দ অর্থে 'ফযলে'র পরিবর্তে 'ফযুল' ব্যবহৃত হইয়াথাকে। †

الفضل الزيادة عن الاقتصاد كفضل العلم و الحلم، و الفضل فى المحمود اكثر استعمالا، و الفضول فى المذموم -

ফলকথা, 'ফযীলত' সাব্যস্ত হইলেও রসূলগণের মধ্যে পার্থক্য সাব্যস্ত হয়না এবং রসূলগণের মধ্যে পার্থক্যের নিষিদ্ধতা উত্থাপন করিয়া কোন কোন নবী বা রসূলের শ্রেষ্ঠত্ব বাতিল করার উপায় নাই, বিশেষতঃ শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ যখন স্বয়ং কোরআনেই স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত রহিয়াছে তখন রসূল বিশেষের শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করা কোরআনকে অস্বীকার করার নামান্তর ছাড়া আর কি হইতে পারে?

আলবাকারার ২৫৩ আয়তে হযরত মূছা ও হযরত ঈছার শ্রেষ্ঠত্বের এক একটি করিয়া নিদর্শন উল্লিখিত হইয়াছে এবং আর একজন রসূল সম্বন্ধে বলা হইয়াছে "এবং আল্লাহ রসূলগণের মধ্যে কাহারও আসনকে সমুন্নত করিয়াছেন।" এস্থলে শ্রেষ্ঠত্বের নির্দিষ্ট ও আংশিক নিদর্শন উল্লিখিত না হইয়া উক্ত রসূলের ব্যাপক ও পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব কোরআনে স্বীকৃত হইয়াছে। আয়তের উদ্ধৃত অংশের লক্ষণীয় বিষয় হইতেছে যে, হযরত মূছা ও হযরত ঈছার মত আয়তের মধ্যে উক্ত রসূলের নাম উল্লিখিত হয়নাই। কেন? এবং সে রসূলই বা কে? অতঃপর আমরা সেই প্রশ্নের জওয়াব দিতে সচেষ্ট হইব:

আল্লামা যমখ্‌শরী আরাবী সাহিত্য ও অলংকার-শাস্ত্রের সর্বজনমান্য ইমাম। তিনি তাঁহার তফছীরে লিখিয়াছেন, ইহা সুস্পষ্ট যে, আয়তে হযরত মোহাম্মদ মুস্‌তফা (দঃ) কেই উদ্দেশ করা হইয়াছে, কারণ তিনিই নবীগণের শ্রেষ্ঠতম। আয়তে রছূলুল্লাহর (দঃ) নাম স্পষ্ট না করার মধ্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব নিহিত আছে এবং ইহাতে তাঁহার গৌরবকে সমুন্নত করা হইয়াছে, ইহা প্রমাণিত করিতেছে যে, তাঁহার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের পরিচয়পথে দ্বিধার অবকাশ নাই এবং তিনি এরূপ সুপরিচিত যে, তাঁহাকে চিনিয়া লইতে সন্দেহগ্রস্ত হইতে হয়না। সুতরাং অস্পষ্ট উল্লেখ নামের সুস্পষ্ট উল্লেখ অপেক্ষা অধিকতর গৌরবব্যঞ্জক এবং এই বর্ণনা পদ্ধতি রসূলুল্লাহর (দঃ) আসনকে বিশেষভাবে সমুন্নত করিতেছে। *

و الظاهر انه اراد محمدا صلى الله عليه و سلم، لانه هو المفضل عليهم - و فى هذا الابهام من تفخيم فضله و اعلاء قدره ما لا يخفى، لما فيه من الشهادة على انه العلم الذى لا يشتبه و التمييز الذى لا يلتبس - فيكون افخم من التصريح به و انوه لصاحبه -

আল্লামা আবুস্‌সউদও তাঁহার তফ্‌সীরে যমখ্‌শরীর উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন, আয়তের অন্তরভুক্ত "তাহাদের মধ্যে কাহারও" শব্দের তাৎপর্য হইতেছেন রসূলুল্লাহ (দঃ), যেরূপ হযরতের (দঃ) প্রমুখাৎ হাদীসে— বর্ণিত রহিয়াছে। কারণ একমাত্র তাঁহা-

و الظاهر انه رسول الله صلى الله عليه و سلم كما ينبئ عنه الاخبار فانه قد خص بالدعوة العامة و الحجج الجمة و المعجزات المستمرة و الايات المتعاقبة بتعاقب الدهور و الفضائل العلية و العملية الفائتة للحصر —

¶ মুফরদাতুল কোরআন, ৩৮৪ পৃঃ।
† ঐ ৪৮৮ পৃঃ।
* কশ্‌শাফ (১) ২৭৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কেই সার্বজনীন দা'ওয়াত و الابهام لتفخيم شانه و الاشعار بانه العلم الفرد বিপুল নিদর্শনাদি ও الغنى عن التعيين ! চিরবিদ্যমান আলৌকিকতা এবং যুগের পরিবর্তন সহকারে চিরনূতন প্রমাণাদি এবং জ্ঞান ও কর্মসাধনার শ্রেষ্ঠত্ব ইত্যাদি সীমাহীন বিশিষ্ট গুণরাজিতে বিভূষিত করা হইয়াছিল। তাঁহার নামকে অস্পষ্ট রাখার হেতুবাদ হইতেছে তাঁহার গৌরবান্বিত অবস্থা এবং ইহা জানাইয়া দেওয়া-যে, তাঁহার ব্যক্তিত্বের অসাধারণত্বের জন্য তাঁহার পক্ষে নির্দিষ্ট পরিচয়ের প্রয়োজন নাই। †

সমুদয় রসূলের মধ্যে হযরত মোহাম্মদ মুস্তফার (দঃ) শ্রেষ্ঠত্বের যে লক্ষণগুলি আল্লামা অবুস্সউদ গণনা করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে সেগুলির সংখ্যা তদপেক্ষা অনেক অধিক। যথা, তাঁহার দ্বারাই শরীঅত (ঐশীসংবিধান)কে পূর্ণতা দান করা হইয়াছে, তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ পবিত্র কোরআনকে অনন্তকাল পর্যন্ত সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, তাঁহার অধ্যাত্ম প্রেরণাকে চিরঞ্জীবী করা হইয়াছে, তাঁহার সুন্নত ও শরীঅত যাহাতে প্রক্ষেপ ও পরিবর্তনের কবলে পতিত হইতে নাপারে তাহার উপায় করা হইয়াছে। রসূলুল্লাহর (দঃ) কতিপয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমি 'নবুওতে মোহাম্মদী' গ্রন্থে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। রসূলুল্লাহর (দঃ) শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আমি কোরআন ও সুন্নাহর কতিপয় উদ্ধৃতি নিম্নে পেশ করিব:

সূরত-যুহায় রসূলুল্লাহ (দঃ) কে অশ্বাস দেওয়া হইয়াছে, আল্লাহ— ولسوف يعطيك ربك فترضى অচিরাৎ আপনাকে এরূপভাবে দান করিবেন যে আপনি সন্তুষ্ট হইয়াযাইবেন—৫ আয়ত। এই আয়তের সাহায্যে জানাযায় যে, রসূলুল্লাহ (দঃ)কে আল্লাহ কিছু দান—করিবেন এবং ইহাতে এ-সংবাদও রহিয়াছে যে,—রসূলুল্লাহ (দঃ) উক্ত দানে খুশী হইবেন কিন্তু কী দান করা হইবে আয়তে তাহার অর্থাৎ 2nd object এর উল্লেখ নাই। অলংকারশাস্ত্রে কোন বাক্যে কর্মকে উহ্য করার কারণ হয় দুইটি, প্রথম, উত্তম ও মধ্যম পুরুষের মধ্যে যাহা বিদিত রহিয়াছে, বাক্যে সেকর্মের উল্লেখ হয়না। ইহাকে 'মা'হুদ-যিহ্নী' বলা হয়। দ্বিতীয়, 'কর্ম' উল্লিখিত হইলে উহা নির্দিষ্ট হইয়া পড়ে, কিন্তু উহ্য থাকিলে উহার উদ্দেশ্য হয় ব্যাপক। ¶

এক্ষণে যদি প্রথম কারণ ধরা হয়, তাহাহইলে স্বয়ং রসূলুল্লাহর (দঃ) ইরশাদ মত উক্ত দানের তাৎপর্য হইতেছে 'শাফাআত'—যাহার অধিকার সকল রসূলের পূর্বে শুধু তাঁহাকেই প্রদান করা হইবে। †

আর 'কর্ম' কে উহ্য করার দ্বিতীয় কারণ অবলম্বন করিলে আয়তের তাৎপর্য দাঁড়াইবেযে, আল্লাহ্ তদীয় রসূল (দঃ)কে সীমাহীন দানে বিভূষিত করিবেন।

কোরআনের সূরত-বনী ইস্রাঈলে রসূলুল্লাহ (দঃ) কে বলা হইয়াছে, হে রসূল, আপনাকে আপনার প্রভু অচিরাৎ 'মকামে-মহ্মূদ' উত্থিত করিবেন —৭৯ আয়াত। এই আয়তে রসূলুল্লাহকে (দঃ) এমন একটি গৌরবান্বিত আসনে সমাসীন করার প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে, যেআসনে অন্য কোন রসূল (দঃ) বা নবী অধিষ্ঠিত হইতে পারিবেননা।

عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا —

বুখারী বিভিন্ন সনদ সহকারে হযরত আবদুল্লাহ বিনে উমরের বাচনিক 'মর্ফূ' ও 'মওকূফ' উভয় পদ্ধতিতে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, কিয়ামতে সূর্য অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়া পড়িবে, অর্ধেক কাণ পর্যন্ত লোকেরা ঘর্মসিক্ত হইবে। এরূপ অবস্থার মধ্যে তাহারা ইহার প্রতিকারার্থে হযরত আদমের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিবে, তিনি বলিবেন, আমি ইহার অধিকারী নই, তারপর তাহারা ইহার জন্য হযরত মূছা কে অনুরোধ করিবে কিন্তু তিনি হযরত আদমের মতই জওয়াব দিবেন! অতঃপর তাহারা হযরত মোহাম্মদ মুস্তফার (দঃ) নিকট আগমন করিবে, তখন রসূলুল্লাহ (দঃ) জগদ্বাসীর

فبينما هم كذلك استغاثوا بادم، فيقول لست بصاحب ذلك، ثم بموسى، فيقول كذلك، ثم بمحمد صلى الله عليه و سلم، فيشفع بين الخلق، فيمشى حتى يأخذ بحلقة باب الجنة — فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا

† তফছীরে আবুস্সউদ (২) ৪৫৭ পৃঃ। (কবীরসহ)

¶ মুতাউয়াল প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

† সহীহ মুস্লিম প্রভৃতি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জন্য শাফাআত করিবেন এবং চলিতে চলিতে বেহেশ্‌তের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইয়া তোরণের আংটা ধারণ করিবেন। সেই দিন আল্লাহ তাঁহাকে 'মকামে মাহমুদে' উত্থিত করিবেন। †

বুখারী ও মুস্‌লিম প্রভৃতি আবুহোরায়রার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমি কিয়ামতের দিন সমস্ত মানবের নেতা বলিয়া গণ্য হইব। *

انا سيد الناس يوم القيامة

তিরমিযী আনস বিনে মালিকের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, উত্থান দিবসে আমিই সর্বপ্রথম উত্থিত হইব এবং আমিই আল্লাহর সদনে প্রেরিত প্রতিনিধিমণ্ডলীর স্পীকার হইব, আমিই——পূর্ণনৈরাশ্যের সংকট মুহূর্তে শুভসংবাদবাহী হইব, সেদিন "হাম্‌দেরপতাকা" আমারই হস্তে থাকিবে, আমিই আমার প্রভুর নিকট আদম-সন্তানগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানাস্পদ—ইহা আমি গরিমা প্রকাশের জন্য বলিতেছিনা। §

انا اول الناس خروجا اذا بعثوا و انا خطيبهم اذا وفدوا و انا مبشر هم اذا أيسوا، لواء الحمد يومئذ بيدى، و انا اكرم ولد آدم على ربى، و لا فخر!

শ্রেষ্ঠত্বের চরম মীমাংসা চরম দিবসেই হইবে, সেদিন যেরসূল শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চতম আসন অধিকার করিবেন, তিনিই যে প্রকৃত সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহাতে সংশয়ের অবকাশ নাই সুতরাং প্রমাণিত হইলযে,— হযরত মোহাম্মদ মুস্‌তফাই (দঃ) নবীগণের সম্রাট এবং তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

মোটকথা, "তওহীদে-রবুবীয়তে"র স্বীকৃতির অপরিহার্য অংশ হইতেছে নবী ও রসূলগণের প্রতি ঈমান স্থাপন, শুধু একজন সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করিয়া লওয়া নাজাতের পক্ষে যথেষ্ট নয়। আর সদৃচ্ছভাবে কাহাকেও রসূল বলিয়া স্বীকার করা আর কাহাকেও অস্বীকার করা রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার তাৎপর্য নয়। সমুদয় রসূল বিশেষতঃ নবীগণের মুকুটমণি হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা (দঃ)কে রসূল বলিয়া বিশ্বাস ও গ্রহণ নাকরা পর্যন্ত ইহুদী, খৃষ্টান, জৈন, পার্সী, হিন্দু শিখ কেহই কোরআনের বর্ণিত মুলনীতি সূত্রে বিশ্বাস-পরায়ণ এবং মুক্তির অধিকারী বলিয়া গণ্য হইবেনা। একটি বিশুদ্ধ হাদীছের অবতারণা করিয়া আমি এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। ইমাম আহ্‌মদ ও মুস্‌লিম আবুহুরায়রার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যাঁহার হস্তে মোহাম্মদের (দঃ) প্রাণ রহিয়াছে, তাঁহার শপথ! এই উম্মতের কোন ইহুদী অথবা খৃস্টান আমার কথা শ্রবণ করার পর যদি মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং আমি যে বাণী সহকারে প্রেরিত হইয়াছি, তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন নাকরে, সে নিশ্চয় নরকবাসী হইবে। ¶

و الذى نفس محمد بيده لا يسمع بى احد من هذه الامة يهودى و لا نصرانى ثم يموت و لم يؤمن بالذى ارسلت به، الا كان من اصحاب النار -

* * *

যেহেতু নবীগণ আল্লাহর অনুগ্রহভাজনদলের শীর্ষস্থানীয়, তাই তাঁহার অনুগ্রহলাভ করিতে হইলে নবীগণের পদাংকানুসরণ করা অপরিহার্য। রসূলুল্লাহ (দঃ) নবীগণের মুকুটমণি, সমুদয় নবীর সমস্তগুণ ও যাবতীয় সৌন্দর্য তাঁহার মধ্যেই সমাবেশ লাভ করিয়াছিল, সুতরাং সূরত-আল্‌ফাতিহার (صراط الذين انعمت عليهم) অন্তর্গত "হে প্রভো, যাঁহাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ বিকীর্ণ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই পথে আমাদিগকে পরিচালিত করুন" আয়তে সমুদয় নবী ও রসূলের সাধারণভাবে এবং বিশেষ করিয়া হযরত মোহাম্মদ মুস্‌তফার (দঃ) অবলম্বিত পথে চালাইয়া লওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ঈমানের বাস্তবতা আত্মসমর্পণ ও সর্বাংগীণ আনুগত্যের উপর নির্ভর করে তাই সূরত-আন্‌নিসায় 'ইন্‌আম-প্রাপ্ত' দলের অন্তর্ভুক্ত হইবার নন্য প্রথমেই এই শর্ত বিধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যাহারা আল্লাহ এবং তদীয় শ্রেষ্ঠতম রসূল হযরত

و من يطع الله و الرسول، فاولائك مع الذين انعم الله عليهم

† সহীহ বুখারী (৩) (২৬৮ পৃঃ ফতহ সহ)।

* সহীহ বুখারী (৮) ৩০০ পৃঃ; সহীহ মুস্‌লিম (২) ২৪৫ পৃঃ।

§ জামে তিরমিযী (৪) ২৯৩ পৃঃ (তুহ্‌ফা সহ)।

¶ সহীহ মুস্‌লিম (১) ৮৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মোহাম্মদ মুস্তফার (দঃ) অনুগত হইয়াছে, যে-সকল ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ অনুকম্পা করিয়াছেন, তাঁহাদের সাহচর্য কেবল তাহারাই লাভ করিবে। সুতরাং স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, অনুকম্পাপ্রাপ্ত ও অনুগ্রহভাজন দলে শামিল হইতে হইলে রসূলুল্লাহর (দঃ) শর্তবিহীন আনুগত্য মানিয়া লইতে হইবে।

সাহচর্যের তাৎপর্য,

'ইনআমপ্রাপ্ত' দলের সাহচর্যলাভ সম্বন্ধে সূরত-আন্নিছায় যেপ্রতিশ্রুতি রহিয়াছে, তজ্জন্য আয়তে (مع) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। 'মাআইয়াতে'র অর্থ সমশ্রেণী-ভুক্ত হওয়া নয়, মাত্র সাথী হইবার গৌরব লাভ করাই হইতেছে উহার তাৎপর্য। উক্ত আয়তের শেষভাগে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ আল্লাহ ও তদীয় রসূলের (দঃ) فاولائك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين، و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن اولائك رفيقا অনুগতগণ আল্লাহর অনুগ্রহভাজন দল নবী সিদ্দীক, শহীদ এবং সৎব্যক্তিগণের সাহচর্য লাভের অধিকারী হইবেন এবং তাঁহারাই সর্বোত্তম সহচর—রফীক। একথা বলা হয়নাই যে, আনুগত্য দ্বারা তাঁহারা নবীগণের শ্রেণীতে উন্নীত হইবেন একদল বিদ্আতীর ধারণা যে, রসূলগণের অনুসরণ দ্বারা স্বয়ং রসূল বনিয়া যাইবে, আলোচ্য আয়তে এরূপ আশ্বাস প্রদত্ত হইয়াছে। 'মাআইয়াতে'র (معيت) এই অপরূপ ব্যাখ্যা চরম মূর্খতার পরিচায়ক, ইহা উক্ত আয়তে প্রদত্ত ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহা স্বীকার করিতে হইলে প্রত্যেক মানুষের পক্ষে শুধু নবুওত ও রিসালত কেন, স্বয়ং উলুহীয়তের আসন লাভ করাও সম্ভবপর হইবে। কারণ আল্লাহ যে মানুষের মাআ-ইয়াত—সাহচর্য করেন, কোরআনে তাহার ভূরিভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। আমরা নিম্নে মাত্র কয়েকটি আয়তের সন্ধান প্রদান করিতেছি: সূরত-আলবাকারার ১৫৩ আয়াতে বলা হইয়াছে, ان الله مع الصابرين বস্তুতঃ আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গী। উক্ত সূরতের ১৯৪ আয়তে আছে, বস্তুতঃ আল্লাহ সমীহকারী—মুত্তকী-গণের সাথী। বাকারার ان الله مع المتقين ২৪৯ আয়তে ও আন্ফালের ৬৬ আয়তে কথিত হইয়াছে, و الله مع الصابرين - এবং আল্লাহ ধৈর্যশীল-গণের সংগী। সূরত-আত্তওবার ৩৬ আয়তে উক্ত হইয়াছে, و اعلموا ان الله مع المتقين তোমরা অবহিত হওযে, আল্লাহ মুত্তকীদের সহচর। পশ্চাদ্ধাবন-কারী মক্কার মুশ্রিকদের জন্য হযরত আবুবক্রের আশংকা বিদূরিত করার উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ উক্ত সূরাতেই বলা হইয়াছে, হে আবুবকর, আপনি আশ্বস্ত হউন ان الله معنا আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন— ৪০ আয়ত। ان الله مع الذين اتقوا সূরত-আন্নহলের ১২৮ আয়তে বলা হইয়াছে, যাহারা সাবধানতার জীবন যাপন করে, বাস্তবিক আল্লাহ তাঁহাদের সঙ্গী। সূরত আল-হদীদের ৪র্থ আয়তে সমস্ত মানুষকেই সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে, و الله معكم اينما كنتم তোমরা যেখানেই অবস্থান করনা কেন, আল্লাহ তোমা-দের সঙ্গী। সূরত-আলমুজাদিলার সপ্তম আয়তে আছে, الا هو معهم اين ما كانوا তাহারা যত জনই একত্রিত হইয়া পরামর্শ করুকনা কেন, আল্লাহ তাহাদের সঙ্গে রহিয়াছেন।

উল্লিখিত আয়তসমূহে 'মাআইয়াত' বা সাহচর্যের এরূপ অর্থ কখনই গ্রহণ করা যাইতে পারেনা যে, আল্লাহ যাহাদের সঙ্গী হইয়াছেন, তাহারা সকলেই আল্লাহ বনিয়া গিয়াছে।

বুখারী ও মুস্লিম প্রভৃতি হযরত আবদুল্লাহ বিনে মস্উদ ও হযরত আবুমুছা আশআরীর বাচনিক রেও-য়ায়ত করিয়াছেন, المرء مع من احب রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, মানুষের প্রেয়স যে, সে তাহারই সাহচর্য লাভ করিবে। †

সুরত আন্নিসার আয়তের অনুরূপ একটি হাদীস তিরমিযী হযরত আবুসঈদ খুদরীর প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী নবী, التاجر الصدوق الا مين مع النبيين و الصديقين و الشهداء - সিদ্দীক ও শহীদগণের সাহচর্য লাভ করিবে।*

† সহীহ বুখারী (১০) ৪৬০ পৃঃ ; সহীহ মুস্লিম (২) ৩৩২ পৃঃ।

¶ জামে তিরমিযী (২) ২২৭ পৃঃ (তুহফা সহ)।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইমাম আহমদ আমর বিনে মুর্রা জহনীর বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন, একদা জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহর-(দঃ) কাছে আসিয়া নিবেদন করিল : আমি সাক্ষ্যদান করি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য প্রভু নাই আর আপনি আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষ, আমি পাঁচ-ওয়াক্ত নমায পড়ি, আমার মালের যকাত দিয়া থাকি এবং রামাযানে সিয়াম পালন করি। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এই অবস্থায় যে মৃত্যুলাভ করিবে, সে নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের কিয়ামতের দিনে এই ভাবে নৈকট্য লাভ করিবে, তিনি তাঁহার দুইটি পবিত্র আঙুল একত্রিত করিয়া দেখাইলেন। †

شهدت ان لا اله الا الله و انك رسول الله، و صليت الخمس و اديت زكاة مالى و صمت رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من مات على ذلك كان مع النبيين و الصديقين و الشهداء يوم القيامة هكذا و نصب اصبعيه -

কোন সুস্থ মানুষ এই হাদীসগুলির এরূপ ব্যাখ্যা করিতে পারেনা যে, প্রত্যেক সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী এবং রোযা নমায আদাকারী মুসলমান—সকলেই নবী বনিয়া যাইবে। ফলকথা, উল্লিখিত আয়ত ও হাদীস সমূহে সাহচর্য বা 'মাইয়াতে'র যে অর্থ, সূরত আন্‌নিসায় উল্লিখিত সাহচর্যের তাৎপর্যও তাহাই। আল্লামা তাফ্‌তাযানী বলেন, যে সকল দলের কথা আয়তে উল্লিখিত আছে তাঁহাদের অনুগতবৃন্দ তাঁহাদের সাহচর্য লাভ করিবেন, একথার অর্থ ইহা নয় যে, তাঁহারা সকলেই সমশ্রেণীভুক্ত হইয়া যাইবেন, কারণ এরূপ হইলে শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্টকে সমান করিয়া দেওয়া হইবে এবং ইহা অসম্ভব। সাহচর্যের প্রকৃত তাৎপর্য হইতেছে, তাঁহারা সকলেই বেহেশ্‌তে بعضهم بعضا، انتهى - এরূপ ভাবে বসবাস করিবেন যে, প্রত্যেকেই বাসস্থানের দূরত্ব সত্ত্বেও পরস্পরের সন্দর্শনের সুযোগ লাভ করিবেন, কারণ বাধা বিদূরিত হওয়ার পর সাক্ষাৎকারের অসুবিধা থাকিবেনা। ¶

ليس المراد من كون المطيعين مع المذكورين فى الاية ان كلهم فى درجة واحدة، فان ذلك يقتضى التسوية بين الفاضل و المفضول، و انه محال، لكن المراد كونهم فى الجنة بحيث يتمكن كل واحد منهم رؤية الاخر و ان بعد المكان، لان الحجاب اذا زال شاهد

আল্লাহ ও তদীয় রসূলের আনুগত্যের পথ অবলম্বন করিয়া নবুওতের আসনে সমাসীন হইবার আশা সুদূরপরাহত হইলেও সিদ্দীক শহীদ ও সাধুসজ্জনগণের আসন লাভ করা অসম্ভব নয়, কিন্তু সূরত-আন্‌নিছার উল্লিখিত আয়তের সাহায্যে একথা সাব্যস্ত হয়না, ইহা প্রমাণিত হয় কোরআন ও সুন্নতের অপরাপর নির্দেশ দ্বারা। উপযুক্ত স্থানে ইন্‌শাআল্লাহ ইহা আলোচিত হইবে।

আনুগত্যের তাৎপর্য,

নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহীন এই চতুর্বিধ মানবদল 'অনুগ্রহভাজন' বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন এবং ইঁহাদেরই পরিগৃহীত পথে চলার তওফীক পাওয়ার জন্য সূরত আল্‌ফাতিহায় প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং উল্লিখিত শ্রেণী চতুষ্টয়ের নৈকট্য ও সাহচর্য লাভের জন্য সূরত-আন্‌নিসায় আল্লাহ ও তদীয় রসূল হযরত মোহাম্মদ মুস্‌তফার (দঃ) আনুগত্য স্বীকার করিতে বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ এ কথা বলিলে অন্যায় হইবেনা যে, সূরত আল্‌ফাতিহায় যাহা যাচ্ঞা করা হইয়াছিল, সূরত-আন্‌নিসায় তাহারই উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

রসূলুল্লাহর (দঃ) আনুগত্যকে কোরআনের কোন স্থানে আল্লাহর আনুগত্যের সহিত যুক্ত, যেমন আলোচ্য আয়তে, আর কোথাও বা বিযুক্ত অর্থাৎ স্বতন্ত্র ভাবে অবশ্যপ্রতিপালনীয় করা হইয়াছে, যেমন এই সূরারই ৫৯ আয়তে বলা হইয়াছে, হে বিশ্বাসপরায়ণসমাজ, তোমরা আল্লাহর অনুগত হও এবং রসূলুল্লাহর (দঃ) অনুগত হও। সূরত-আন্‌নূরের ৫৪ আয়তে, আল্‌মায়েদার ৯২ আয়তে, আত্‌তাগাবুনের ১২ আয়তে, সূরত-

يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول

† তফছীর ইবনে কসীর (৩) ১৩৯ পৃঃ।

¶ কাযরূণী, বয়যাভীর টিকা (২) ৯৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

মোহাম্মদের [দঃ] ৩৩ আয়তে এবং কোরআনের আরও বহুস্থানে রসুলুল্লাহর স্বাধীন ও স্বতন্ত্র আনুগত্য ফরয করা হইয়াছে। অপর কোন মানুষেরই এরূপ শর্তহীন ও সীমাহীন আনুগত্য বিশ্ববাসীর জন্য অবশ্য-কর্তব্য বলিয়া নির্দেশিত হয়নাই। ইহার কারণ অনুসন্ধান করা উচিত।

প্রকৃতকথা এই যে, রসুলুল্লাহর (দঃ) আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্যেরই নামান্তর। রসুলুল্লাহ (দঃ) ব্যতীত পৃথিবীতে এরূপ ব্যক্তিত্বের অধিকারী কেহই নাই, যাহার প্রত্যেকটি আদেশের আনুগত্যের পিছনে আল্লাহর সম্মতি রহিয়াছে। এ-সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ স্পষ্ট, আমরা রসুল(দঃ)কে শুধু এইজন্যই প্রেরণ করিয়াছি যে, আল্লাহরই নির্দেশ মত তাঁহার আনুগত্য করা হইবে। তাহারা নিজেদের প্রতি কোন অত্যাচার করিয়া অর্থাৎ অপরাধ করিয়া যদি

و ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله و لو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول لوجدو ا الله توابا رحيما -

হে রসুল(দঃ), আপনার কাছে আগমন করে ও আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয় আর রসুলুল্লাহ (দঃ)ও যদি তাহাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হন, তাহা-হইলে তাহারা নিশ্চয়ই আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়াময় প্রাপ্ত হইবে— আন্‌নিসা, ৬৪ আয়ত।

উল্লিখিত আয়ত সপ্রমাণ করিতেছে যে, রসুলুল্লাহর (দঃ) প্রত্যেক আদেশের পিছনে আল্লাহর সম্মতি বিরাজ করিতেছে। সরল কথায়, রসুলুল্লাহর প্রত্যেকটি আদেশ আল্লাহরই আদেশ। যে আদেশের পশ্চাতে আল্লাহর সম্মতি নাই, যাহারা আল্লাহকে 'রব্বুল আলামীন' স্বীকার করিয়াছে তাহাদের পক্ষে সে আদেশ কখনই অবশ্য প্রতীপালনীয় নয়, সুতরাং রসুলুল্লাহ (দঃ) ব্যতীত অপর কোন মানুষের আদেশ অবশ্য প্রতিপাল-নীয় নয়। ইহাই হইতেছে রসুল এবং অপরাপর মনুষের মধ্যে পার্থক্য। কোরআনে স্পষ্ট ভাবেই বিঘোষিত হইয়াছে —যাহারা রসুলুল্লাহর (দঃ) আনুগত্য স্বীকার করিল, তাহারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই অনুগত হইল

من يطع الرسول فقد اطاع الله

—আন্‌নিসা, ৮০। কিন্তু অপর কোন মানুষ, তিনি যত বড়ই বিদ্বান, শক্তিমান ও সাধুসজ্জন হউননা কেন, তাঁহার আনুগত্যকে আল্লাহ স্বীয় আনুগত্য বলিয়া স্বীকৃতি দান করেননাই। অবশ্য বিভিন্ন প্রকারের সীমাবদ্ধ আনুগত্য মানুষের জন্য বৈধ এবং কোন-কোন ক্ষেত্রে ফরযও করা হইয়াছে। যেরূপ পিতা-মাতা, বিদ্বান ও রাজশক্তির আনুগত্য কখনও বৈধ আর কখনও ফরয করা হইয়াছে। যদি রসুলুল্লাহর [দঃ] আদেশের প্রতিকূল নাহয়, তাহা হইলে তাঁহা-দের আদেশ প্রতিপালন করা মুবাহ, জায়েয অর্থাৎ সঙ্গত হইবে আর যদি তাঁহারা রসুলুল্লাহর আদেশ বলবৎ করার জন্য বা উহার পরিপ্রেক্ষিতে কোন নির্দেশ দেন, তাহাহইলে সেরূপ নির্দেশ প্রতিপালন করা অবশ্যকর্তব্য হইবে।

রসুলুল্লাহ (দঃ) যে 'জীবনবিধি' বা সংবিধান বিশ্ব-বাসীর হস্তে সমর্পন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্ব-পরি-কল্পিত ও বিরচিত নয়। ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনের জন্য তিনি যেসকল আদেশ ও নিষেধ প্রবর্তন করিয়াছেন, বিশ্বাস, মতবাদ, অধ্যাত্মবাদ, নীতি-নৈতি-কতা, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র, তমদ্দুন ও তহযীব, যে কোন সম্পর্কে হউকনা কেন, সমস্তই তিনি প্রত্যাদেশ বা ওয়াহী দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছেন, একটি কথাও আল্লাহর স্পষ্ট বা অস্পষ্ট নির্দেশ ব্যতীত তাঁহার মুখ হইতে কখনও উচ্চারিত হয়নাই। কোরআনের সাক্ষ্য এসম্পর্কেও সুস্পষ্ট। সুরত-আন্‌নজমে উক্ত হইয়াছে—রসুলুল্লাহ [দঃ] যদৃচ্ছভাবে কথা বলেননা, তিনি যাহা কিছু বলেন, যে ওয়াহী তাঁহার কাছে প্রত্যাদিষ্ট করা হয়, তদনুসারেই বলিয়া থাকেন, ৩ আয়ত।—সুরত-আলহাক্কায় বিশদতর ভাষায় ইহারই পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে, আল্লাহ বলেন, যদি হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা [দঃ] আমাদের নামে এমন কথা রটনা করেন, যাহা আমাদের নয়, তাহাহইলে অবশ্যই আমরা তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ফেলিব অতঃপর আমরা তাঁহার স্কন্ধ-স্নায়ু কর্তন করিয়া-

و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى

و لو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দিব—৩৪৬ আয়ত।

এ সম্পর্কে ইমাম মালিকের অভিমত শ্রবণযোগ্য। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ [দঃ] সমুদয় প্রেরিত মহাপুরুষের নেতা এবং সকল বিশ্বের পরিচালক, তথাপি তিনি কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইলে আকাশ হইতে তাঁহার কাছে ওয়াহী না আসা পর্যন্ত তিনি সে জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদান করিতেননা। †

كان رسول الله صلى الله عليه و سلم امام المرسلين و سيد العالمين، يسأل عن الشيء، فلا يجيب حتى يأتيه الوحى من السماء

ইমাম বুখারী স্বীয় সহীহ গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যে বিষয়ে ওয়াহী অবতীর্ণ হয়নাই, এরূপ কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইলে রসুলুল্লাহ (দঃ] হয় বলিতেন, আমি অবগত নই, আর নাহয় ওয়াহী অবতীর্ণ নাহওয়া পর্যন্ত মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন। ওয়াহীর সাহায্য ছাড়া নিজের অনুমান অর্থাৎ কিয়াস বা রায় অর্থাৎ কল্পনার আশ্রয় লইয়া কিছুই বলিতেননা, কারণ স্বয়ং আল্লাহ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আল্লাহ আপনাকে যাহা প্রদর্শন করেন, তদনুসারে আপনি আদেশ দিন। §

ما كان النبى صلى الله عليه و سلم يسأل بما لم ينزل عليه الوحى، فيقول : لا ادرى او لم يجب حتى ينزل عليه الوحى، و لم يقل برأى و لا قياس لقوله تعالى : بما اراك الله -

ইমাম ইব্‌নেহয্‌ম বলিতেছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার নিকট অবতীর্ণ আল্লাহর ওয়াহী ব্যতিরেকে স্ব-ইচ্ছায় কোন কথা বলিতেননা—আল্লাহ স্বীয় গ্রন্থেই রসুলুল্লাহর [দঃ] যদৃচ্ছ—কথনের অসম্ভাব্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তিনি বলিতেছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) যদৃচ্ছাক্রমে কিছু বলেন-না,যাহা বলেন ওয়াহী দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হইয়াই বলিয়া থাকেন। আল্লাহর গ্রন্থের স্পষ্ট উক্তি চুড়ান্ত করিয়া দিতেছে যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) যাহা বলিয়াছেন সমস্তই আল্লাহর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন। † পুনশ্চ ইব্‌নেহয্‌ম মন্তব্য করিতেছেন, অতএব আমরা সঠিক ভাবে বুঝিতে পারিলাম যে, রসুলুল্লাহর (দঃ) নিকট অবতীর্ণ আল্লাহর ওয়াহী দুই প্রকার : প্রথম প্রকার, যাহা তিলাওয়াত করা হয়, সুবিন্যস্ত, অলৌকিক বাক্য বিন্যাসে সুসজ্জিত—ইহা হইতেছে কোরআন। দ্বিতীয় প্রকার ওয়াহী পরম্পরাগত ভাবে যাহা বর্ণিত, অবিন্যস্ত, অলৌকিক পদ্ধতি শূন্য, যাহা তিলাওয়াত হয়না, কিন্তু পঠিত হয়, ইহা হইতেছে রসুলুল্লাহর (দঃ) হাদীস। আমাদের জন্য আল্লাহর অভিপ্রায়ের তাঁহারই নির্দেশিত ব্যাখ্যা! মানব সমাজের নিকট যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে, আল্লাহ তদীয় রসুল (দঃ) কে তাহা ব্যাখ্যা করার জন্য আদেশ দিয়াছেন। আমরা ইহাও অবগত হইয়াছি যে, প্রথম শ্রেণীর ওয়াহীর আনুগত্য যে রূপ ওয়াজিব, উল্লিখিত দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়াহীর আনুগত্যও সেইরূপ আল্লাহ আমাদের জন্য ওয়াজিব করিয়াছেন। আনুগত্যের দিক দিয়া কোনই প্রভেদ নাই। আল্লাহর স্পষ্ট নির্দেশ হইতেছে—আল্লাহর অনুগত হও এবং রসুলুল্লাহর (দঃ) অনুগত হও। কোর-

و ان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يقل شيئا من عند نفسه بغير وحى من الله تعالى به اليه، و احال بذلك على قول الله تعالى فى كتابه : و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى - فنص كتاب الله تعالى يقضى بان كل ما قاله عليه السلام فهو عن الله تعالى -

فصح لنا بذلك ان الوحى ينقسم من الله عز و جل الى رسول الله صلى الله عليه و سلم على قسمين : احدهما وحى متلو مؤلف تاليفا معجز النظام و هو القرآن - و الثانى : وحى مروى منقول غير مؤلف و لا معجزة النظام و لا متلو، لكنه مقرؤ، و هو الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو المبين عن الله مراده منا، قال الله تعالى : لتبين للناس ما نزل اليهم - و وجدناه تعالى قد اوجب طاعة هذا القسم الثانى كما اوجب طاعة القسم الاول الذى هو القرآن و لا فرق، فقال تعالى : و اطيعوا الله و اطيعوا الرسول -,

و القرآن و الخبر الصحيح

† আল ইহ্‌কাম, ইবনে হযম (৮) ৩৫ পৃঃ।
§ সহীহ বুখারী (১৩) ২৪৬ পৃঃ।

† আল ইহ্‌কাম (২) ৭৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

আন ও বিশুদ্ধ হাদীস উভয় পরস্পরের সহিত সম্পর্কিত। আল্লাহর নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়ার দিকদিয়া কোরআন ও হাদীস একই বস্তু আর অনুসরণ করা ওয়াজিব হইবার দিক দিয়াও কোরআন ও হাদীস অভিন্ন। *

بعضها مضاف الى بعض، و هما شيء واحد فى انهما من عند الله تعالى و حكمهما حكم واحد فى باب وجوب الطاعة لهما۔

রসূলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসিত হওয়া সত্ত্বেও ওয়াহীর প্রতীক্ষায় মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন, এরূপ ঘটনার বহু দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা যাইতে পারে। যথা, আত্মা বা রূহ সম্বন্ধে এবং হযরত জাবির বিনে আবদুল্লাহ কর্তৃক সম্পত্তির ভাগবাঁটোয়ারা সম্বন্ধে পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়াও ওয়াহী নাযেল না হওয়া পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (দঃ) জওয়াব প্রদান করেননাই। ‡ এই ভাবে একদা রসূলুল্লাহ [দঃ]কে জিজ্ঞাসা করা হয়, কোন্ স্থান সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কোন্ স্থান সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট? রসূলুল্লাহ (দঃ) উভয় জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেন, আমি জানিনা! অতঃপর আল্লাহ হযরত জিব্রীল কে নির্দেশ দেন যে, তুমি রসূলুল্লাহ [দঃ]কে সংবাদ দাও, সর্বোৎকৃষ্ট স্থান হইতেছে মস্জিদসমূহ আর বাজারগুলি নিকৃষ্টতম স্থান। † আমি বলি, স্বয়ং কোরআনেই এরূপ জিজ্ঞাসাসমূহের স্পষ্ট সন্ধান রহিয়াছে যেগুলির জওয়াব রসূলুল্লাহ [দঃ] ওয়াহী অবতীর্ণ নাহওয়া পর্যন্ত প্রদান করেননাই। আমরা এসম্পর্কে নিম্নে একটি ক্ষুদ্র তালিকা প্রদান করিতেছি।

قال: لا ادرى! فقال الله لجبريل عليه السلام اخبره ان خير البقاع المساجد و ان شر البقاع الاسواق

১। চান্দ্র-মাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা— আল্বাকারা,— ১৮৯ আয়ত।

২। দান খয়রাত সম্পর্কে—আল্বাকারা, ২১৫ ও ২১৯ আয়ত।

৩। পবিত্র মাসসমূহের যুদ্ধ সম্পর্কে—আল্বাকারা, ২১৭ আয়ত।

৪। পিতৃহীন অনাথদের সম্বন্ধে— আল্বাকারা, ২২০ আয়ত।

৫। মদ ও জুয়া সম্বন্ধে—আল্বাকারা,২১৯ আয়ত।

৬। ঋতুমতী নারী সম্বন্ধে— ... ২২২ আয়ত।

৭। হালাল খাদ্য সম্বন্ধে—আল্মায়েদা, ৪ আয়ত।

৮। কিয়ামত সম্বন্ধে—আল্আ'রাফ, ১৮৭, আন্-নাযেআত ৪২ আয়ত।

৯। যুদ্ধের লুঠ সম্বন্ধে--আল্আন্ফাল, প্রথম আয়ত।

১০। রূহ সম্বন্ধে—বনী ইস্রাঈল, ৮৫ আয়ত।

১১। যুলকারনাইন সম্বন্ধে—আল্কহফ, ৮৩ অয়ত।

১২। কিয়ামতে পাহাড়ের অবস্থা সম্বন্ধে—তাহা, ১০৫ আয়ত।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলির সাহায্যে দিবালোকের মত প্রতিপন্ন হইতেছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ওয়াহী ব্যতীত কোন শর্য়ী ব্যাপারে স্বেচ্ছায় কোন কথা বলিতেননা। এরূপ অবস্থায় হাদীসে বর্ণিত সহস্র সহস্র শর্য়ী আদেশ-নিষেধসমূহ তিনি যে ব্যক্তিগত কল্পনা ও অনুমানের সাহায্যে প্রদান করিয়াছেন, তাহা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নয়। †

আল্লাহ স্বয়ং তাঁহার নবীকে যে বিচার ও মীমাংসার অধিকার দিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট ভাবেই নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, হে রসূল, আমি আপনার নিকট সত্য সহকারে কোরআন অবতীর্ণ করিয়াছি— মানুষের মতভেদের মীমাংসার জন্য যেরূপ আল্লাহ আপনাকে প্রদর্শন করেন, তদনুসারে— আন্নিসা, ১০৫। এই আয়তের লক্ষণীয় বিষয় হইতেছে যে, স্বয়ং রসূলুল্লাহ (দঃ) যেরূপ বুঝেন, তদনুসারে তাঁহাকে মীমাংসা করিতে বলা হয় নাই, আল্লহে তাঁহাকে যেরূপ বুঝান, তদনুসারেই তাঁহাকে মীমাংসা করার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله!

* আল ইহ্কাম (১) ৯৬, ৯৭ ও ৯৮ পৃঃ।

‡ সহীহ বুখারী (১৩) ২৪৮ পৃঃ।

† ইবনে আবদুলবর, কিতাবুলইল্ম (২) ৫০ পৃঃ।

† সুননে আবুদাউদ (৩) ৩৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ইমাম হুসাইন বিনে আলী বিনে আবুতালিব (রাযিঃ)
ও
সম্রাট ইয়াযীদ বিনে মুআবিয়া বিনে আবুছুফ্‌য়ান

* শায়খুল ইসলাম ইমাম ইব্‌নেতয়মিয়াহ

(২)

এস্থলে একথা উল্লেখ করা অপ্রাসংগিক হবেনা যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইমাম হাসান ও হযরত উসামা বিনে-যয়েদকে এক সঙ্গে স্বীয় ক্রোড়ে ধারণ করে প্রার্থনা করতেন, হে আল্লাহ, আমি এদের দুজনকে ভালবাসি, তুমিও এদের ভালবেস, اللهم انى احبهما فاحبهما বুখারী। চমৎকার ব্যাপার হচ্চে এঁদের দুজনকে রসূলুল্লাহ (দঃ)যেমন স্বীয় অনুরাগে তুল্যভাবে সঙ্গী করতেন, এঁরা দুজনও তেমনিভাবে উত্তরকালে মুসলমানদের সমুদয় গৃহযুদ্ধকে সমান ভাবেই ঘৃণা করতেন আর এড়িয়ে চল্‌তেন। সিফ্‌ফীনের লড়াইতে হযরত উসামা আপন গৃহে বসে ছিলেন, হযরত আলী বা আমীর মুআবিয়া কারুরই দলে তিনি যোগদান করেননি। † আর ইমাম হাসান সবসময় স্বীয় পিতা হযরত আলী আর ভ্রতা ইমাম হুসাইনকে যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিতেন আর যখন স্বয়ং ক্ষমতার অধিকারী হ'লেন, তখন লড়াই ত্যাগ করে উভয় কলহমান দলে তিনি সন্ধিস্থাপন করেছিলেন। শেষপর্যন্ত হযরত আলীও একথা বুঝতে পেরেছিলেন যে, যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার চাইতে যুদ্ধ শেষকরে ফেলাই অধিকতর মংগলজনক। ইমাম হুসাইনও সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হওয়ার পর কারবালা প্রান্তরে যুদ্ধের সংকল্প ত্যাগ করেছিলেন। তিনি বারম্বার মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন বা সীমান্তের জিহাদে যোগদান অথবা সরাসরি ইয়াযীদের কাছে গমন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু যালিমরা তাঁর একটি অনুরোধেও কর্ণপাত করেনি, ফলে তাঁকে মযলুম অবস্থায় শাহাদত বরণ কর্‌তে হয়েছিল।

কোন কোন ব্যক্তি বলে থাকেন যে, যুদ্ধে সাহায্যকারীদের অভাব ঘটাতেই হযরত আলী ও ইমাম হুসাইন যুদ্ধ ক্ষান্ত করেছিলেন। একথা মেনে নেয়ার পর—মুস্‌লিম শাসকদের বিরুদ্ধে আর মুসলমানদের ঘরোয়া লড়াইতে অস্ত্রোত্তোলনকরা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ আরও স্পষ্টতর হ'য়ে ওঠে। অস্ত্রোত্তোলনকারীরা সত্যের প্রতিষ্ঠা আর অন্যায়ের প্রতিরোধ কল্পে যুদ্ধে লিপ্ত হ'লেও তাতে করে মঙ্গলের সম্ভাবনা থাকেনা, যেমন হার্‌রা ও দয়রে জমাজমে ইয়াযীদ ও হাজ্জাজ বিনে ইউসুফের বিরুদ্ধে কতক মুসলিম উত্থান ক'রেছিলেন। যদি অধিকতর অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ না করলে সে অন্যায়ের প্রতিরোধ করা সম্ভবপর নাহয়, তা'হলে সেরূপ ক্ষেত্রে অন্যায়ের প্রতিরোধ করাই অন্যায় হ'বে। যে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় যে পরিমাণ মংগল নিহিত রয়েছে,—তা প্রতিষ্ঠা কর্‌তে গিয়ে যদি এরূপ অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়,যার অমংগল প্রার্থিত মঙ্গলের তুলনায় অধিকতর ক্ষতিকারক, তাহ'লে স্বয়ং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাই অন্যায় হয়ে যাবে। "সত্য প্রতিষ্ঠা ও অসত্যের নিরসনের"উল্লিখিত নীতিকে অবহেলা করার ফলেই খারেজীরা পৃথিবীর সমুদয় মুসলমানের রক্তকে হালাল বলে বিশ্বাস করে থাকে। এমনকি তারা হযরত আলীকেও দোষী সাব্যস্ত করে তাঁর সংগে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। এই ভাব নিয়েই মু'তাযেলী, যয়েদী এবং আহ্‌লেসুন্নতগণের কতক বিদ্বান অন্যায়ের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করেছিলেন।

ফলকথা, ইয়াযীদ বিনে মুআবিয়ার অবস্থাও সাধারণ মুস্‌লিম রাজা-বাদশাহদের মতই, তাঁর ব্যাপারের

† উসামা বিনে যয়েদ বিনে হারিসা—রসূলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক প্রতিপালিত, দাস ও পালকপুত্র প্রথম মুস্‌লিম চতুষ্টয়ের অন্যতম হযরত যয়েদের সন্তান। হিজরতের ৭ বৎসর পূর্বে জন্ম গ্রহণ ক'রে ৫৪ হিজরীতে আমীর মুআবিয়ার শাসনকালের শেষভাগে মদীনার অন্তঃপাতি জরফ নামক স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কুড়ি বৎসর পূর্ণ হ'তে না হ'তে রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করেন। ইবনে-আসাকির দমশ্‌কের ইতিহাসে লিখেছেন, তাঁর নেতৃত্বে চালিত বাহিনীতে হযরত আবুবকর সিদ্দীক ও উমর ফারুক যোগদান করেছিলেন (২য় খণ্ড, ৩৯১—৩৯৯ পৃঃ)।

www.ahlehadeethbd.org

কোন অভিনবত্ব নেই। যারা আল্লাহর আনুগত্য অর্থাৎ নমায, হজ্জ, জিহাদ, শরীআতের দণ্ডবিধির প্রতিষ্ঠা আর 'আম্‌র্ বিল্ মারূফ ও নহী আনিল্ মুন্‌কর' ইত্যাদি বিষয়ে এই সকল রাজা বাদশাহদের সমর্থন করবে, তারা তাদের এই নেকী আর আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্যের জন্য পুরস্কৃত হবে। হয্‌রত আবদুল্লাহ বিনে উমর প্রভৃতি সাহাবীগণ এই নিয়মের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু যারা রাজারাজোয়াড়াদের অসদাচরণ সমর্থণ আর তাদের যুলম ও অবিচারের পক্ষপাতিত্ব করবে, তারা নিশ্চয় পাতকী হবে। এরূপ ধরণের লোকেরা নিন্দার্হ ও দণ্ডনীয়। এই নীতি অনুসরণ করেই রসুলুল্লাহর (দ:) সহচরবৃন্দ ইয়াযীদের অধীনতায় জিহাদের জন্য বহির্গত হ'তেন। আমীর মুআবিয়ার জীবদ্দশায় যখন ইয়াযীদ কন্‌স্ট্যান্টিনোপল আক্রমণ করেন, তখন তাঁর ফওজে হযরত আবুআইয়ুব আনসারীর মত মাননীয় সাহাবীও যোগ দিয়েছিলেন। ইয়াযীদের সেনাপতিত্বে চালিত এই বাহিনীই হচ্চে কুস্‌তুনতুনিয়া আক্রমণকারী প্রথম মুস্‌লিম বাহিনী। সহীহ বুখারী প্রভৃতি গ্রন্থে হযরত ইবনে-উমরের প্রমুখাৎ রসূলুল্লাহর (দ:) এই উক্তি বর্ণিত রয়েছে যে, কুস্‌তুন্‌তুনিয়ায় সর্বপ্রথম যে মুস্‌লিম বাহিনী জিহাদের জন্য অগ্রসর হবে, তারা সকলেই আল্লাহর কাছে ক্ষমালাভ কর্‌বে।

اول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم -

ইয়াযীদের শাসনকালে যেমন ইমাম হুসাইনের হত্যাকাণ্ড, হার্‌রার লড়াই আর মক্কায় হযরত আবদুল্লাহ বিনুয যুবায়রের অবরোধ প্রভৃতি ব্যাপার ঘটেছিল, তেমনি মার্‌ওয়ান বিনুলহাকামের সময়ে মর্জেরাহিতের হাঙ্গামা হয্‌রত নুমান বিনেবশীরের সাথে, খলীফা আবদুল-মালিকের শাসনকালে মস্‌অব ও তদীয় ভ্রাতা আবদুল্লাহ বিনুয যুবায়রের উত্থান আর কাবা শরীফের অবরোধ ঘটে। হিশামের সময় হযরত যয়েদবিনে আলীর বিদ্রোহ, মর্‌ওয়ান বিনে মোহাম্মদের শাসনকালে আবু-মুস্‌লিম খুরাসানীর উত্থান, মনসূর আব্বাসীর খিলাফতে মদীনায় মোহাম্মদ বিনে আবদুল্লাহ বিনে হাসান বিনে-হুসাইনের আর বস্‌রায় তদীয় ভ্রাতা ইব্‌রাহীম বিনে-আবদুল্লাহর বিদ্রোহ ইত্যাদি ব্যাপার সংঘটিত হয়।

স্মরণ রাখ্‌তে হবে, প্রত্যেক গোলযোগ সম্বন্ধে অবস্থার পার্থক্য লক্ষ্য করে অভিমত প্রকাশ করা উচিত। যে গোলযোগে যেমন ধরণের লোক যোগ দিয়েছিলেন, তদনুসারে সেই গোলযোগ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর্‌তে হবে। সর্বপ্রথম গোলযোগ ইস্‌লামের ইতিহাসে সংঘটিত হয় হয্‌রত উসমানের হত্যাকাণ্ডের আকারে, আর এই গোলযোগই সব চাইতে বৃহৎ! এর সম্বন্ধেই ইমাম আহ্‌মদ প্রভৃতি মর্ফূ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনটি গোলযোগে যে উদ্ধার পেল, সে রক্ষা পেয়ে গেল, আমার মৃত্যুর গোলযোগ, মযলুম খলীফার অন্যায় ভাবে হত্যাকাণ্ডের গোলযোগ আর দজ্জালের গোলযোগ।

ثلاث من نجا منهن فقد نجا : موتى و قتل خليفة مضطهد بغير حق و الدجال -

উত্তাল তরংগের মত এই ভয়াবহ গোলযোগ সম্পর্কেই হযরত উমর—ফারূক হযরত হুযায়ফাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সে গোলযোগ কি আমার সম্বন্ধে নয়? হুযায়ফা বলেছিলেন, না, আপনার আর সেই ফিতনার মাঝখানে একটা অবরুদ্ধ দ্বার রয়েছে। উমর জিজ্ঞাসা করলেন দ্বারটি ভেঙ্গে ফেলা হবে না ওটাকে উদঘাটন করা হবে? হুযায়ফা বললেন, ভেঙ্গেই ফেলা হবে। হযরত উমরই জাতির আর অনাগত গোল-যোগের মধ্যবর্তী অবরুদ্ধ দুয়ার ছিলেন।

التى تموج موج البحر - ان بينك و بينها بابا مغلقا! فقال عمر(رض) ايكسر الباب ام يفتح، فقال بل يكسر ! و كان عمر رض هو الباب!

হযরত উমরের নিধনপ্রাপ্তির পর হযরত উস্‌মান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হ'ন, তাঁর খিলাফতের শেষভাগে গোলাযাগ ঘনীভূত হয়, শেষপর্যন্ত তাঁকে নির্মমভাবে হত্যাকরা হয় আর ফিত্‌নার দুয়ার চৌপাট হ'য়ে কিয়ামত পর্যন্তের জন্য খুলে যায়। এই গোলযোগের ফলেই পরবর্তী কালে জমল ও সিফফীন আর অন্যান্য গোলযোগ সংঘটিত হয়। এই হাঙ্গামার পুরুষদের সাথে অন্য কারুরই তুলনা হয়না, কারণ তাঁরা সমুদয় পরবর্তী লোকের চাইতে উত্তম ছিলেন। এই ভাবে হার্‌রা ও ইবনুল আশআসের গোলযোগে লিপ্ত ব্যক্তিগণ তাবেয়ী ছিলেন, পরবর্তীদের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাঁদেরও সঙ্গে তুলনা হয়না।

ইয়াযীদ সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি,

ইয়াযীদ বিনে মুআবিয়া সম্বন্ধে দুটি চরম পন্থী দল আছে, একদল ওঁকে 'খলিফায় রাশেদে'র আসনে, সাহাবা এমনকি নবীদের আসনে সমাসীন করেছে—এ অভিমত একদম বাতিল। আর এক দলের ধারণা যে, প্রকাশ্যে ইস্‌লামের দাবীদার হ'লেও ইয়াযীদ অন্তরে অন্তরে কাফের ও মুনাফিক বৈ কিছুই নয়। বদর ও খন্দকের যুদ্ধে তার যেসব আত্মীয় বনিহাশিম আর মদীনার আন্‌সারদের হাতে নিহত হ'য়েছিল, তাদের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্যেই সে ইচ্ছাকরে ইমাম হুসাইনকে শহীদ করেছিল আর মদীনায় ব্যাপক হত্যা কাণ্ড চালিয়াছিল। তারা বলে, হুসাইনের শাহাদতের পর ইয়াযীদ নিম্নলিখিত কবিতা পাঠ করেছিল,

لما بدت تلك الحمول و اشرفت
تلك الرؤس على ربى جيرون

উটের সেই সওয়ারী আর মুণ্ডগুলো
যখন জিরোন পাহাড়ের উচ্চতায় প্রকাশ পেল,

نعق الغراب ، فقلت نح او لاتنح
فلقد قضيت من النبى ديونى !

তখন কাক কা-কা করে উঠল, আমি বল্লুম, তুই বিলাপ করিস কি না করিস,
আমি কিন্তু নবীর কাছ থেকে আমার পাওনা শোধ করে নিয়েছি।

ليت اشياخى ببدر شهدوا
جزع الخزرج من وقع الاسل

কিংবা তিনি বলেছিলেন,

বদরের নিহত আমার পূর্বপুরুষরা যদি দেখ্‌তেন
বল্লমের আঘাতে খেযরজদের কান্নাকাটির রোল।

قد قتلنا القرن من ساداتهم
وعدلناه ببدر فاعتدل !

আমরা ওদের প্রধানদের শ্রেষ্ঠ নেতাকে হত্যা করেছি
আর এই ভাবে বদরের শোধ তুলেছি।

এসব একদম ঝুট আর অপবাদ মাত্র! বুদ্ধিমান মাত্রই জানেন, এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন। ইয়াযীদ মুসলমান সম্রাটদের অন্যতম আর রাজতন্ত্রী খলীফাদের একজন ছিলেন। আর ইমাম হুসাইন, অন্যান্য সাধুসজ্জন ব্যক্তি যেভাবে যুলুম ও স্বৈরাচারের হস্তে শাহাদতের পিয়ালা পান করেছিলেন, তিনিও তেমনি মযলুম অবস্থায় শহীদ হয়েছেন। এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেইযে, হুসাইনের হত্যাকাণ্ড আল্লাহ ও তদীয় রসূলের অবাধ্যতা ও পাপ। যারা হুসাইনকে বধ করেছে কিংবা তাঁর হত্যায় সহায়তা করেছে অথবা এই হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনায় খুশী হ'য়েছে তারা সকলেই পাপী আর আল্লাহ ও রসূলের অবাধ্য।

ইমাম হুসাইনের হত্যাকাণ্ড জাতির জন্য মস্তবড় বিপদ ও দুঃখের কারণ হ'লেও স্বয়ং জনাব ইমামের জন্য কোনই দুঃখ ও বিপদের কারণ নয়, পক্ষান্তরে ওঁর পক্ষে শাহাদত, গৌরব ও সমৃদ্ধিবৃদ্ধির কারণ হয়েছে। তিনি আর তাঁর অগ্রজ আল্লাহর কাছথেকে যে বিপুল সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছেন, কঠোর পরীক্ষা ও বিপদবরণ না করে তা লাভ করার উপয় ছিলনা। রসূলুল্লাহর (দঃ) এই দুই দৌহিত্র ইস্‌লামের ক্রোড়ে আদরে শান্তিতে ও ইয্‌যতের সঙ্গে প্রতিপালিত হয়েছিলেন, যেসব ঝড় ঝঞ্ঝার রুদ্র প্রবাহে ওঁদের পরিবারবর্গ সাঁতার কাট্‌তে বাধ্য হয়েছিলেন, সেসব ওঁদের কিছুই স্পর্শ করেনি, তাই সৌভাগ্যবানদের মনযিল শহীদদের অমর জীবন লাভ করার জন্য একজনকে বিষপান ক'রে আর অপরজনকে নিহত হ'য়ে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল। কিন্তু এ কথাও ভুলে গেলে চল্‌বেনাযে, বনী-ইস্‌রাঈলরা যে-সব নবীকে হত্যা করেছিল, হুসাইনকে হত্যা করার দুঃখ ও পাপ তার চাইতে বড় নয়। স্বয়ং হযরত আলীর হত্যাকাণ্ড হুসাইনের কতল অপেক্ষা গুরুতর পাপ, হযরত উস্‌মানের হত্যাও তাঁর হত্যা অপেক্ষা অধিকতর মর্মন্তুদ এবং জাতির জন্য বিপর্যয়মূলক। এ অবস্থায় ব্যাপার যতই অসহনীয় হোক, মুসিবতে সবর অবলম্বন ও আল্লাহকে স্মরণ করাই হচ্ছে মুসলমানদের অবশ্যকর্তব্য, যাতে করে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন।

আল্লাহ আদেশ فبشر الصابرين، الذين اذا اصابتهم مصيبة، قالوا انا لله و انا اليه راجعون - করেছেন, ধৈর্যশীলদের অপনি সুসংবাদ দান করুন—দুঃখ ও বিপদ আঘাত হান্‌লে, যারা বলেথাকে, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন,

www.ahlehadeethbd.org

আমরা সকলেই আল্লাহর জন্য আর আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। মুসনদে-আহ্‌মদ ও সুননে-ইব্‌নে-মাজায় ইমাম হুসাইনের কন্যা হযরত ফাতিমা স্বীয় পিতার বাচনিক রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীস বর্ণনা করেছেন, যে-মুসলমান তার পুরাতন দুঃখকে নতুনভাবে স্মরণ করে নেয় আর আল্লাহর জন্য ধৈর্যাবলম্বন— করার উদ্দেশ্যে সেই দুঃখের আলোচনা করে, তাহলে বিপন্ন হওয়ার দিনে ধৈর্যাবলম্বন করার জন্য সে যতটা 'ছওয়াব' লাভ করেছিল, পুরাতন বিপদকে স্মরণ করে ধৈর্যাবলম্বন করার দরুণ সেই পরিমাণ 'ছওয়াব'ই সে প্রাপ্ত হবে।

ما من مسلم يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته، و ان قدمت فيحدث لها استرجاعا، الا اعطاه الله من الاجر مثل اجره يوم صيب بها -

হযরত ফাতিমা কারবালায় তাঁর পিতার ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড স্বয়ং দর্শন করেছিলেন, সুতরাং তাঁর ও তদীয় পিতা কর্তৃক বর্ণিত এই হাদীসটি বিশেষ ভাবে— প্রণিধান যোগ্য। মুসলমানদের পক্ষে হুসাইনের পুরাতন মর্মন্তুদ ঘটনাকে স্মরণ করে সবরের উদ্দেশ্যে আলোচনা করা শরীয়ত-সঙ্গত হ'লেও যেসব কাজ আল্লাহ ও রসূলের অনভিপ্রেত, যেমন মুখ আর বুক চাপড়ানো, কাপড় ছিঁড়েফেলা আর জাহেলীযুগের সুরধরে কাঁদা-কাটিকরা ইত্যাদি সম্পূর্ণ অবৈধ ও হারাম। বিশুদ্ধ হাদীসে উল্লিখিত আছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন, যারা মুখ আর বুক চাপড়ায়, পরিধের বসন ছিন্ন করে- ফেলে আর ইসলাম- পূর্ব যুগের প্রচলিত গীতের সুরে কাঁদাকাটি করে, তারা মুসলমান নয়। রসূলুল্লাহ (দঃ) 'সালেকা', 'হালেকা' ও 'শাক্কা'দের থেকে নিজের নিঃসম্পর্কতা ঘোষণা করে-ছেন। মুসীবতের সময় যে নারী তার কণ্ঠস্বর উচ্চ করে, সে হ'ল 'সালেকা' (صالقة) আর দুঃখের আতিশয্যে যে নারী তার কেশদাম মুণ্ডিত করে, তাকে 'হালেকা' (حالقة) বলা হয় আর শোকাকুল হয়ে যে বস্ত্র ছিন্ন করে, সে নারী শাক্কা (شاقة) বলে কথিত হয়ে থাকে। সহীহ বুখারীতে রসূলুল্লাহর (দঃ) উক্তি বর্ণিত হয়েছে, যেনারী পারিশ্রমিক নিয়ে

ليس منا من لطم الخدود و شق الجيوب و دعا بدعوى الجاهلية -

ان النائحة اذا لم تتب قبل موتها، فانها تلبس يوم القيامة درعا من جرب و سربالا من قطران -

কান্নাকাটি করে বেড়ায়, তওবা করার পূর্বে তার মৃত্যু ঘটলে কিয়ামতে তাকে আলকাতরাসিক্ত চটের ব্লাউজ পরান হবে। এই শ্রেণীর জনৈকা ক্রন্দন-ব্যবসায়ী নারীকে হযরত উমরের সম্মুখে উপস্থিত করা হলে তিনি তাকে পেটার জন্য আদেশ দেন। লোকেরা বল্লে, এর মাথার কাপড় সরে গেছে। হযরত উমর বল্লেন, ওর নারীত্বের কোন মর্যাদাই নেই, ও লোককে সবর করতে বাধাদেয়, অথচ আল্লাহ সবর করারই আদেশ দিয়েছেন, ও কাঁদাকাটির জন্য প্ররোচিত করে, অথচ আল্লাহ নিষেধ করেছেন। ও জীবিতদের বিপন্ন করে থাকে আর মৃতদের জন্য ক্লেশের কারণ হয়। ও তার অশ্রু বিক্রয় করে আর অপরের জন্য মায়াকান্না কাঁদে। ও তোমাদের মৃতদের জন্য ক্রন্দন করেনা, ও তোমাদের পয়সার জন্য কেঁদে ভাসায়।

فامر بضربها، فقيل : يا امير المؤمنين انه قد بدا شعرها، فقال انه لا حرمة لها، انها تنهى عن الصبر و قد امر الله به و تامر بالجزع و قد نهى الله عنه و تفتن الحى و تؤذى الميت، تبيع عبرتها و تبكى بشجو غير ها - انها لا تبكى على ميتكم، انما تبكى على اخذ دراهمكم!

** ** **

ইমাম হুসাইন সম্বন্ধেও তিন শ্রেণীর লোক দেখতে পাওয়া যায়: এক দল বলে থাকে, ইমাম হুসাই-নকে হত্যা করা ঠিকই হয়েছে, তিনি মুসলমানদের সংহতিকে বিধ্বস্ত আর সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টিকরতে উদ্যত হ'য়েছিলেন আর বিশুদ্ধ হাদীসে রসূলুল্লাহর (দঃ) আদেশ প্রমাণিত রয়েছে, তিনি বলেছেন, তোমাদের শাসনকর্তৃত্ব একজনের হস্তে ন্যস্ত থাকা কালে কোন ব্যক্তি যদি উত্থান করে আর তোমাদের সংহতি বিচ্ছিন্ন করতে উদ্যত হয়, তা'হলে তাকে হত্যা কর। তাঁরা বলেন, ইমাম হুসাইন যখন উত্থান করেন, তখন মুসলমানদের শাসনকর্তৃত্ব একজনের হস্তে ন্যস্ত ছিল তিনি জামা-

من جاء كم و امر كم على واحد فاراد ان يفرق جماعتكم، فاقتلوه!

[অবশিষ্টাংশ ৩৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

www.ahlehadeethbd.org

হাদীছ ও ফিক্‌হের বৈপরীত্য

তুলনামূলক তদন্ত

[৪]

আল্লামা শায়খ মোহাম্মদ মুঈন সিন্ধী হানাফী লিখিয়াছেন, যাবতীয় সুদূরপরাহত কিয়াস, যেগুলি নূতন শরীআত বলিয়া অনুমিত হয়,অথচ ফিকহের গ্রন্থসমূহে সন্নিবেশিত এবং আয়েম্মায়ে দ্বীনের সিদ্ধান্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে, সেগুলির সমস্তই যে সত্য-সত্যই ইমামগণের উক্তি তাহা প্রমাণিত হয়নাই বরং ওগুলির অধিকাংশ বা সমস্তইএরূপ লোকের কীর্তি, যাঁহাকে 'রায়' পরাভূত করিয়াছে কিংবা যাহারা তাঁহার-অনুসরণকারীদের — দলভুক্ত। তাঁহারা প্রতিপাদিত মস্‌আলাকে ইমামের পরিগৃহীত 'অসূলে'র অনুকূল'কিয়াসে'র অনুরূপ দেখিতে পাইয়া উক্ত 'কিয়াস'কে স্বয়ং ইমামের সিদ্ধান্ত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। এই ভাবে কখনও তাঁহারা বলিয়া থাকেন, ইমাম আবুহানীফার মযহব অনুসারে মসআলা এইরূপ ! এরূপ ধরণের দ্বিবিধ উক্তির মধ্যে ইহা ন্যূনতর। কখনও ইঁহারা আরও অগ্রসর হইয়া বলিয়া বসেন যে, ইমাম আবুহানীফা এইরূপ বলিয়াছেন! অথচ যে ব্যক্তি প্রতিপাদিত 'কিয়াস'কে স্বয়ং ইমাম সাহেবের 'কিয়াস' বলিয়া দাবী করে তাহার কর্তব্য বিশুদ্ধ সনদ ও রেওয়ায়তের অন্যান্য নিয়ম আনুসারে উল্লিখিত 'কিয়াস'কে ইমাম সাহেবের নিজস্ব উক্তি বলিয়া প্রতিপন্নকরা। কিন্তু আমি মনে করি, ইহা করা অর্থাৎ ফিকহ গ্রন্থসমূহে যে সকল 'কিয়াসী মস্‌আলা' স্থানলাভ করিয়াছে, সেগুলিকে ইমাম সাহেবের উক্তিরূপে প্রতিপন্ন করিতে তাঁহারা সক্ষম হইবেননা।

"হাদীসের বর্ণণাদাতা যদি ফকীহ না হন, তাহাহইলে 'রায়ে'র সমকক্ষতায় উক্ত, হাদীসের— কোন মূল্য নাই"— মযহবের এই প্রসিদ্ধ মূলনীতি সম্বন্ধে তিনি এই মন্তব্য করিয়াছেন, চতুর্থ কথা, যাহা সাধারণ বুদ্ধিতেও প্রবেশ করিত পারে,তাহা এই যে,রেওয়ায়তের বিশুদ্ধতার পক্ষে রাবীর ফকীহ হওয়া বা না হওয়া— কোন ইতর বিশেষ সৃষ্টি করিতে পারেনা অথচ 'রায়ের' মুকাবিলায় 'গায়ের ফকীহ' বর্ণনাদাতার হাদীস গ্রাহ্য, নয়—ইমাম আবুহানীফার উক্তি স্বরূপ ইহা উল্লেখ করা কখনও সঠিক হইতে পারেনা। বিশ্বস্ত বিদ্বানগণের-বিবেচনায় ইহা একটি জাল উক্তি, ছলফে-ছালেহীনদের স্কন্ধে অযথা ইহাকে আরোপ করা হইয়াছে। ইহা

و ليس كل ما ينسب اليهم من القياسات البعيدة التى تشبه التشريع الجديد و ينقل فى كتب مذهبهم ، فهو ثابت النسبة اليهم بل اكثر ذالك او كله مما ارتكبه من غلب عليه الراى من اتباعهم غير انهم لما رؤوا الحكم المستنبط بمثل هذا القياس موافقا الاصل من اصول امامهم، زعموا نسبة هذا القياس اليه ، فربما يقولون لابى حنيفة مثلاً كذا و هوا ادون القولين فيها و ربما يتجاسرون فيقولون: قال ابو حنيفة كذا — ومن ادعى ان هذا القياس بعينه مروى عن ابى حنيفة مثلاً ، فليصحح السند بكل ما يشترط فى صحته و لا احسبهم عن ذالك الا عاجزين

الرابع كما دل العقل على ان فقه الراوى لا اثر له فى صحة الرواية فلايستند قول ذالك الى ابى حنيفة - دل النقل من الثقات على انه قول موضوع مختلق على السلف الصالح ومستحدث من المتأخرين ممن لايعبأ بقوله على وضوح فساده، شهد بذالك فخر الاسلام و الشيخ الاجل الشيخ عبد العزيز صاحب الكشف والتحقيق وهو شيخ الامام ابن الهمام و صرح بذالك فى التحقيق ، فقال و لم ينقل من احد من السلف اشتراط الفقه

Contents

পরবর্তী বিদ্বানগণের من الراوي ، فثبت কপোলকল্পিত। এই انه قول مستحدث সূত্রের দোষ প্রমাণিত হওয়ার পর ইহা ধর্তব্য বলিয়াই বিবেচিত হইতে পারেনা। ফখ্‌রুলইস্‌লাম এবং বিশিষ্ট উস্তায 'কশ্‌ফ' ও 'তহ্‌কীক' গ্রন্থদ্বয়ের প্রণেতা শায়খ আবদুল আযীয, যিনি ইমাম ইবনুলহুমামের গুরু ছিলেন, একথার সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং স্বীয়— 'তহ্‌কীক' নামক গ্রন্থে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, হাদীস গ্রহণযোগ্য হইবার জন্য রাবীর পক্ষে ফকীহ হইবার শর্তের কথা কোন পূর্ববর্তী বিদ্বানের বাচনিক বর্ণিত নাই। অতএব প্রমাণিত হইল যে, ইহা অর্বাচীন উক্তি। * একাদশ দিরাসায় আল্লামা মুঈন মন্তব্য করিয়াছেন,—'অস্পষ্ট কিয়াস' যাহাতে হানাফীদের গ্রন্থ ভর্তি রহিয়াছে, বিশেষতঃ গুপ্ত কিয়াস যাহাকে 'ইস্‌তিহ্‌সান' বলে আর যাহাকে সুস্পষ্ট কিয়াসের অগ্রণী

ان الاقيسة الغير الجلية التى كتب الحنفية مشحونة بها غالبها لايستند الى ابى حنيفة خصوصا القياس الخفى الذى يسمونه استحسانا و تقدمونه على الجلى

করা হইয়া থাকে,— و قد قال الشافعى من استحسن فقد شرع — সেগুলির অধিকাংশের সহিত ইমাম আবু-হানীফার সম্পর্ক প্রমাণিত নয়। ইমাম শাফেয়ী বলিয়াছেন, যেব্যক্তি ইস্‌তিহ্‌সানের আশ্রয় লইল, সে নূতন শরীঅত আবিষ্কার করিল। §

শুধু 'প্রতিপাদিত' মস্‌আলা গুলির অবস্থাই এরূপ নয়, ফিক্‌হ গ্রন্থে এরূপ বহু মাসায়েল রহিয়াছে, যেগুলির সাথে ইমামেআ'যমের কোন সম্পর্কই নাই, যে-গুলি তাঁহার উক্তি বা উক্তি হইতে উদ্ভাবিত কোনটাই নয়, পক্ষান্তরে সেগুলি অপরাপর বিদ্বানের অভিমত। আল্লামা শামী 'রদ্দুলমুহ্‌তার' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—ইহা অবগত হওয়া আবশ্যক যে, হানাফী বিদ্বানগণের মস্‌আলাগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত : প্রথম, অস্‌ল, যেগুলি 'যাহের রেওয়ায়ত' বলিয়াকথিত। ইমাম আবুহানীফা, কাযী আবুইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ বিনুল হাসানের রেওয়ায়তের সমষ্টি দ্বারা এই শ্রেণী বিরচিত। ইমাম যুফর ও ইমাম হাসান বিনে যিয়াদও উক্ত শ্রেণীর সহিত সংযুক্ত তাঁহারাও ইমাম আবুহানীফার নিকট হইতে বিদ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু উল্লিখিত ইমামত্রয়ের

* দিরাসা, ২২২ পৃঃ।

§ দিরাসা, ৩৪৭ পৃঃ।

[৩৩৭ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ]

আতের ভিতর বিচ্ছেদ ঘটাতে চেয়েছিলেন। তাঁদেরই দলের কেউ কেউ বলেন, মুসলিম শাসকদের সঙ্গে বিদ্রোহের উদ্দেশ্যে তিনিই সর্বপ্রথম নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন। আর একদল বলেন হুসাইন সত্যকার ইমাম অর্থাৎ উম্মতের সার্বভৌম অধিনায়ক ছিলেন, সুতরাং তাঁর আনুগত্য ওয়াজিব ছিল। তাঁকে ছাড়া ঈমানের কোন অংশই পূর্ণ হ'তে পারেনা, তাঁর নিযুক্ত লোক ব্যতীত অন্য কারও পিছনে জুমা ও জামাআত দুরস্ত নয়, তাঁর পক্ষ থেকে অনুমতি না পেলে শত্রুদের সঙ্গে জিহাদ করাও চল্‌বেনা।

এই দুই চরমপন্থীদের মাঝখানে রয়েছেন আহ্‌লেসুন্নতগণ। উল্লিখিত উভয়দলের কোন দাবীই তাঁরা গ্রাহ্য করেননা। তাঁরা বলেন, ইমাম হুসাইন মযলুম অবস্থায় শহীদ হয়েছেন, তিনি জাতির সার্বভৌম সর্বাধিনায়ক ছিলেননা, আর যে হাদীস তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত করা হয়েছে, তাঁর জন্য সে হাদীস প্রযোজ্য নয়। কারণ যখনই তিনি তাঁর চাচাতো ভাই মুস্‌লিম বিনে আকীলের পরিনাম জানতে পেলেন, তখনই তিনি খিলাফতের দাবী প্রত্যাহার করেছিলেন আর ইয়াযীদের কাছে যেতে প্রস্তুত হয়েছিলেন, তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করার অথবা সীমান্তে প্রেরিত হবার দাবীও করেছিলেন। কিন্তু বিপক্ষদল তাঁর কোন কথায় কর্ণপাত না করে তাঁকে বিনাশর্তে আত্মসমার্পণ করার নির্দেশ দিয়েছিল। হযরত ইমাম এ নির্দেশ প্রতিপালন করতে অস্বীকৃত হন আর এরূপ অন্যায় নির্দেশ পালন করতে শরীঅতের দিক দিয়ে তিনি বাধ্যও ছিলেননা।

আগামী সংখ্যায় সমাপ্তব্য।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উক্তিই সাধারণতঃ 'যাহের রেওয়ায়ত' বা প্রকাশ্য মযহব রূপে কথিত হয়। মবসুত, যিয়াদাত, জামে-সগীর, সিয়রে-সগীর ও জামে-কবীর—এই ছয়খানা পুস্তক 'যাহের-রেওয়ায়তে'র গ্রন্থ বলিয়া সুপরিচিত। (সম্ভবতঃ ভুলবশতঃ 'সিয়রে-কবীরের নাম বাদ পড়িয়া গিয়াছে), এই পুস্তকগুলি বিশ্বস্ত রাবীগণ ইমাম মোহাম্মদ বিনুল হাসানের নিকট হইতে পৌনঃপুনিক ভাবে অথবা প্রসিদ্ধ রেওয়ায়ত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া "যাহের রেওয়ায়ত" নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণী, নওয়াদের, অর্থাৎ যে সকল মস্‌আলা ইমামত্রয়ের নিকট হইতে বর্ণিত হইলেও সেগুলি উল্লিখিত ছয়খানা গ্রন্থে স্থানলাভ করেনাই, বরং ইমাম মোহাম্মদের অপরাপর পুস্তকে যথা, কয়সানিয়াত, হারূনিয়াত, জুর্জানিয়াত, রুকাইয়াত প্রভৃতিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পুস্তকগুলিকে 'গায়ের যাহের' অপ্রকাশ্য বলার তাৎপর্য এইযে, এগুলি উল্লিখিত ৬ খানা গ্রন্থের মত প্রকাশ্য ও বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত নয়। ইমাম হাসান বিনে যিয়াদের 'মুহাররর' ও কাযী আবুইউসুফের 'ইমালী'ও দ্বিতীয় শ্রেণীরই অর্ন্তভুক্ত। কোন বিদ্বানের কল্পিত উক্তি, যাহা আল্লাহ তাঁহার মুখ হইতে বক্তৃতাকারে উচ্চারিত করান আর তদীয় ছাত্রবৃন্দ লিপিবদ্ধ করিয়ালন, তাহাকে—'ইমালী' বলা হয়।

তৃতীয় শ্রেণী 'ওয়াকেআত' নামে আখ্যাত। পরবর্তীকালের বিদ্বানগণ কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইলে, তাহার মীমাংসা মযহবের প্রবর্তকগণের রেওয়ায়তে খুঁজিয়া না পাইলে তাঁহারা ইমামগণের উক্তি হইতে সৌসাদৃশ্যিক নিয়মে প্রশ্নের উত্তর প্রতিপাদন করেন। ইঁহারা হইতেছেন কাযী আবুইউসুফ ও ইমাম—মোহাম্মদের ছাত্রমণ্ডলী এবং তাঁহাদের ছাত্রের ছাত্র এবং তস্য ছাত্র ও ছাত্রের ছাত্র। ইঁহারা সংখ্যাবহুল। আবুইউসুফ ও মোহাম্মদের ছাত্রবৃন্দের মধ্যে ইসাম-বিনে ইউসুফ, আবুসুলায়মান জুর্জানী ও আবুহফ্‌স বুখারী সমধিক প্রসিদ্ধ, তাঁহাদের পরবর্তী দলের মধ্যে মোহাম্মদ বিনে ছলমা, মোহাম্মদ বিনে মুকাতিল রাযী নসীর বিনে ইয়াহ্‌য়া ও আবুনসর কাসিম বিনে সল্লাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা প্রমাণের অকাট্যতা বা অন্য কারণে কখন কখন মূল মযহবের প্রবর্তকদের বিরোধিতাও করিয়া থাকেন, এই ধরণের পুস্তকসমূহের মধ্যে আবুল্‌লয়েস সমরকন্দীর 'কিতাবুন্‌-নওয়াযিল'কে আমরা প্রথম পুস্তক রূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। অতঃপর অন্য বিদ্বাগণও এরূপ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, যথা, নাতেফীর 'মজমুয়ে-নওয়াযিল' ও 'ওয়াকেআত' এবং সদরে শহীদের 'ওয়াকেআত'। শেষভাগে আসিয়া বিদ্বানগণ সমুদয় মস্‌আলার খিচুড়ি করিয়া তাঁহাদের গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। 'ফতাওয়া-কাযী খান' ও 'খুলাসা' প্রভৃতি পুস্তক গুলি এই ধরণের। †

প্রতিপাদন বা তখ্‌রীজের দিক দিয়া ফিক্‌হের মস্‌আলা গুলিকে চারি শ্রেণীতে ভাগকরা যাইতে পারে, মযহবের প্রবর্তকগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রমাণ হয় স্পষ্ট কোরআন ও সুন্নাহতেই বিদ্যমান রহিয়াছে, অথবা সেগুলি কোরআন ও সুন্নাহর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহাদের ইজতিহাদ বা গবেষণার ফল। এক্ষণে তখরীজকারীরা হয় ইমামগণের প্রথম শ্রেণীর উক্তি হইতে মস্‌আলা প্রতিপাদন করিয়াছেন, নয় দ্বিতীয়শ্রেণীর উক্তি হইতে। এই ভাবে ফিক্‌হ গ্রন্থের মস্‌আলাগুলি চারি প্রকার সাব্যস্ত হইতেছে। ইহাও সর্ববিদিত যে, তখরীজ 'ইজ্‌তিহাদে-মতলকে'র কাজনয় 'ইজতিহাদ-ফিল্‌-মযহব' দ্বারা এই কার্য সম্পন্ন হইয়াথাকে। মুজতাহিদগণ যেরূপ কোরআন ও সুন্নাহকে ভিত্তি করিয়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখরীজকারীরা তেমনী মুজ্‌তাহিদগণের সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করিয়া মস্‌আলা প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। অতএব ইজতিহাদের মত তখরীজের মধ্যেও ভ্রান্তি সংঘটিত হইতে পারে।

হাফিয খতীব বাগ্‌দাদী তাঁহার 'তারীখে-বাগ্‌দাদে' সংযুক্ত সনদ সহকারে ইমামেআ'যমের প্রমুখাৎ এই ঘটনা উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, একদা হযরত হাম্মাদ (ইমাম আবুহানীফার উস্তায) বসরা গমনকালে আমাকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করেন। তিনি চলিয়াগেলে আমি এমন কতকগুলি বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হই, যেগুলির জওয়াব আমি ইমাম হাম্মাদের নিকট শ্রবণ করিনাই, আমি নিজের ইজ্‌তিহাদ মত জওয়াব দেই এবং

† রদ্দুল মুহতার (১) ৪৯ পৃঃ; ময়মনিয়া, মিসর।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জওয়াবগুলি লিখিয়া রাখি। দুই মাস পর ইমাম হাম্মাদ প্রত্যাগত হইলে আমি উল্লিখিত মস্‌আলাগুলি তাঁহাকে দেখাই, সেগুলির সংখ্যা ছিল ষাট। চল্লিশটি জওয়াব সঠিক হইয়াছে বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন। *

ইমামে-আ'যম নিঃশংসয়ে মুজতাহিদে মুতলক ছিলেন, অথচ তাঁহার তখ্‌রীজে যদি শতকরা তেত্রিশটি ভ্রান্তি থাকে, তাহাহইলে পরবর্তীযুগের তখরীজকারীদের প্রতিপাদিত মসআলা সমূহের অবস্থা যে বিরূপ, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

তখ্‌রীজকারীগণ অস্পষ্ট মসআলাসমূহে স্বীয় আন্দাজ ও কল্পনার আশ্রয় লইয়া, যাঁহাদের উক্তিকে ভিত্তি করিয়া মসআলা প্রতিপাদন করিতে অগ্রসর হন তাঁহাদের উদ্দেশ্য নির্ণয় করিতে সচেষ্ট হইয়া থাকেন। সুতরাং সর্বক্ষেত্রে তাঁহারা যে ইমামের প্রকৃত উদ্দেশ্য সঠিক ভাবে উদ্ধার করিতে পারিয়াছেন, তাহার কোনই নিশ্চয়তা নাই।

ফলকথা, উল্লিখিত চতুর্বিধ মস্‌আলা সমূহের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর মসআলাগুলি অকাট্য। দ্বিতীয় শ্রেণীর মসআলাগুলি ইজ্‌তিহাদী, আর ইজ্‌তিহাদে ভ্রান্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে আর তৃতীয় শ্রেণীতে তখ্‌রীজের মধ্যে ভ্রান্তি সংঘটিত হওয়া ইজতিহাদ অপেক্ষাও অধিকতর সম্ভাবনীয়। ৪র্থ শ্রেণীতে দ্বিবিধ ভ্রান্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে: যথা, যে ইজতিহাদকে ভিত্তি করিয়া মসআলা প্রতিপাদিত হইয়াছে স্বয়ং তাহারই ভ্রান্তিমূলক হওয়ার সম্ভাবনা আর ভিত্তির ভ্রান্তি প্রতিপাদনের মধ্যেও সংক্রামিত হইবার নিশ্চিত কারণ বটে। অর্থাৎ তখরীজ বিশুদ্ধ হইলেও গোড়ায় ভুল থাকার জন্য উহাতে ভ্রান্তি ঘটা অপরিহার্য আর গোড়া সঠিক হইলেও উহার তখ্‌রীজে ভ্রান্তি সংঘটিত হওয়া অসম্ভাবনীয় নয়। মোটের উপর, তখরীজী মসআলাগুলির চারিটি প্রকরণের মধ্যে শুধু একটি প্রকরণ নির্ভুল হইতে পারে অর্থাৎ মূল ইজ্‌তিহাদেও যদি ভুল না হয় আর তখরীজের সময়েও যদি ভ্রান্তি না ঘটিয়া থাকে, তাহাহইলে সে তখ্‌রীজী-মসআলা অভ্রান্ত হইবে কিন্তু অবশিষ্ট ত্রিবিধ তখরীজই ভ্রান্তিপূর্ণ হইতে পারে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ ইজতিহাদে ভুল হয় নাই কিন্তু প্রতিপাদনের সময় ভুল ঘটিয়াছে, প্রতিপাদনে ভুল হয় নাই, কিন্তু আসলেই ভুল ঘটিয়াছে, আসলেও ভুল হইয়াছে আর প্রতিপাদনেও ভুল হইয়াছে।

যদি ইজ্‌তিহাদকে ভিত্তি করা হইয়া থাকে, তবেই এই অবস্থা, নতুবা যদি এক তখরীজের ভিত্তিতে অপর একটি তখরীজ করা হয় তাহাহইলে আট প্রকার অবস্থার মধ্যে শুধু এক অবস্থায় বিশুদ্ধতার আর অবশিষ্ট ৭ অবস্থায় প্রমাদের সম্ভাবনা থাকিবে। এইভাবে তখ্‌রীজের কাজ যত অধিক অগ্রসর হইবে, ততই প্রমাদের সংখ্যা বাড়িয়া চলিবে।

মুহাক্কিক লক্ষ্ণৌভী আল্লামা শায়খ মোহাম্মদ আবদুল হাই তাঁহার 'আন্‌নাফেউল কবীর' নামক পুস্তকে এ সম্পর্কে যে মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করা আবশ্যক। আরাবী শিক্ষিতগণ মূলগ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন, আমরা প্রবন্ধের কলেবর অপ্রত্যাশিত ভাবে বাড়িয়া যাইতেছে বলিয়া নিম্নে তাঁহার বক্তব্যের অনুবাদ প্রদান করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন,—তুমি বোধ হয়, এই আলোচনা পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছ যে, এই সকল জগাখিচুড়ি ফত্‌ওয়া-গ্রন্থ সমূহে, যেমন খুলাসা, যহীরিয়া ও কাযীখান প্রভৃতিতে, যাহার সংকলয়িতাগণ আসল মযহব ও উহার তখ্‌রীজে পার্থক্য করিতে অভ্যস্ত নন, যে-সকল কথা লিখা আছে, সেগুলির সমস্তই ইমামে-আ'যম এবং তাঁহার ছাত্রবৃন্দের উক্তি নয়। কতক তাঁহাদেরও উক্তি রহিয়াছে আর কতক ফকীহগণের প্রতিপাদিত মস্‌আলা, কতক তাঁহাদের তখ্‌রীজ—সমস্তই উল্লিখিত গ্রন্থসমূহে স্থানলাভ করিয়াছে। যাঁহারা এই-সকল গ্রন্থের পাঠক, তাঁহাদের পক্ষে উক্ত গ্রন্থগুলির মস্‌আলাগুলিকে ইমামগণের মস্‌আলা বলিয়া স্পর্দ্ধা করা উচিত নয়। তাঁহাদের উচিত, আসল উক্তি আর প্রতিপাদিত সিদ্ধান্তের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা, যাঁহারা এরূপ করেননা, তাঁহারা বহু মস্‌আলায় বিভ্রান্তি ও মুশ্‌কিলে পতিত হন।

দেখ 'দেহ-দর্ দহ্' মস্‌আলার অবস্থা। শেষ যুগের ফত্‌ওয়াসমূহে ইহার বিশ্বস্ততা প্রতিপন্ন করার

* সিরাতুন নুমান, ৩৪ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জন্য লম্বা চওড়া বক্তৃতা প্রদত্ত হইয়াছে, অথচ উহা আসল ময্হব নয়। এ-সম্পর্কে ইমাম মোহাম্মদ বিন্নুল হাসান তাঁহার মুওয়াত্তায় এবং আমাদের আরও কতিপয় প্রাচীন বিদ্বান আসল 'হানাফী ময্হবে"র যে সন্ধান দিয়াছেন, তদনুসারে "হাউজ যদি এত বড় হয় যে তার এক পার্শ্ব আন্দোলিত করিলে অন্যপার্শ্ব সঞ্চালিত না-হয়, তাহাহইলে এরূপ হাউজের এক পার্শ্বে 'নাপাকি' পতিত হইলে অপর পার্শ্ব অপবিত্র হইবেনা" যাহারা এতথ্য অবগত নন, অথচ 'দহ্ দর্ দহ্' কেই আসল—হানাফী ময্হব বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই মছআলার জন্য কোন শর্য়ী প্রমাণ খুঁজিয়া বাহির করা মুশকিল।

এইরূপ 'আত্তাহীয়াতে' তর্জনী উত্তোলন করার মস্আলা। অনেকগুলি ফতওয়া ইহার নিষিদ্ধতা ও 'কারাহত' সম্বন্ধে একমত। এই ফতওয়ার পাঠকরা মনেকরে, ইহাই ইমাম আবুহানীফা এবং তাঁহার ছাত্রমণ্ডলীর অভিমত, কিন্তু যখন তাহারা দেখিতে পায়, অনেকগুলি 'কওলী' ও 'ফেইলী' বিশুদ্ধ হাদীসে তর্জনী উত্তোলন করার বৈধতা এমন কি উহা সুন্নত হওয়ার প্রমাণ রহিয়াছে, তখন সে দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াপড়ে এবং নিষিদ্ধতা ও 'কারাহতে'র প্রমাণ জানিতে চায়। মুল্লা আলী কারী মক্কী তাঁহার "ইশারা" পুস্তকে (تزئين العبارة لتحسين الاشارة) তর্জনী উত্তোলিত করার হাদীসগুলি উদ্ধৃত করারপর লিখিয়াছেন, সাহাবা—এবং পূর্ববর্তী বিদ্বানগণের মধ্যে ইহার বৈধতা সম্পর্কে কোন মতানৈক্য ঘটেনাই। বরং স্বয়ং ইমাম আয্'ম ও তদীয় ছাত্রগুলীর ময্হব ইহাই। ইমাম মালিক, ইমামশাফেয়ী ইমাম আহমদ এবং সমুদয় নগরের ও সকল যুগের বিদ্বানগণ এই কথাই বলিয়াছেন। আমাদের প্রাচীন ও পরবর্তী নেতৃস্থানীয় বিদ্বানগণ একথা স্পষ্ট ভাবেই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এইযে নহরপার, খুরাসান, ইরাক ও হিন্দের অধিকাংশ বিদ্বান, যাঁহাদিগকে গতানুগতিকতা (তক্লীদ) পরাভূত এবং গবেষণা (তহকীক) যাঁহাদের পরিহার করিয়াছে, তাঁহারা এই সুন্নত বর্জন করিয়াছেন বলিয়া তাহাদের আচরণ আদৌ ধর্তব্য হইবেনা। ইমাম মোহাম্মদ বিন্নুল হাসান তাঁহার 'মুওয়াত্তা'য় এসম্পর্কে হাদীস উল্লেখ করার পর লিখিয়াছেন, আমরাও রসূলুল্লহর (দঃ) এই কার্যের অনুসরণ করিয়াথাকি, ইহাই ইমাম আবুহানিফার উক্তি। শামুনী শরহে নেকায়া'য় লিখিয়াছেন, ইমাম আবু ইউসুফ তাঁহার 'ইমালী'তে বলিয়াছেন, ইশারার সময় কনিষ্ঠ ও তাহার পরবর্তী আঙুল আবদ্ধ আর মধ্যমাও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ গোলকৃতি করিবে আর তর্জনী দ্বারা ইশারা করিতে থাকিবে। (অসমাপ্ত)

لم يعلم من الصحابة و لا من علماء السلف خلاف فى هذه المسئلة و لا فى جواز الاشارة، بل قال به امامنا الاعظم و صاحباه - و كذا مالك و الشافعى و احمد و سائر علماء الامصار والاعصار و قد نص عليه مشائخنا المتقدمون و المتاخرون فلا اعتداد لما ترك هذه السنة الاكثرون من سكان ما وراء النهر و اهل خراسان والعراق و بلاد الهند من غلب عليهم التقليد و فاتهم التحقيق و التائيد من التعلق بالقول الشديد - و قد ذكر محمد فى موطائه حديثا فى ذلك ثم قال : و بصنع رسول الله صلى الله عليه و سلم ناخذ و هو قول ابى حنيفة - و نقل الشمنى فى شرح النقاية انه يعقد الخنصر و البنصر و يحلق بالوسطى والابهام و يشير بالسبابة - انتهى ، ملخصا —

www.ahlehadeethbd.org

পথের ধারে

—তাফাজ্জল হুসাইন আখুনজী
হুয়াকুয়া— বগুড়া

পথের ধারে বস্‌তে আমার ভালো লাগে, কেন যে লাগে, জানিনা। এজন্য অনেকে আমাকে অলস বলে-থাকে। আরও কত জনে কত কথাই বলে তবুও আমি আমাদের গ্রামের যে রাস্তাটা গ্রাম পেরিয়ে মাঠের ভেতর দিয়ে পাশের গ্রামে প্রবেশ করেছে সেই রাস্তার পাশে ছুটির দিনে গোচলের আগে বুড়ো বটগাছ তলাটায় রোজই বসি। কোন কোন দিন নিমের মেছওয়াকটা থাকে আমার মুখে লাগানো আর হাতে থাকে দেশী বিদেশী নভেল বা পত্রিকা। আমার ওয়ালেদ ছাহেব "তর্জুমানে"র গ্রাহক। হাটবারে দূরের পোষ্টাফিস থেকে তর্জুমানের কোন সংখ্যা যে দিন পান, সে দিন সন্ধ্যায় তাঁর ঘরের বহির্বারন্দায় ধূম্রাচ্ছন্ন পুরোনো হারিকেনের সামনে বসে তিনি, মনে হয়, সমস্ত সংসার ভুলে যান। কয় বছর আগে যখন আমি স্থানীয় সিনিয়ার মাদ্রাসার দশম মানে পড়্‌তাম, তখন এক-একদিন তাঁর সাদা কাপড়ে জড়ানো কোরান শরীফের জুযদান থেকে সন্তর্পণে চশমাজোড়াটা সরিয়ে 'তর্জুমান'টা নিয়ে পাতা উল্‌টাতাম। এক একবার জোর করে বুঝবার চেষ্টা করে যখন বিফল হতাম, তখন মনে মনে বল্‌তাম এসব নেহায়েত নীরস ও বিরস পড়ে বাবা-জান কি আনন্দ পান? সেদিন বুঝিনি তাঁর "তর্জুমান" পাঠের আনন্দ আর আমার শরৎ বাবুর নভেল উপন্যাস পাঠের আনন্দ, এ দুটোর ভেতর আকাশ পাতাল প্রভেদ। এখন অনেকটা বুঝি, জীবনের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও বাস্তব ব্যাখ্যা আমরা বিভ্রান্ত যুবকদল পেতে পারি তর্জুমানের মাধ্যমেই।

তাই আজও বাবাজানের চশমা জোড়াটা কৌশলে সরিয়ে রেখে কোরানশরীফের নীচ থেকে তর্জুমান বের ক'রে নিয়ে বটগাছ তলায় বসে যাই। কোন কোন দিন বাবাজান যখন তাঁর কোরানশরীফের নীচে তাঁর চশমা আর তর্জুমান খুঁজে পাননা তখন কিন্তু ভয়ানক রেগে যান, এখন তাঁর তরফ থেকে আমার মানহানির কোন আশঙ্কা না থাকলেও তিনি রাগলে তাঁর সামনে যেতে আমার এখনও ভয় করে। এহেন সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে আমার ছোট বোন মাহফুজাই আমার একমাত্র বিপদতারণ। ওকে পত্রিকাটা দিয়ে দিলেই ও সেটা নিয়ে বাবাজানের হাতে দেয় আর বেশ নম্রস্বরে বলে এটা ভাইজানের ঘরে ছিলো।"

চৈত্রের দুপুর! সেই পুরোনো বটগাছ; সম্মুখে ডিঃ বিঃর বড় রাস্তা, বসেবসে তর্জুমানের ছুরত-আল-ফাতিহার তফছির" বেশ মনোযোগের সাথে পড়ছি আর মনে মনে ভাবছি, এমন সুন্দর জিনিষকে উপেক্ষা ক'রে আর কতদিন আমরা অলীক আইডিয়া আর বিভ্রান্তিকর ও প্রতারক মতবাদের পিছু পিছু ঘুরবো, যা পরিণামে আমাদেগ মরুভুমির মরীচিকার মতই প্রতারণা ও নিরাশ করবে? এমনি সময়ে কোথা থেকে একজন বুড়ো মানুষ এসে আমাকে ছালাম জানালো।

"ওয়া আলায়কুমুছ্‌ছালাম" বলে আবার কোলের উপর খুলে-রাখা পত্রিকায় মনঃসংযোগ করার চেষ্টা করলাম। লোকটি যেন নিজের অগোচরেই বলে উঠল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ..... ।

সাময়িক কৌতুহলের বশে লোকটির পানে তাকালাম। দেখি তাঁর সর্বাঙ্গ ধূলিমলিন। চেহারায় যেন একটা দৃঢ়তার ছাপ লেগে আছে। ললাটদেশ ঘনকুঞ্চিত। দেখে মনে হয়, অনেক ঝড় ঝাপটা বয়ে গেছে লোকটীর জীবনের উপর দিয়ে, কি যেন আমার মনে হো'ল, হঠাৎ তাঁকে বলে বস্‌লাম "লা ইলাহাইল্লাল্লাহ্" বলাতে খুব ছওয়াব হয়, তাইনা মৌলবী ছাহেব? বলাবাহুল্য লোকটীকে দেখে তাঁকে একজন সামান্য আরাবী-জানা মুন্‌শী সাহেব বলে মনে হয়েছিলো, শুধু ভদ্রতার খাতিরেই তাঁকে মৌলবী সাহেব সম্বোধন করলাম। এবার মৌলবী ছাহেব আমার দিকে তাকিয়ে কোনরূপ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভূমিকা না করেই বলে চল্‌লেন "বাবা এই কথা কয়টি দুনিয়া আখেরাতের সবচেয়ে পবিত্র, মূল্যবান ও মূল-কথা। এরচেয়ে ভারী আর মহীয়ান কোন কথাই নেই। এতবড় সত্য ও সার্থক কথাও আর কিছু নেই। একে জীবনের মূলমন্ত্র বলে যে বা যারা গ্রহণ করতে পারেনি, তাদের জীবনই একটা মূর্তিমান মিথ্যা ও অসার্থক। তবে কিনা, বাবা, একে মুখে বলা আর জীবনের মূলমন্ত্র ক'রে নেওয়ার মাঝে আকাশ পাতাল তফাৎ রয়ে গেছে।

এই পবিত্র কথা কয়টিকে জীবনের মূলমন্ত্র বলে গ্রহণ করেছিলেন তাই ছাইয়েদেনা আয়ুব আলাইহিস্‌-সালামকে সুদীর্ঘ আঠারো বছর ধরে উৎকট ব্যাধির যন্ত্রনা ভোগ করতে হয়েছিলো, ইব্রাহিম খলিলুল্লাহকে—বুক থেকে পিতৃস্নেহ ছিনে নিয়ে পুত্রকে বলি দিতে তৈয়ার হ'তে হয়েছিলো।

আরবের মরুদুলাল ছাইয়েদেনা মোস্তফা (দঃ)কে সাধের পিতৃভূমি মক্কাকে বড় দুঃখে ছেড়ে যেতে হয়েছিল, কাফ্রী বেলালকে অসহ্য ও অমানুষিক যন্ত্রনা সহ্য করতে হয়েছিলো এই বাক্যকে চরম সত্য বলে সে গ্রহণ করেছিলো বলেই। এর ডাকে অনেক সময় কোটিপতিকে ফকির সাজতে হয় আর নাহয়তো দুনিয়ার সব সুখ সুবিধা, প্রবৃত্তিপরায়ণতা, খ্যাতি প্রতিপত্তি, পার্থির মান ও যশকে বলি দিতে হয়। এ-কলেমার ধারক আর বাহক যাঁরা হবেন তাঁদের মনোভাব হ'তে হবে সর্ব্বত্যাগীর মনোভাব। কালের ব্যবধান আর যুগের হাওয়া ও শয়তানী মোহকে তাঁরা এক মুহূর্ত্তে ছিন্ন করে ফেল্‌বেন। এই খানেই এই কলেমার ফজিলত আর সার্থকতা।

লোকটীর কথা শুনে আমি যেন জীবনের এমন এক ব্যাখার সন্ধান পেলাম, যা আমার কাছে আপাততঃ নূতন বলেই মনে হোল, তাই কৌতুহল বশে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম জনাব—মানব জীবন—খাছ করে মুছলিম জীবনের চরম সার্থকতা ও পরম সফলতা কিসে এবং কোথায়? তিনি জওয়াব দিলেন আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি লাভে, রাছুলুল্লাহর শাফাআত অর্জনের সৌভাগ্য ও বিরামহীন সুখময় স্থান জান্নাতের বাশিন্দা হওয়াতেই মানবজীবনের চরম সফলতা নিহিত আছে! কোরানে একেই (فوز العظيم) ফওযে-আযীম বলা হয়েছে।

আমি তাঁর এই সংক্ষিপ্ত ও সর্বব্যাপী জওয়াব শুনে তজ্জব হ'য়ে গেলাম এই জন্য যে, তিনি দুনিয়ার কোন সুখ সম্পদ মান সম্মান, খ্যাতি-প্রতিপত্তি ও পদ-পদবীর উল্লেখ করলেননা।

লোকটির জন্ম ও জীবন সম্বন্ধে জানার খুব আগ্রহ হ'ল কিন্তু আমায় সে কৌতুহল নিবৃত্তি করার আগেই তিনি তথা হ'তে উঠে পড়লেন। তাঁকে সেদিনকার মতো আমার মেহমান হওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানালাম, কিন্তু তিনি সে দিকে বিশেষ আগ্রহ দেখালেননা। তাড়াতাড়ি পথে উঠে পড়লেন। আমি কিছুক্ষণ তাঁর সাথে কিছু দূর অগ্রসর হ'লাম। তাঁর সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলাপে আমি মাত্র এইটুকু—বুঝলাম যে, কৈশোর ও যৌবনে তিনি দিল্লীর কোন এক হক্কানী আলেমের শিষ্য ছিলেন। বুড়ো বয়সে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বাস্তবের রূঢ় আঘাত তাঁকে পথে বের করেছে।

আছ্‌ছালামু আলায়কুম ব'লে বিদায় নিলেন তিনি, আমি আবার সেই বটগাছের শিকড়ের উপর এসে বসে পড়লাম, আমার মাথার ভিতর শুধু এই কথাটাই ঘুরপাক খেতে লাগলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু"র দাবী কি, আর মানব জীবনের চরম সার্থকতা ও পরম মোক্ষ কোথায়?

www.ahlehadeethbd.org

ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী

প্রতিপক্ষের যবানী

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভারতীয় মুসলমানগণের প্রতি বৃটিশ সরকারের অবিচার

(২)

মূল—স্যর-উইলিয়ম হাণ্টার

অনুবাদ—মওলানা আহ্‌মদ আলী
মেছাঘোনা, খুলনা।

অসাবধানতাবশতঃ তর্জুমানের বিগত সংখ্যায় নূতন পরিচ্ছেদের শিরোনাম উল্লিখিত হয় নাই, এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত—সম্পাদক।

এই ব্যক্তির ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হওয়ার কারণ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত হইয়া বলিতেছি যে, স্বীয় অন্তরের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের প্রেরণার সহিত আর্থিক অনটন যুক্ত হইয়া তাহাকে ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। যশোহর জেলার অন্তর্গত ওজাপুর গ্রামনিবাসী যে মওঃ ওছমানগণী রাজসাক্ষী রূপে সাক্ষ্য দিয়া কলিকাতা চব্বিশপরগণা, যশোহর, খুলনা ও ফরিদপুর জেলার শত শত মুসলমানের কতককে ফাঁসী এবং কতককে যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত করিতে এবং তাঁহাদের লক্ষ-লক্ষ টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে যাহায্য করিয়াছিলেন, ইঁহাকে সেই ওছমানগণী বলিয়া মনে হইতেছে, (অনুবাদক)। এই শ্রেণীর অগণিত ধর্ম্মপ্রচারকে সমগ্র দেশ ছাইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের প্রচারণা ও উস্কানির ফলে কোন্ শ্রেণীর লোক সংগৃহীত হইয়া আমাদের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে যোগদান করিতেছে আম্বিলার পার্ব্বত্য যুদ্ধে তাহা প্রত্যক্ষীভূত হওয়ার পর বাঙ্গালী মুসলমানদের সম্বন্ধে আমাদের মনে ভ্রান্ত ধারণাসঙ্গত যে উপেক্ষার ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা দূরীভূত হওয়া উচিত। ধর্ম্মের প্রেরণা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া বাঙ্গালী মুসলমানগণ যে চির প্রসিদ্ধ দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা আফগান পাঠানদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সমান তেজবীর্য্য ও বিক্রম সহকারে যুদ্ধ করিতে সমর্থ, তাহা নানা-ক্ষেত্রে প্রকৃষ্ট রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। এতৎসংশ্লিষ্ট অপর একজন ইংরেজ রাজপুরুষ (ভারত সরকারের দেশরক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ বেইলি) যাহা বলিয়াছেন তাহা ইহা অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ। মিঃ বেইলি বলিয়াছেন, "আমরা যে শিক্ষাব্যবস্থা উপস্থিত করিয়াছি উহা আমাদের বিবেচনায় যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, তবুও যে মুসলমান সমাজ সযত্নে উহা হইতে দূরে অবস্থিতি করিতেছে তাহাতে বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ নাই, কারণ এই শিক্ষাব্যবস্থা মুসলমানের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং মানসিকতার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই শিক্ষা দ্বারা তাহাদের নীতি নৈতিকতা ও ধর্ম্মীয় ভাবের মান রক্ষা হইতে পারেনা।

"একদা যে আরাবী ফারসী শিক্ষা দ্বারা মুসলমানগণ জীবনের নানাক্ষেত্রে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে এবং উচ্চস্তরের যোগ্যতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছে এবং যে শিক্ষার জন্য এখনও তাহারা গর্ব্বিত, আজ সেই শিক্ষার কোন মূল্য নাই দেখিয়া তাহারা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতেছে যে, যে শিক্ষা দ্বারা কিছুদিন পূর্ব্বেও তাহারা রাজকীয় গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে প্রায় একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিয়াছে, আজ ইংরেজের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে উহার দ্বার তাহাদের জন্য রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং অতীতের তাহাদের অনুগ্রহভিখারী হিন্দুগণ সেই সমস্ত পদ দখল করিতেছে। অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরণের শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যেও এই প্রকার বিক্ষুব্ধ ভাব জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে এবং যদিও এখন উহা তাহদের ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত করার পর্য্যায়ে উপনীত হয় নাই তবুও আমাদের উপেক্ষা ও অবজ্ঞা যে উহাকে ধর্ম্মীয় রূপদান করিয়া মুছলমানের অন্তরে বিদ্বেষ ভাব জাগরূক করিয়া তাহাদিগকে ভয়াবহ অনর্থপাত ঘটাইতে প্রবৃত্ত করিবেনা উহার নিশ্চয়তা কোথায়? যদি তাহা হয়, তবে যে অল্পসংখ্যক বিচার বিবেচনাশীল ধীরবুদ্ধি লোক,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যাহারা কোন কারণে হঠাৎ উত্তেজিত হইতে অভ্যস্ত নহে, সেই মুষ্টিমেয় মুসলমান ছাড়া অপর সমস্ত মুসলমান আমাদের বিরুদ্ধাচারণে প্রবৃত্ত হইতে পারে।"

সুখের বিষয় এইযে, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভারতীয় মুসলমান প্রজাবৃন্দের, যাহাদের সমষ্টি হইবে প্রায় তিন কোটি তাহাদের সম্বন্ধে ধারাবাহিক ভাবে যে অবিচার চলিয়া আসিতেছে বর্ত্তমান বড়লাট এবং তাঁহার অধীনস্থ অনেক উচ্চস্তরের রাজকর্ম্মচারীবৃন্দ তাহা বিলক্ষণ ভাবে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মুসলমানদের পক্ষ হইতে অভিযোগ করিয়া বলা হইয়া থাকে যে, গতকাল পর্য্যন্তও যাহারা বিজয়ী শাসক জাতি রূপে সমগ্র ভারতের উপর একচ্ছত্র প্রভুত্ব স্থাপন পূর্ব্বক অতুলনীয় সম্মান প্রতিপত্তি সহকারে সুখ স্বচ্ছন্দময় জীবন যাপন করিয়াছে আজ তাহাদিগকে ক্ষুধার অন্নমুষ্টি সংগ্রহের জন্য দুই চোখে সরিষার ফুল দেখিতে হইতেছে। এই কথার উত্তরে মুসলমানদের ধর্ম্মীয় গোঁড়ামী ও সামাজিক অচলায়তন ব্যবস্থার উপর দোষ চাপাইয়া দায়িত্ব এড়াইতে চাহিলে তাহা নিজেদের কৃতকর্ম্মের পাপের বোঝা বৃদ্ধি করা হইবে মাত্র, কারণ আমাদের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতাই মুসলমান সমাজের এই শোচনীয় দুর্দ্দশার কারণ। তর্কজাল বিস্তারের দ্বারা এই সত্যকে উঠাইয়া দেওয়া যাইবেনা। যতদিন পর্য্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা আমাদের করতলগত হয় নাই, ততদিন পর্য্যন্ত তো মুসলমানগণ তাহাদের ধর্ম্মীয় গোঁড়ামী সহ সমগ্র ভারতের উপর শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়া নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া ছিল। বলাবাহুল্য সুযোগ পাইলে বর্ত্তমানেও যে তাহারা অতীতের ন্যায় গর্ব্বোন্নত মস্তকে সামরিক শক্তি ও শাসনতান্ত্রিক যোগ্যতার পরিচয় দিতে সমর্থ, যত্রতত্র তাহার প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এইরূপ একটি অতীত ঐতিহ্যসম্পন্ন জাতিকে বৃটিশ প্রভুত্বাধীনে পড়িয়া ধ্বংস হইতে হইতেছে।

বর্ত্তমানকালের মুসলমানরা যে অতীতের ন্যায় হিন্দুদিগকে উপেক্ষা করিয়া একচেটিয়াভাবে সরকারী পদসমূহ দখল করিতে পারেনা এ কথা অনস্বীকার্য্য। বরং আরও একপদ অগ্রসর হইয়া আমি বলিতে চাহিতেছি যে, অতীতে তাহারা কানায় কানায় পূর্ণ শরবতের যে সুপেয় পেয়ালা উপভোগ করিতেছিল বর্ত্তমানে তাহাদের জন্য তাহা প্রায় বিশুষ্ক হইয়া আসিয়াছে। মুসলমানগণ যখন বিজয়ী জাতিরূপে ভারতের উপর অপ্রতিহত গতিতে প্রভুত্ব করিতেছিলেন তখনও ভারতের শাসন ও বিচার-বিভাগের দফতরসমূহ হিন্দুকর্ম্মচারীদের দ্বারা পূর্ণছিল। তবে সর্বোচ্চ পদসমূহে মুসলমানের সংখ্যা বেশীছিল। যেমন পাঁচ হাজার মনসবদারীর উর্ধে যে দ্বাদশটি উচ্চতম পদ ছিল উহাতে মুসলমানের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। উহার নিম্নে পাঁচ হাজার হইতে পাঁচশত মনসবদারীর পদের সংখ্যাছিল ২৫৭টি এবং তন্মধ্যে হিন্দুর দখলে ছিল ৩১টি। ইহা সম্রাট আকবরের সময়কার রাজকীয় কর্মচারীর সংখ্যা-তথ্য হইতে সংগৃহীত। উহারপরবর্ত্তী কালে ঐ শ্রেণীর উচ্চতম পদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৬০৯টিতে উঠিয়াছিল এবং তন্মধ্যে ১১০টি পদে হিন্দু কর্মচারীরা অভিষিক্ত ছিল। উচ্চ শ্রেণীর পদ সমূহের শেষ পর্য্যায়ের পদের সংখ্যা ছিল দুই শত হইতে পাঁচ শত, তন্মধ্যে হিন্দু কর্ম্মচারীর সংখ্যা ছিল নিম্নে ২৬ উর্ধে ১৬৩।

[প্রফেসার ব্লকম্যান কর্ত্তৃক বর্ণিত "মোগলের অধীন হিন্দু রাজাগণ" পুস্তকে দ্রষ্টব্য। এই চিত্তাকর্ষক পুস্তকখানি ব্লকম্যান কর্ত্তৃক রচিত হওয়ারপর এশিয়াটিক সোসাইটি ছাপিয়া প্রকাশিত করে।]

সম্রাট শাহজাহানের শাসনকালে কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বলাবাহুল্য এই শ্রেণীর ফৌজী সম্মানের নিদর্শন সুচক পদের ন্যায় সিভিল বিভাগের পদসমূহে ও হিন্দুর সংখ্যা ছিল যথেষ্ট।

মুসলমানরা যে ইংরেজের অধীনে অতীতের ন্যায় সুযোগ সুবিধা উপভোগ করিতে পারেনা, এ কথাও অনস্বীকার্য্য এবং মুসলমানগণ তাহা বিলক্ষণ ভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ। এজন্য তাহারা আমাদের নিকট কখনও সেরূপ অসঙ্গত দাবি উপস্থিত করেনাই। তাহাদের অভিযোগের বিষয়বস্তু হইতেছে এই যে, "সমস্ত সরকারী বিভাগ হইতে তাহাদিগকে মুছিয়া ফেলিতে ফেলিতে প্রায় নিঃশেষ করিয়া আনা—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইয়াছে।" তারপর আজ যে তাহাদিগকে জীবন-যাত্রার প্রতিক্ষেত্রে হিন্দুর সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া তিষ্ঠিয়া থাকিতে হইতেছে সে জন্যও তাহাদের কোন অভিযোগ নাই। তাহাদের অভিযোগ হইতেছে এই যে, ভারতের সর্বত্র না হইলেও বঙ্গ দেশে তাহাদের জন্য জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের সমস্ত পথ বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে শোচনীয় দুর্দ্দশার মধ্যে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। এই সকল বেদনাপূর্ণ কাহিনীর সংক্ষিপ্ত সার হইতেছে এই যে, মুসলমান কওমের অতীত ঐতিহ্য একান্তভাবেই গৌরবভাস্বর, বর্ত্তমানে তাহার সম্মুখে দুঃখ দৈন্য ও অপমান নির্য্যাতনের অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দৃষ্টি-গোচর হইতেছেনা। ভারতের বিরাট সংখ্যক তিন কোটি মুসলমানের এই শোচনীয় চিত্র কেবল তাহাদের জন্য ভয়াবহ নহে, যে জাতির শাসনাধীনে তাহাদের এই শোচনীয় দশা ঘটিয়াছে উহা তাহাদের সম্মুখে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের আকারে উপস্থিত হইয়া রহিয়াছে।

পূর্ব বাংলার কৃষকদিগের অধিকাংশই মুসলমান। উহার নদীবহুল জেলা সমূহের জলভূমি এলাকায় অনুন্নত হিন্দুগণ বাস করে এবং তাহারা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ কর্ত্তৃক সর্বপ্রকারে বর্জ্জিত ও পরিত্যক্ত—হইয়া রহিয়াছে। আর্য্যগণ দক্ষিণ অঞ্চলের সমুদ্রোপকূলভাগ পর্য্যন্ত বসতি স্থাপন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন-না। এই জন্য ঐ সমস্ত স্থানের আদিম অধীবাসী-দের মধ্যে ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম বিস্তার লাভ করেনাই। এই সমস্ত লোক অর্থাৎ চণ্ডালগণ (ত্রিশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাংলায় নমশুদ্র ও পৌণ্ড্রদিগকে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা চণ্ডাল বা চাঁড়াল বলিত। স্যার উইলি-য়ম হাণ্টারের পুস্তক রচিত হয় ৮৬ বৎসর পূর্ব্বে, সুতরাং সেই সময় উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ অনুন্নতদিগকে চণ্ডাল বলিত বলিয়া তিনিও তাহাদের সম্বন্ধে সেই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, অনুবাদক) সর্ব্বপ্রকারে জাত পাত হইতে বর্জ্জিত হইয়া রহিয়াছে। তাহারা নদী ও জলাভূমিতে মৎস্য শিকার ও কৃষিকর্ম্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। [ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ এবং সুন্দরবন এলাকা ভ্রমণ করিয়া নিজ অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই কথা বলিতেছি—হাণ্টার] ঐ সকল অনুন্নতদিগকে এতদূর নীচু করিয়া রাখা হইয়াছে যে, কোন ব্রাহ্মণ নিজেকে ভ্রষ্ট না করিয়া তাহাদের মধ্যে বসবাস অথবা তাহাদের পৌরোহিত্য করিতে পারেনা।

যদি কখনও কোন ব্রাহ্মণ চণ্ডালদের মধ্যে গিয়া বসবাস অথবা তাহাদের পৌরোহিত্য করে তাহাকে সম-শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক এরূপ ভাবে বর্জ্জিত হইতে হয় যে, সে যে আর্য্য-বংশ সম্ভূত ব্রাহ্মণ এ ধারণাও তাহার অন্তর হইতে লোপ পাইয়া যায় এবং কয়েক পুরুষ পরে গিয়া তাহার বংশধরগণ নিজেদিগকে প্রায় চণ্ডাল ধারণা করিতে অভ্যস্ত হইয়া থাকে। কিন্তু মুসলমানদের অবস্থা উহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাহাদের মধ্যে জাতপাত অথবা উচ্চনীচের ভেদা-ভেদ বুদ্ধির অস্তিত্ব মাত্র নাই। মুসলমানগণ সৈনিক-রূপে অথবা বাজেয়াপ্ত ভূমির দখলকার রূপে সেনাপতি দের নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হইয়া ঐ সমস্ত এলাকায় আসিয়া বসতিস্থাপন করিয়াছিল। প্রাগৈতিহাসিক কালের ভারতীয় বাহিনীতে যে সমস্ত বীর, দৈত্য দানবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে, মুসলমান বীরগণ সেইরূপ বীরত্ব সহকারে দক্ষিণ বঙ্গে প্রবেশ করিয়া সমুদ্রোপকূলভাগ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল।

মুসলমানগণ বঙ্গ-দেশের দক্ষিণ ভাগের এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া এইভাবে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল এবং পূর্ব্ববঙ্গের যে সমস্ত অঞ্চলে সমুদ্র হইতে স্থল-ভাগ আরম্ভ হইয়াছে সেই সকল স্থানেও তাহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। এখনও যদি কোন ভ্রমণকারী দক্ষিণ ও পূর্ব্ব বঙ্গের সমুদ্রোপকূলভাগের বিস্তীর্ণ পতিত ও জঙ্গলাকীর্ণ ভূখণ্ডে পদার্পণ করেন, তাহাহইলে মুসলমান বসতি স্থাপনকারীগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বহু পুষ্করিণী, দীঘি, স্তম্ভমালা এবং সুউচ্চ মিনার ও গুম্বজ সম্বলিত মসজিদ ও খানকাহ্ ও পাকা কবর-সমূহ এবং প্রশস্ত পুরাতন সড়ক দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বিস্ময়ান্বিত করিয়া তুলিবে। মুসলমান-গণ যেখানেই যে অবস্থায় গিয়াছে, নিজেদের ধর্মকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছে এবং তথাকার অধিবাসীদের মধ্যে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সেই ধর্ম প্রচার করিয়াছে। হয়ত সে জন্য কচিৎ কখনও তাহারা তরবারির আশ্রয় লইয়া থাকিবে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে ইসলাম-প্রচারকগণ সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব-মানব-চরিত্রের এই দুইটি প্রধান অনুভূতিকে জাগ্রত করিয়া ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই। হিন্দুগণ নদীর উপকূলভাগ ও জলাভূমি এলাকর আদিম অধিবাসীদের মধ্যে নিজেদের কৃষ্টি প্রচার না করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন পূর্বক পতিত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু মুসলমানগণ ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ এবং উচ্চনীচ নির্ব্বিশেষে সকলেরই সম্মুখে সমানভাবে ইসলামের উচ্চ আদর্শ ও সৌন্দর্য্য উপস্থিত করিয়া তাহাদিগকে কোলে টানিতে চেষ্টা করিয়া ছিলেন। উৎসাহী ও উদ্যমশীল ইসলাম-প্রচারকগণ যেখানেই গিয়াছেন সেই স্থানেই অধিবাসীদের সম্মুখে এই সাম্য বাণী উপস্থিত করিয়াছেন যে,—"খোদার সৃষ্ট প্রত্যেকটি মানুষের মর্য্যাদা তুল্য। সাদা, কাল, পীত, উচ্চ, নীচ, পণ্ডিত, মূর্খ নির্ব্বিশেষে সকল মানুষেরই খোদার প্রতি আস্থা স্থাপন পূর্বক আপনাপন জীবনকে পরিশুদ্ধ করিয়া সমবেতভাবে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য। এই সাধনার মূল ভিত্তি হইতেছে "লা এ লাহা ইল্লাল্লাহ, মোহাম্মদুর-রছুলুল্লাহ।" কলেমা। মুসলমানগণ যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে 'আল্লাহো আকবর' ধ্বনি দ্বারা গগণ পবন প্রকম্পিত করিয়া তুলে তখন ঐ পবিত্র ধ্বনী প্রত্যেক শ্রোতার অন্তরে ঐশী শক্তির আকারে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

গঙ্গা ও অন্যান্য নদীর উপকূলস্থিত ভূ-ভাগে আজও মুসলমানগণ বসতি স্থাপন করিয়া রহিয়াছে। ইসলাম দক্ষিণ বঙ্গে প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল বলিয়াই আজ বঙ্গদেশে এক উদার ধর্ম্মীয় সভ্যতা ও একটি নূতন ভাষা জন্মলাভ করিয়াছে। হেরাত প্রদেশের ফারসী ভাষা ও উত্তর ভারতের উর্দ্দু ভাষার মধ্যে যত খানি পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে, উত্তর ভারতের উর্দ্দুর সহিত বাংলার এই নূতন মুসলমানি ভাষার প্রায় ততখানি পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। এই সকল কৃষকদের মধ্যে যে সকল প্রাচীন জমিদার বংশীয় লোক অবস্থিতি করিতেছেন তাঁহারা একান্তভাবে সম্মানার্হ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি-শালী। প্রকৃত প্রস্তাবে সমগ্র বঙ্গদেশ জুড়িয়া প্রাচীন মুসলমান আমীর-ওমরাহ-বৃন্দের বংশধরগণ ছড়াইয়া রহিয়াছে। ইহা একটি বা দুইটি বংশের কথা নহে, প্রায় গ্রামে ও মৌজায় তাহাদের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। এই সমস্ত সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের পূর্বপুরুষগণ যে এককালে প্রভূত সম্পত্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন, নানাবিধ নিদর্শনাবলীর দ্বারা উহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ত্তমানেও মুর্শীদাবাদে একটি ইসলামী আদালত বিদ্যমান থাকিয়া অতীতের ইসলামী সাম্রাজ্যের নকলাভিনয় করিতেছে। বাংলা দেশের যে কোন জেলায় ভ্রমণ করা যাউক না কেন, অতীতের মুসলমান অভিজাত বংশীয়দিগের প্রাচীন অট্টালিকা এবং প্রশস্ত দীঘি ও বাগানবাড়ীর চিহ্ন দেখিয়া সহজেই অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, অতীতে যে সমস্ত প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী আমীরগণ এই সকল গগনবিচুম্বী প্রাসাদমালায় অবস্থিতি করিয়াছেন এই সমস্ত তাঁহাদেরই কীর্ত্তিস্তম্ভ। কিন্তু তাঁহাদের বংশধর বৃন্দের কি শোচনীয় দুর্দশা। তাহারা পূর্ব পুরুষদের প্রতিষ্ঠিত সেই সকল জরাজীর্ণ ও ভগ্ন অট্টালিকায় বাস করিয়া দুঃখময় দারিদ্রের জীবনভার বহন করিতেছে, আর পূর্বপুরুষদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সুরম্য অট্টালিকা-সমূহ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, দীঘি পুষ্করিণী ও ঝিলসমূহ সেঁওলা ও দামে পূর্ণ হইয়া কুৎসিত দৃশ্য হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া অশ্রুপাত করিতেছে। এই প্রকার দুর্দশায় পতিত বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের সহিত আমি ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত আছি। তাহাদের প্রায় প্রত্যেকের গৃহ জোয়ান পুত্রকন্যা, পৌত্রপৌত্রী এবং দৌহিত্র দৌহিত্রীতে পূর্ণ, কিন্তু জীবিকার কোন প্রকার উপায় বা অবলম্বন না থাকার দরুণ তাহাদিগকে নিদারুণ দরিদ্র জ্বালায় পিষ্ট হইতে হইতেছে এবং কাজ করিবার মতন মেধা ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কোন কাজ না পাওয়ায় বুভুক্ষায় জীবনযাপন পূর্বক পূর্ব পুরুষের প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন ও ভগ্নপ্রায় অট্টালিকার বারান্দায় বসিয়া তাহারা অশ্রুপাত করিতেছে। বলাবাহুল্য এই খানেই তাহাদের দুর্দশার শেষ নহে। সেই সকল অট্টালিকা এবং

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তৎসংলগ্ন সুপ্রশস্ত প্রাচীন জমি পূর্বেই তাহারা উচ্চ সুদে যে সকল হিন্দু মহাজনের নিকট রেহেনাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা যে কখন বিক্রীমূলে উহা নিলাম ও ক্রোক করিয়া তাহাদিগকে বাস্তহারার শোচনীয় দশায় ফেলিবে, সেই দুশ্চিন্তায় তাহারা দিশাহারা জীবন যাপন করিতেছে।

এতৎসংশ্লিষ্টে যদি কেহ কোন বিশেষ ঘটনা শুনিতে চাহেন তবে তাঁহার সম্মুখে আমি নাগরের প্রাচীন মুসলমান রাজবংশের ব্যাপার উল্লেখ করিতে পারি। এই বংশ বঙ্গ দেশের একটি বিস্তৃত ভূভাগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। তাহাদের শাসিত সেই এলাকা বর্ত্তমানে বৃটিশ শাসিত বাংলায় দুইটি জেলায় বিভক্ত হইয়াছে। এই বংশ প্রায় দুইশত বৎসর কাল ধরিয়া নানাবিধ ভুলভ্রান্তি মূলক অপব্যয় এবং বিলাসব্যসনে সম্পত্তির অধিকাংশ ঘুচাইয়াও ইংরেজের সঙ্গে যখন তাহাদের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে তখনও অবশিষ্ট সম্পত্তি হইতে বার্ষিক যে আয় হইত, উহার পরিমাণ ছিল ৫০ পঞ্চাশ সহস্র পাউণ্ড—(প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ টাকা)। তাঁহারা সুরম্য দেওয়ানখানায় বসিয়া যে বিস্তৃত ভূভাগের উপর শাসনকর্তৃত্ব পরিচালনা করিয়াছেন তাহা আজ দুটি জেলায় বিভক্ত হইয়াছে। তাঁহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য মসজিদ দীঘী, পুষ্করিণী ও মনোরম ঝিল এবং বারদারি আজ সম্পূর্ণ ধ্বংসোন্মুখ। তাহাদের অতীত সৌন্দর্য্যের আজ আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। প্রাসাদমালা হইতে ঝিলের বাঁধানো ঘাট পর্য্যন্ত সিঁড়ি ছিল এবং সিঁড়ির শেষ প্রান্তে স্বর্ণমণ্ডিত সুরম্য বজরাসমূহ প্রস্তুত থাকিত। অপরাহ্ণ কালে বেগম ও শাহাজাদীগণ প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সিড়ি—বাহিয়া সেই সকল বজরায় আরোহণ পূর্বক প্রমোদ-ভ্রমণ দ্বারা চিত্তবিনোদন করিতেন এবং সূর্য্য অস্তগামী হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত্তে বাদ্যভাণ্ডের সহিত শাহজাদীগণের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর যুক্ত হইয়া জনচিত্ত পুলকিত হইয়া উঠিত। কিন্তু আজ সেই ঝিল দামে পূর্ণ হইয়া ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। গগণবিচুম্বি প্রাসাদমালার অধিকাংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। উহাদের দ্বার সমূহে যে সমস্ত দীর্ঘবপু সঙ্গীনধারী দ্বাররক্ষক সর্বদা পাহারারত থাকিত, তাহারাও আর নাই। মসজিদ সমূহের গাত্রস্থিত আস্তর খসিয়া পড়ায় ইষ্টকগুলি নিজেদের অস্তিত্ব বিলুপ্তির ইঙ্গিত করিতেছে। সুরম্য বারদারীও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে তবে তাহার আরবী কারিগরী সম্বলিত স্তম্ভগুলি আজও দণ্ডায়মান থাকিয়া অতীতের গৌরবগাথা স্মরণ করিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতেছে।

আমি ১৮৪৬ সালে নাগর-বংশীয়দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদ ঝিল, বারদারী ইত্যাদি যে অবস্থায় দেখিয়াছিলাম, তাহাই বর্ণনা করিলাম। কিন্তু—পরে আমি শুনিয়াছি, উহার একটি পুষ্করিণী সংস্কার করা হইয়াছে, কিন্তু প্রাসাদের অবস্থা আরও শোচনীয় দশায় উপনীত হইয়াছে।

সর্বাপেক্ষা শোচনীয় দশা গ্রহণ করিয়াছে শাহি-ঝিলটি। উহার কিনারায় নির্মিত সুরম্য প্রাসাদটি ভগ্ন স্তূপের আকারে আজও দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উহার ছাদ দিয়া ভিতরে রৌদ্রবৃষ্টি প্রবেশ করিতেছে এবং যে সিঁড়ি দিয়া রাণী উপাধি-ভূষিতা মহিলাবৃন্দ ধীর-পদক্ষেপে অবতরণ পূর্বক প্রাসাদের সিঁড়ির সন্নিকটে রক্ষিত বজরায় আরোহণ পূর্বক বৈকালিক প্রমোদ ভ্রমণ করিয়া চিত্ত বিনোদন করিতেন তাহার অস্তিত্ব-বিলুপ্তি ঘটিয়া গিয়াছে এবং যে সুরম্য প্রাসাদে তাঁহারা বাস করিতেন, উহার ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়ায় তাঁহারা পুরাতন অশ্বশালার (আস্তাবল) সন্নিকটে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র কোঠা ঘরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে নাগর বংশীয়দের পূর্বকার ঐশ্বর্য্যের সমস্তই নিশ্চিহ্ন হইয়া কেবল একটি মাত্র সরোবর জলাভূমির আকারে বিদ্যমান থাকিয়া অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। বস্তুতঃ নাগর রাজ বংশের এই শোচনীয় ধ্বংস চিত্র আমাদের মনে প্রাচীন রোমের ধ্বংস কাহিনীকে স্মরণ করাইতে চাহে। ইহাই জগতের নিয়ম। এখানে একের ধ্বংসস্তূপের উপর অপরের উন্নতির চূড়া নির্মিত হইয়া লোকের অন্তরে বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে।

[অবশিষ্টাংশ ৩৫১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

www.ahlehadeethbd.org

স্পেন বিজয়

(নাটক)

মোহাম্মদ আসাদুজ্জমান বি, এস-সি

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

স্থান—রড়ারিকের সভাগৃহ। কাল-দ্বিপ্রহর। রডারিক সিংহাসনে আসীন। পার্শ্বে ড্রেপার করজোড়ে দণ্ডায়মান ও মোসাহেবদ্বয়।

রডা—মন্ত্রি! বিপক্ষের মুষ্টিমেয় বর্ব্বর সেনাদলের বিরুদ্ধে তোমাকে একটা বিপুল সেনাদলের অধিনায়কত্ব দিয়েছিলুম—তবু আমাকে পরাজয় বরণ করে নিতে হল কেন? কেন ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁর চির প্রসন্নদৃষ্টি আমার দিক হতে ফেরালেন?

ড্রেপার—মহারাজ! আমি চেষ্টার কোন ত্রুটি করিনি। আমি সেনাদলের সুশৃঙ্খল ব্যূহ রচনা করেই শত্রুসেনা আক্রমণ করেছিলুম—সফলও অনেকটা হয়েছিলুম তা বোধহয় মহারাজের অজানা নেই। কিন্তু বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তারিকের নতুন আক্রমণের সম্মুখে আমরা তিষ্ঠিতে পারলুমনা। তাদের রণকৌশল এত অসাধারণ যে, আমাদের সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল—তারপর এ দুঃসংবাদ বহন করে মহারাজের শিবিরে যখন বিশ্রামের ব্যাঘাত করে গেলুম, তখন মুসলিম বাহিনী জয়ের উল্লাসে অগ্রসর হচ্ছে—আর আমাদের সেনাদল অস্ত্র ফেলে দিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পলায়ন করছে।

রডা—নির্লজ্জ, ভীরু, অপদার্থ! মুষ্টিমেয় বর্ব্বর মুসলমানদের বিরুদ্ধে সুশিক্ষিত বিপুল সেনাবাহিনী নিয়ে পরাজিত হয়ে, আবার তাদেরই প্রশংসায় আমার সভাতল মুখরিত করছ! তোমার বীরত্বে আমার দৃঢ় আস্থা ছিল—কিন্তু এখন দেখছি আমি ভুল করেছি। আমি নিজেই যদি সৈন্য পরিচালনা করতুম তবে আজ আর ইউরোপের রাজন্যবর্গের মধ্যে আমার মাথা লজ্জায় অবনত হতনা। উঃ কি লজ্জা! সমস্ত ইউরোপ যার শক্তিতে বিস্মিত—আজ তাকেই শুষ্ক রুটী ও খর্জ্জুর-ভোজী মুসলমানদের নিকট লাঞ্ছিত হতে হল। আমি কেন বিশ্রাম করছিলুম? কেন যুদ্ধ করতে করতে মরলুমনা?

ড্রেপার—গত বিষয়ে অনুশোচনা করে লাভ নেই মহারাজ! জাহাপানার আদেশ হলে আমি আবার নতুন করে সেনাবাহিনী গড়ে তুলে তাদের সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হই। আমি গুপ্তচর মুখে শুনেছি তারিক শীঘ্রই আমাদের রাজধানী অক্রমণ করবে।

রডা—কি দুঃসাহস এই বর্ব্বর বেদুইনদের?—তারা চায় প্রবলপ্রতাপান্বিত মহারাজ রডারিকের রাজধানী আক্রমণ করতে। তাদের এই অসহনীয় স্পর্দ্ধার জন্য তুমিই দায়ী—

ড্রেপার—আমি?

রডা—হ্যাঁ! তুমিই আমার বিরুদ্ধে কাউন্ট জুলিয়ানকে উত্তেজিত করবার জন্য ফ্লোরিন্দার আত্মহত্যার সংবাদ তাকে দিয়েছ—আর তারিকের উৎকোচে বশীভূত হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে যুদ্ধে তাকে জয়ী করেছ—

ড্রেপার—মহারাজ—

রডা—ক্ষমতার মোহে তুমি উন্মত্ত হয়েছ। তোমার কার্য্যে পরম সন্তুষ্ট হয়ে তোমাকে আমি রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত করেছিলুম। তুমি তাতেও সন্তুষ্ট নও—তুমি এখন চাও নিজকে এই সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে। তোমার ষড়যন্ত্র আমি সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি! শাস্তির জন্য প্রস্তুত হও ড্রেপার।

ড্রেপার—মহারাজ!

রডা—হ্যাঁ মৃত্যুদণ্ডই যে বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি, তা বোধহয় তোমার অজানা নেই ড্রেপার? প্রহরী, এই মুহূর্ত্তে ড্রেপারের অপরাধ ও শাস্তির কথা রাজধানীতে ঘোষণা করে দাও—আর বলে দাও অদ্যই তাকে প্রকাশ্য স্থানে শাস্তি দেওয়া হবে।

ড্রেপার—মহারাজ বোধহয় অজ্ঞাত নন যে, ড্রেপার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মৃত্যুকে সামান্যই ভয় করে। ড্রেপার যদি মৃত্যুকে সামান্যও ভয় করত তবে যেদিন মহারাজের মস্তকের উপর সহস্র সহস্র নাঙ্গা অসি করাল যমের ন্যায় মৃত্যুর বিভীষিকা নিয়ে খেয়ে এসেছিল, সেদিন নিজের জীবন তুচ্ছ করে তাদের প্রতিরোধ করতনা—আর মহারাজ ঐ সিংহাসনই যদি ড্রেপারের লক্ষ্যস্থল হত তবে রাজ্যের চাবিকাঠি হাতে নিয়ে বিলাসী, মদ্যপায়ী, চাটুকার ও নর্ত্তকী পরিবেষ্টিত রড়ারিককে একটা অঙ্গুলী হেলনে খেলাঘরের পুতুলের ন্যায় ঐ সিংহাসন থেকে নামিয়ে এই ড্রেপারের অনুগ্রহের ভিখারী করতে পারত।

রড়া—ড্রেপার তোমার আচরণ ও স্পর্দ্ধা আমার ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করছে।

ড্রেপার—মহারাজ! আজ আপনার চক্ষে প্রভুত্ব-ব্যঞ্জক হিংস্রদৃষ্টি—কিন্তু প্রশ্ন করি রাজন, সেদিন এই দৃষ্টি কোথায় ছিল, যে দিন ইউজিটার লক্ষ সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে, ব্যাধতাড়িত হরিণ শাবকের ন্যায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন ড্রেপারের এই সবল বাহুর অসীম শক্তির উপর? আজ আপনার ক্রোধকম্পিত স্বর শুনে সেই দিনের কথা মনে হচ্ছে, যেদিন ইউজিটাকে সিংহাসনচ্যুত করবার জন্য কাতর আবেদন জানিয়েছিলেন এই অপদার্থ মূঢ় ড্রেপারের সবল মন্ত্রনার কাছে?

রড়া—প্রহরী, বিদ্রোহীকে এই মুহূর্ত্তে নিয়ে যাও ও আমার আদেশ পালন কর।

(দৌড়াইয়া জেম্‌সের প্রবেশ)

জেমস্—একটু বিলম্বকর প্রহরী। বাবা, ওলিভা-বুর বৃদ্ধ মন্ত্রীর দণ্ড মার্জ্জনা করতে অনুরোধ করেছেন। তিনি বলেছেন কাউণ্ট জুলিয়ানকে ফ্লোরিন্দা বুর মৃত্যু-সংবাদ জানিয়ে তিনিই দূত পাঠিয়েছিলেন—সুতরাং মৃত্যুদণ্ড যেন তাঁকেই দেওয়া হয়—আপনার ঘোষণা শুনে এই আবেদনপত্র পাঠিয়েছেন। (পত্র প্রদান)

ড্রেপার—(স্বাগতঃ) মা ওলিভা মহিমময়ী নারী। তোমার মহত্ত্বে আমি অভিভূত। তুমি আমার জীবন রক্ষার জন্য সত্য উদ্‌ঘাটন করে দিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করেছ, চেষ্টা করে দেখি তোমার রক্ষা করতে পারি কিনা।

রড়া—(পত্র পড়িয়া) হুঁ এতদিন বুঝেছি। ফ্লোরিন্দার মৃত্যুর পর হতে কেন তুমি আমায় এত ভয় করতে? কেন সর্বদাই আমার দৃষ্টির বাহিরে থাকতে? তোমাকে শাস্তি গ্রহণ করতে হবে। ঘাতক—

ড্রেপার—মহারাজ! মা ওলিভার কোন দোষ নেই—তিনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। আমিই বিশ্বাসঘাতকতা করে কাউণ্ট জুলিয়ানকে গোপণে সংবাদ দিয়েছিলুম—তাঁকে কোন দণ্ড দিবেননা।

রড়া—বুঝতে পেরেছি তোমার ষড়যন্ত্রে আমার কন্যাও জড়িত। তুমি ভেবেছ আমার মেয়ে বলে ওলিভাকে ক্ষমা করব, তাই তুমি নিজেই দোষ স্বীকার করে মহত্ত্ব দেখাতে চাও! হাঃ হাঃ হাঃ। কিন্তু তা হবে না মূর্খ। আমি তোমাদের দুজনকে একই দণ্ড দেব—রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য কেউ মুক্তি পাবেনা, হইক না সে আমার নিকটআত্মীয় বা পরম বন্ধু। ঘাতক, ওলিভাকেও নিয়ে এর সঙ্গে হত্যা করবে আর ঘোষণা করে দেবে যে রাজদ্রোহীদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।

জেম্‌স—(রড়ারিকের পদতলে পড়িয়া) বাবা, বাবা, মৃত্যুদণ্ডই যদি তোমার একমাত্র বিচার হয়, তবে আমাকেও সেই দণ্ড দাও বাবা। আমিও এই দুই হতভাগার সঙ্গে হাসতে হাসতে মরণ বরণ করব।

রড়া—তা হয়না জেম্‌স। ভবিষ্যতে এই স্বর্ণ-

[৩৪৯ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ]

নাগর বংশের বংশাবতংশ রূপে এখনও যাঁহারা বাঁচিয়া রহিয়াছেন তাঁহারা ভগ্ন প্রাসাদের একপ্রান্তে কোন রকমে মাথা গুঁজিয়া থাকিয়া দুঃখময় জীবনের দিন গুলি পূর্ণ করিতেছেন এবং ভাঙ্গ মিশ্রিত মিষ্ট দ্রব্য চর্বণ করিতে করিতে শেওলা ও দামেপূর্ণ ঝিলের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক অতীতের গৌরব স্মরণ করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন।

(নাগর গ্রামটি পশ্চিম বঙ্গের বীরভূম জেলার মধ্যে অবস্থিত—অনুবাদক)

[ক্রমশঃ]

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সিংহাসনে আরোহন করবে তুমি—তুমিই আমার এক-মাত্র বংশধর। রাজপুত্রের জীবন অনেক মূল্যবান।

জেম্‌স—তাই যদি হয় বাবা, রাজপুত্রের জীবন যদি এতই মূল্যবান হয়, তবে আমি প্রার্থনা করি বাবা, তোমার একমাত্র বংশধর তোমার পায়ে পড়ে প্রার্থনা করে বাবা, আমার এই মূল্যবান জীবনের বিনিময়ে রক্ষাকর এই পক্ককেশ বৃদ্ধ ও চিরহাস্যোজ্জ্বল ওলিভা বুবুর জীবন।

রড়া—দেখছি তোমাকেও বিগড়িয়ে দিয়েছে। আচ্ছা আমি তারও ব্যবস্থা করছি, প্রহরী একে আপা-ততঃ কারাগারে বন্দী করে রাখ।

(প্রহরী জেম্‌সকে লইয়া প্রস্থান)

ড্রেপার—তোমার উপর আদিষ্ট কার্যের জন্য প্রস্তুত হও ঘাতক—আমার আর এখানে এই পাপপূর্ণ স্থানে এক মুহূর্তও থাকতে ইচ্ছা হয়না। কিন্তু রাজন! তোমাকে দেখে আমার এই জন্য শ্রদ্ধা হয় যে, তুমি ওলিভা ও জেম্‌সের মত দেবশিশুর জন্মদাতা।

(ঘাতক সহ প্রস্থান)

১ম ও ২য় মোসাহেব একত্রে—জয় মহারাজের জয়— (মদ্য প্রদান)

রড়া—একটা দুর্য্যোগময় আবহাওয়া রাজ্যের সর্বদিকে বিরাজিত, এমন সময়ে কাকে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া যায়? এটি ভববার বিষয় বটে!

১ম মোঃ—মহারাজ, যদি কিছু মনে না করেন তবে আপনি ভাবতে থাকুন আর আমরা উপযুক্ত লোক বের করার জন্য আপন মনে চিন্তা করতে থাকি।

২য় মোঃ—মহারাজের আদেশ পেলে আমরা চিন্তা করতে পারি এবং এর একটা কুলকিনারাও করতে পারি। ওহে কি বল ভাই?

১ম মোঃ—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, হুজুরের হুকুম পেলে আমরা পানিকে সরবৎ বলে পান করতে পারি, জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখতে পারি —আর এই সামান্য চিন্তা টুকুও করতে পারবনা?

রড়া—আমি বলি, এত শীঘ্র কোথায় আর বিশ্বাসী ও কর্মদক্ষ লোক পাওয়া যাবে? যদি তোমাদের সামর্থ্য থাকে তবে আমি তোমাদিগকেই এই গুরুদায়িত্ব দিতে পারি—কারণ তোমরাই আমার বিপদে সকল সময়েই সাথী ও বিশ্বস্ত।

(মোসাহেবদ্বয় পরস্পরের কাঁধ ধরিয়া ঝাঁকি দিতে লাগিল)

২য় মোঃ—আরে দায়িত্ব বহন করবার ক্ষমতা হবেত?

১ম মোঃ—তোমাকেও দেখি, বলি গায়ের জোর কেমন?

রড়া—শুধু গায়ের শক্তি থাকলেই হবেনা—অন্তরের শক্তি থাকতে হবে।

১ম মোঃ—হুজুর অন্তরের শক্তি অন্তর দিয়েই অনুভব করুন।

২য় মোঃ—হুজুর ত অন্তর্যামী সুতরাং এ বিষয়ে আমরা আর কি বলব?

রড়া—আমি তোমাদের একজনকে প্রধানমন্ত্রী আর একজনকে প্রধান সেনাপতির পদ প্রদান করতে চাই।

১ম মোঃ—তা যদি মহারাজের মর্জি হয় তবে জন কে সেনাপতির পদ প্রদান করে আমাকে মন্ত্রীর পদ প্রদান করুন। তলোয়ারের কথা শুনলেই আমার মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় দেখলেত কথাই নাই; তার উপর শুনেছি তারিক নাকি ছোট খাট সৈন্যসামন্তের সঙ্গে যুদ্ধ করেনা, তার লক্ষ্যস্থল হইল বড় বড় সেনাপতি।

২য় মোঃ—দোহাই মহারাজ! হুজুর গরীবের মা বাপ, আমাকে অমন কার্য্যের আদেশ দিবেননা। আমার স্ত্রীর আমি একমাত্র স্বামী—(আর কেউ তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নেই) সুতরাং অকালে তাকে বিধবার বেশ পরাবেননা।

রড়া—হাঃ হাঃ হাঃ! না জন, তোমাকে আমার সেনাপতির পদ দিবনা, সেই কৃষকের কথা মনে হলে আজও আমার হাসির চোটে নাড়ি ছিঁড়ে যায়। তোমাকে আমি প্রধান মন্ত্রী করব।

২য় মোঃ—মহারাজ উচিত বিচার করেছেন। (আমার সৈন্য সামন্ত বিষয়ে তেমন উৎসাহ নেই।) জেন্টলসনের এদিকে বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়, আমি মাঝে মাঝে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাকে তলোয়ার নিয়ে কসরৎ করতে দেখেছি।

রড়া—তুমি প্রস্তুত আছ জেণ্টলসন।

১ম মোঃ—তা (ঢোক গিলিয়া) মহারাজ যখন বলছেন তখন আমার আপত্তির কোন কারণই থাকতে পারেনা।

২য় মোঃ—মহারাজের আদেশ পালনই আমাদের ধর্ম্ম। সুতরাং এবিষয়ে আমাদের আর কোন আপত্তিই থাকতে পারেনা।

রড়া—তবে জন আজ হতে তুমি আমার প্রধান মন্ত্রী আর জেণ্টলসন তুমি আমার প্রধান সেনাপতি। (১ম ও ২য় মোসাহেব রড়ারিকের সিংহাসনের দুই পার্শ্বে নতজানু হইয়া বসিল। রড়ারিক তাহাদের দুইজনকে ২টা তরবারী দিলেন।)

রড়া—আজ তোমাদিগকে যে ভাবে স্পেন-রাজ্যের প্রধান পদ দিয়ে সম্মানিত করলুম আশাকরি স্পেনরাজ্যের সম্মান রক্ষা করতে তোমরা সেই ভাবে আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

(১ম ও ২য় মোসাহেব তরবারী চুম্বন করিল)

১ম ও ২য় মোঃ—জয় মহারাজের জয়।

রড়া—আজ হতে তোমরা রাজ্য মধ্যে ঘোষণা করে দাও যে প্রত্যেক সৈন্যের বেতন দেড় গুণ করে দেওয়া হবে আর একমাসের বেতন অগ্রিম দেওয়া হবে

১ম মোঃ—যথা আজ্ঞা—

রড়া—আর একথাও রাজ্যমধ্যে ঘোষণ করে দাও যে, যদি কেউ মুসলমানদের কোন প্রশংসা আমার রাজ্য মধ্যে করে, তাহলে তার জিহ্বা বড়শীবিদ্ধ করে রাজপথে টেনে নিয়ে বেড়ান হবে।

২য় মোঃ—মহারাজের অনুমতি হলে আরো কঠোর শাস্তির ব্যাবস্থা করতে পারি।

রড়া—না। আপাততঃ তার কোন দরকার নেই,

১ম মোঃ—মহারাজ একটা কথা বলব বলব মনে করছি যদি অভয় দেন ত শ্রীচরণে নিবেদন করতে পারি।

রড়া—বল সেনাপতি নির্ভয়ে বল।

১ম মোঃ—ড্রেপারের জ্বালায় ত সভাগৃহে সৌন্দর্য্য-চর্চ্চা করবার কোন উপায়ই ছিলনা। তার তিরোধানে এবং মহারাজের নতুন কর্ম ব্যবস্থার সূচনায় রূপসীদের এখানে আমদানী করলে কেমন হয়?

রড়া—এতক্ষণে বেশ কথার মত কথা বলেছ। তবে সভাগৃহে? না-না প্রমোদ কক্ষেই চল। এ সময়ে নর্তকীদল প্রস্তুত আছে তো?

২য় মোঃ—মহারাজের অনুগ্রহে আপনার চিত্ত-বিনোদনের সর্বরকম ব্যবস্থায় আমরা অতীব তৎপর। আমাদের কর্মতৎপরতার যে নতুন সুযোগ দিলেন—আমাদের বিশ্বাস তাতে মহারাজ আশ্বস্ত হবেন।

রড়া—কাজের প্রারম্ভেই যেরূপ ফললাভ করছি—তাতে আশ্বস্ত হতে হবে বৈকি? চল প্রমোদকক্ষে চল উৎসব অরম্ভ হউক।

জীবন ঃ জগত

—খোন্দকার আবদুর রহিম।

মৃত্যুর প্রচ্ছন্ন নেশা মানুষের বুকে থাকে ক্রূর হাসি নিয়াঃ
জীবনের হাসি-খুশী বেওকুফ্ তামাসা রচে তরি'পর দিয়া!
সে এক হেঁয়ালীর ধারা!.....
দুনিয়ার মানুষেরা বে-সামাল পায়ে চ'লে হ'য়ে যায় সারা।

কীর্ত্তির পথ সে ত' জীবনের দিন দিয়ে ঘেরা———
তমিস্র রাতের ঘোরে হয়ত হ'তেও পারে শেষ—মানুষেরা;
প্রভাতী আলোর সুর প্রাণহীন কলেবরে ধ্বনি দেয় ঢেলেঃ
আবার জীবন পায়ঃ নিস্পন্দ কালেব জুড়ে গতিশীল স্রোত এসে মেলে।

সৃষ্টির মেসিন তবে কেউ কিগো নাই চালাবার (?)
কেউ কিগো নাই কোথা দিনেকের পথে নামাবার (?)
হয়ত সে বিরাটের বাহির আর ভিতরের খেলাঃ
দিন ও রাতের মাঝে রহস্যের যোগসূত্রে মেলা।
জীবনের পাতে যিনি আঁক কষে বসি' নিরালায়ঃ
কীর্ত্তির তস্‌বির হাতে ধীরে ধীরে যাই তাঁরি অচিন-মেলায়।

www.ahlehadeethbd.org

"পূর্ব আকাশের নূতন তারা"

—ফজলুল্ হক সেলবর্ষী

জগতের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের ভার এক সময় আল্লাহ্-তা'লা মুসলমানের স্কন্ধেই ন্যস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু যে কারণেই হউক, সে গর্ব ও গৌরবের দিন অতীত-গর্ভে লীন হইয়াছে। ফলে পশ্চিমের খৃষ্টান ও নাস্তিক রাষ্ট্র-গুলি ইতিমধ্যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া দুনিয়ার নেতৃত্ব-ভার স্বহস্তে লইয়াছে।

ইহা অনস্বীকার্য, বহু শতাব্দীর তন্দ্রাভিভূতির পর—স্বভাবের নিয়মে মুসলমানের বিশ্ব-জাতি-দেহে বেদারীর বান ডাকিয়াছে। তাই পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দক্ষিণ সব দিকেই যুগের হাওয়া আবার নূতনভাবে বহিতে শুরু করিয়াছে। বিশেষতঃ আজ হইতে দশ সাল পূর্বে দুনিয়ার বৃহত্তম মুস্লিম রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উত্তর আফ্রিকার মরক্কো হইতে পূর্ব-এশিয়ার মালাক্কা পর্যন্ত এই বিরাট ভূ-ভাগে যে দীর্ঘ ও দুর্ভেদ্য *Belt* বা কটিবন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে ইস্লামের ভাবী রূপই প্রতিফলিত হইতেছে। তবে এই নবজাগরণকে কেন্দ্র করিয়া মুসলমানের দায়িত্বও বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। অর্থাৎ প্রতিপক্ষের কার-সাজিতে অধুনা যে বাধার প্রাচীর উহার চারিদিকে মাথা উঁচু করিয়া উঠিয়াছে, তাহা ডিঙাইয়া সত্যই-কী সে লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারিবে, না নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইবে—ইহাই বর্তমানের সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন!

বলাবাহুল্য, ইস্লামের বেদারী-ভয়ে ভীত মানুষ কূটনীতি ও বাহুবল এই উভয়ের সাহায্যে এই জাগৃতি-জোয়ার শুরু করিতে উদ্যত হইলেও দরিত্রের ইচ্ছায় অর্থ, অস্ত্র ও মিত্রহীন মুস্লিমের প্রাণ-প্রবাহ দুর্বার গতি-বেগেই অগ্রসর হইতেছে! তারপর গভীর অন্ধ-কারের মধ্যেও আশার আলো আনিয়াছে উত্তর আফ্রি-কার ক্ষুদ্র অল্জিরিয়া। সত্য বলিতে কী, অল্-জিরিয়াই হইতেছে মুসলিম-জাহানের প্রেরণার উৎস। প্রতিদিনের প্রজ্জ্বলিত অগ্নি শিখায় ঝল্সাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও তার ঝাণ্ডা রহিয়াছে চির-উন্নত।

গত ৩১ শে আগষ্ট রাজধানী কুয়ালালামপুরে মালয়ের স্বাধীনতালাভের উৎসবে বক্তৃতা করিতে যাইয়া তথাকার উযীরে আযম টঙ্কু আবদুররহমান উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "আজ পূর্ব আকাশে একটি নূতন তারার আবির্ভাব হইল।" বাস্তবিক, সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকারের শাসন বা শোষণামলের ১৭১ বৎসরের নাগপাশ ছিন্ন করিয়া আজ মালয় রাজ্য যে আযাদী লাভ করিল, তাহা শুধু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বা সমুদয় মুক্তিকামী মানুষের জন্যই মুজ্দা বহিয়া আনে নাই, অধিকন্তু অখণ্ড মুসলিম-জগতেও ইহার প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুভূত হইতেছে! সেদিন মালয়ের সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী গৃহে ইউনিয়ন জ্যাকের পরিবর্তে হিলাল-চিহ্নিত জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হইয়াছে। শত সহস্র হর্ষোৎফুল্ল নর-নারীর স্বতস্ফূর্ত 'মরদেকা' (স্বাধীনতা) ধ্বনির মধ্যে এই নবতম ইস্লামী রাষ্ট্রের পত্তন হই-য়াছে। তাই দুনিয়ার ষাট কোটি ইন্সানের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরাও সেই 'মরদেকা' ধ্বনিই উচ্চা-রণ করিতেছি।

আজ ইহা না বলিলেও চলিতে পারে যে, মালয়ের এই মুক্তিলাভ কোনো আকস্মিক ঘটনার পরিণতি নহে। পক্ষান্তরে ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে পৌণে দুই শতা-ব্দীর দেশপ্রেম, দৃঢ় সঙ্কল্প, সৎসাহস এবং ত্যাগ-তিতি-ক্ষার কঠোর সাধনা। একদিকে সর্বগ্রাসী বৃটিশ ইম্পি-রিয়ালিজ্ম এবং অন্যদিকে উগ্র সন্ত্রাসবাদী কম্যু-নিজম—এই উভয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হওয়ার দৃষ্টান্ত দুনিয়ায় অতি অল্পই আছে। অবশ্য এই সাফল্যের মূলে রহিয়াছে মালয়-তরুণীর শ্রেষ্ঠ সুক্কানী টঙ্কু আবদুররহমানের অতন্দ্র প্রয়াস। এই ৫৪ বৎসর বয়স্ক উযীরে আযমের ন্যায় শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ, এক-নিষ্ঠ মুক্তি-মুজাহিদ ও জন্ম-ভূমির স্বার্থে আত্মভোলা-মানুষ সে দেশে অতি অল্পই আছেন। বিদেশের ভাড়া করা এদেশের কতিপয় সংবাদপত্র ও সাংবাদিক এহেন আদর্শ সমাজসেবক ও শ্রেষ্ঠ জননায়কের নিন্দায় মুখর হইয়া পক্ষান্তরে মালয়ের কম্যুনিষ্ট সন্ত্রাসবাদীদের গুরু

www.ahlehadeethbd.org

Contents

চিন্‌পেং এর স্মৃতিবাদে বেসামাল হইয়া সত্যের অপলাপ করিতেছেন। তবে ধর্মভাব-বিবর্জিত একান্ত বস্তুতান্ত্রিক মতবাদে দীক্ষিত এই সমস্ত লোক—যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের নিন্দা করিতেও কসুর করেনা, তাহাদের নিকট হইতে কতটুকুই বা আর আশা করা যাইতে পারে?

মাত্র একান্ন হাজার বর্গমাইল আয়তন হইলেও মালয় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এক অতি সামরিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ (*Stratagic*) দেশ। এই দুই দিক হইতে বিচার করিলে সিঙ্গাপুর বন্দরেরও তুলনা নাই। ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালে জাপানীরা মালয় দখল করিয়া লইলেও ১৯৪৫ সালে আবার তাহারা তথা হইতে পালাইয়া যাইতে বাধ্য হয়। ফলে বৃটিশ পুনরায় সে-দেশের 'মালিক মুখ্‌তার' হইয়া বসে। দেশবাসীর আযাদী আন্দোলনকে পণ্ড করিবার উদ্দেশ্যে 'মালয়ী ইউনিয়ন' নামে এক প্রতিক্রিয়াশীল পরিকল্পনা তৈরী করে সুচতুর ইংরাজ। "বিভেদ করো ও শাসন করো" (*Devide and rule*) এই চিরাচরিত নীতির অনুসরণ করিয়া সুদানের ন্যায় সিঙ্গাপুরকেও তাহারা মালয় ফিডারেশন হইতে পৃথক করে। পূর্বেই বলিয়াছি, মালয়ের আয়তন খুব বৃহৎ নহে। কিন্তু বিপুল বন সম্পদে ইহার সমকক্ষ দেশ অতি অল্পই আছে। সমগ্র পৃথিবীতে যতো রবার ব্যবহৃত হয় তন্মধ্যে অর্ধেকেরও অধিক সরবরাহ করে এই মালয়রাজ্য। এতদ্ব্যতীত তার টিনের খনিও পৃথিবীতে সর্ববৃহৎ।

মালয়ের লোকসংখ্যা ১৯৫৫ সালের মরদুমশুমারী অনুযায়ী ৬০,৫৮,৩১৭ জন। নয়টি রাজ্য ও দুইটি প্রাক্তন বৃটিশ উপনিবেশ যথা—পেনাং ও মালাক্কা লইয়া ইহা গঠিত হইয়াছে। মালয়ী, চীনা, পাকিস্তানী ও হিন্দুস্তানীই ইহার প্রধান অধিবাসী। কিন্তু মুসলমানেরাই সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ— শতকরা একান্ন জন। মালয়ের নয়টি রাজ্যে নয়জন সোলতান আছেন; নূতন সংবিধান (নিযাম) অনুযায়ী প্রত্যেক পাঁচ বৎসর অন্তর একজন সোলতান ইহার (*President*) বা রাষ্ট্রপ্রধানের পদে নিয়োজিত হইবেন। ৬২ বৎসর বয়স্ক স্যর আবদুর রহমানই পহেলা রাষ্ট্র-প্রধান-পদে বরিত হইলেন। মালয় বর্তমান জগতের ৯৪ তম স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। গত বিশ্বসমরের পর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যে-সব দেশকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হইয়াছেন, তন্মধ্যে মালয় হইতেছে দশ নম্বর। ১৭৯০ সালে ইংরেজেরা সে দেশে উপনীত হয়, আর ওলন্দাজদের ধীরে ধীরে সরাইয়া দিয়া সেখানে নিজেদের একাধিপত্য বিস্তার করে। তৎপর স্থানীয় সোলতান ও অন্যান্য শাসন-কর্তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হইয়া রবার ও টিনের উপর ষোল আনা কতৃত্ব লাভ করে। অবশ্য তাহারা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও আধুনিক প্রথায় রবারের চাষ বৃদ্ধি করিয়া টিন-খনিগুলির উন্নয়ন ও শৃঙ্খলাবিধান করে। একমাত্র ১৯৫১ সালেই বৃটেন মালয়ের রবার হইতে ১৬ কোটি ৬০ লক্ষ ষ্টার্লিং পাউণ্ড মূল্যের অধিক উপার্জন করে।

একদিকে মালয়ের আযাদী লাভে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লক্ষ লক্ষ জনগণের ন্যায্য দাবী, অন্যদিকে কম্যুনিষ্ট গেরিলাদের হত্যা, লুণ্ঠন, গ্রামে গ্রামে অগ্নি-প্রদান ও লোকজন অপহরণ ইত্যাদি উপদ্রবে ভীত হইয়া সন্তবতঃ ১৯৫২ সাল হইতেই বৃটিশ পার্লামেণ্ট মালয়কে আত্মনিয়ন্ত্রণের-অধিকার দেওয়ার যৌক্তিকতার বিষয় চিন্তা করিতে থাকে। তবে একথা সত্য যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিলেও এখনো সে-দেশবাসী অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করিতে সক্ষম হয় নাই। যেহেতু মালয়ের শতকরা ৩৯ জন বহিরাগত চীনাই গোটা শিল্প, বাণিজ্য, ব্যাংকিং ও ইন্‌সিওরেন্স ইত্যাদি নিজেদের দখলে রাখিয়া সে দেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। লালচীনই তাহাদের মুরুব্বি এবং সর্ব প্রকার সাহায্যের জন্য সে দিকেই তাহারা তাকাইয়া থাকে। এমন কি, মালয় রাজ্যকে লাল চীনের সঙ্গে একীভূত করিয়া উহাকে কম্যুনিষ্ট সাম্রাজ্যবাদের-অন্তর্ভুক্ত করিতেও তাহারা কসুর করে নাই। সে-দেশের সর্বজন-সমর্থিত নেতা টঙ্কু আবদুর রহমান—জঙ্গলে অবস্থিত দুর্ধর্ষ চিন্‌পং এর সন্ত্রাসবাদী দলকে বার বার ক্ষমা করিবার প্রতিশ্রুতিতে আত্মসমর্পণের আদেশ দিলে তাহারা তাহাতে অসম্মতি জানায়। আত্মসমর্পণকে তাহারা "মৃত্যুর সমতুল্য" বলিয়া ঘোষণা করে।

www.ahlehadeethbd.org

নারী স্বাধীনতা

—ডক্টর এম, আবদুল কাদের
বি-এ (অনার্স), ই, পি, সি, এস্, ডি-লিট্

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমেরিকার শতকরা প্রায় ৫০ জন পুরুষই বিবাহ-কালীন প্রতিশ্রুতির মর্য্যাদা রক্ষা করে না। অবিবাহিতদের হিসাবে ধরিলে শতকরা ৯৫ জনেরই স্থান হওয়া উচিত কারাগারে। "যে সকল মেয়ে সোহাগ লাভের জন্য বাহিরে যায়, তাহাদের হার বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে জাতকদের মধ্যে শতকরা ৯০ এবং তাহাদের ছোট বোন ও কন্যাদের মধ্যে ৯৯……। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে যাদের জন্ম, তাহার মধ্যে যত মেয়ে বিবাহের পূর্বে কৌমার্য্য নষ্ট করে, ১৯০০ খৃষ্টাব্দের প্রথমে জাত মেয়েমহলে তাদের দ্বিগুণ মেয়ে নারী-ধর্ম্মের অবমানা করে। শতকরা ৩৩ জনেরও বেশী ২৫ বৎসর বয়সে এবং তখনও অবিবাহিত থাকিলে শতকরা ৬০ জন চল্লিশে সতীত্বে জলাঞ্জলি দেয়।" অর্ধ বয়সের শতকরা ৫৩টী মেয়ে বিবাহের পূর্বে—দেহের পবিত্রতা নষ্ট করে। (১৪) অতি সভ্য ও ধনবান শ্রেণীতে ৭।৮ বৎসরের ছেলে-মেয়েরাও সঙ্গমে লিপ্ত হইতেছে। এ ব্যাপারে কৃষ্টির পার্থক্যে প্রায়ই কোন তফাৎ দেখা যায় না। কুমার-কুমারীদের সুবিধার্থ 'সহচর বিবাহ' ও যেসকল ধনবতী পরিব্রাজিকা মেরেমি উপকূলে বেড়াইতে যায়, তাহাদের কামজ্বালা নিবারণের জন্য সর্বোচ্চ নীলামে সাময়িক বর যোগাড়ের ব্যবস্থা আছে। (১৫) বিবাহিতা ও অবিবাহিতা সম্ভ্রান্ত

[৩৫৫ পৃষ্ঠার পর]

মালয়কে উচ্চ ও নিম্ন এই দ্বি-পরিষদ বিশিষ্ট পার্লামেণ্ট দেওয়া হইয়াছে। দ্বি-পরিষদীয় পার্লামেণ্টে নিম্ন-পরিষদ—প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত হইবে, আর আইন প্রণয়নের মূল অধিকার থাকিবে এই নিম্ন পরিষদের। তারপর শাসনতন্ত্রে ইসলামকে মালয়ের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। তবে ইহা পাকিস্তানের ন্যায় নিছক ভাওতা কিনা, শেষ পর্যন্ত না দেখিয়া বলা কঠিন। ওয়াশিংটনের বিখ্যাত ইংরাজী সাপ্তাহিক *News week* উহার এক সাম্প্রতিক সংখ্যায় মালয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন নিম্নে অতি সংক্ষেপে তাহা উদ্ধৃত হইল: "অগণিত মস্‌জিদ ও মীনারা শোভিত রাজধানী কোয়লোলামপুর সেদিন নূতণ পোষাকে সুসজ্জিত হইয়া সমুজ্জল হইয়া উঠিয়াছিল। সংগ্রামী বিপুল জনতা আলোকসজ্জার দ্বারা নিজেদের অপূর্ব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। গত ৩১ শে আগষ্ট আটটায় তোপ ও সামরিক বাদ্য ভাণ্ডের পর 'মরদেকা' মঞ্চের উপর হইতে ডিউক অব গ্লাউ সেষ্টার ইংল্যাণ্ডের রাণীর পক্ষ হইতে উযীরে আযম টেঙ্কু আবদুররহমানকে ক্ষমতা হস্তান্তর মূলক ছাগ-চর্মে লিখিত ও গুটানো দলিলটি প্রদান করেন। ৫৪ বৎসর বয়স্ক উযীরে আযম তৎপর তাঁহার ঘোষণা পত্র (*Proclamation*) পাঠ করেন। ১৯৫৫ সালের সাধারণ নির্বাচনে চীনা, মালয়ী ও পাক-ভারতীয়দের সঙ্গে এক মৈত্রিচুক্তি সম্পাদন করিয়া টঙ্কু জয়লাভ করেন।"

"মালায়ের বিপদ কাটে নাই। সে আজ দুর্যোগের যাত্রী। মালায়ী কম্যুনিষ্টদের অধিকাংশই হইতেছে চৈনিক নাগরিক। ঝগড়া যদি আরো ভীষণ ভাবে বাড়িয়া যায় তবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াব্যাপী সশস্ত্র বৈদেশিক গোরিলারা হয়তো লালচীনের সক্রিয় সাহায্যও চাহিয়া বসিতে পারে। তবে একান্ত দূরদর্শী ও শক্তিমান নেতা তাঁহার নবলব্ধ স্বাধীনতাকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করিতে পারিবেন বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। তেমন কোনো শোচনীয় পরিস্থিতির আশঙ্কা করিয়াই একটি বৃটিশ সেনাবাহিনীও অস্থায়ীভাবে মালয় সীমান্তে স্থাপন করা হইয়াছে।"

(১৪) Time, 24. 3. 53., Page 52.
(১৫) আজাদ, ২১।৩।৫১ ইং।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যুবক-যুবতীদের জন্য বহু অভিসারাগার স্থাপিত হইয়াছে। একটি শহরে এরূপ ৭৮টী, আরেকটিতে ৪৩টী ও আর একটিতে ৩৩টী অভিসারাগার আছে। তাহা ছাড়া নাচ-ঘর, নৈশ ক্লাব, রূপ-ঘর, মর্দ্দানাগার, কেশ-বিন্যাসের দোকান প্রভৃতি বেনামী বেশ্যালয় ত অজস্র। ফলে অবিবাহিতা মাতার সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯৩৮ সালে ইহাদের সংখ্যা ছিল ৮০০০০ ১৯৫০ সালে হয় ১৪২০০০। তন্মধ্যে ২০ বৎসরের নিম্ন-বয়স্কদের হার শতকরা ৪০ ও ২১ বৎসরের বয়স্কদের অনুপাত শতকরা ২০। যাহাদের ব্যাপার ধরা পড়িয়াছে, ইহা শুধু তাহাদেরই হিসাব অর্থাৎ প্রকৃত সংখ্যার সামান্য অংশ মাত্র (ডাঃ অস্‌ওয়াল্ড শুয়ার্জ)। বেনামী বেশ্যালয়ে বেশ্যালয়ের চেয়েও অকথ্য কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। অথচ রাষ্ট্র তাহা চোখ বুঁজিয়া সহিয়া যাইতেছে।

হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পিতিরিম সরোকিন তাঁহার আমেরিকার 'যৌনবিপ্লব' গ্রন্থে বলেন, "যৌন সম্পর্ক আমেরিকার আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিতেছে, কিন্তু কোনই মঙ্গলের জন্য নহে। আমরা এক ধিক্কারজনক পাপময় পরিবেশে বাস করিতেছি। যৌন ব্যাপারে আমরা এরূপ তন্ময় হইয়া গিয়াছি যে, ইহা আমাদের কৃষ্টি, সভ্যতা ও সমাজ জীবনের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। নিরন্তর বর্দ্ধমান তালাকের হার, যৌন অপরাধের উর্দ্ধগতি এবং রেডিও, টেলি-ভিশন, সাহিত্য ও বিজ্ঞাপনে যৌন আবেদনের গুরুত্ব আরোপ আমেরিকাকে গ্রীস ও রোমের ন্যায় সর্ব্ব-নাশের পথে লইয়া যাইতেছে। যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার ঢেউ এমন কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রবলবেগে চড়াইয়া পড়িয়াছে। জন-নেতা ও সরকারী কর্মচারীদের অনেকেই চরিত্রহীন ও কামাতুর। তাহারা সম-মৈথুন ও বিষম-মৈথুনে পারদর্শী। দুশ্চরিত্রতার জন্য কুখ্যাত লোক ও তাহাদের তল্পীবাহকেরাই রাজদূত ও অন্যান্য উচ্চপদে নিয়োগলাভ করিয়া থাকে; লম্পটেরাই হয় নগরের জনপ্রিয় মেয়র, মন্ত্রীসভার সদস্য বা রাজনৈতিক দলের নেতা। দুশ্চরিত্রতার জন্য দুর্নাম রঙ্গমঞ্চ, চলচ্চিত্র বা টেলিভিশনের তারকা হওয়ার প্রায় অপরিহার্য্য শর্ত, সময় সময় ইহাই একমাত্র গুণ। এভাবে যৌন অরাজকতার দিকে ছুটিয়া চলায় আমেরিকার সংস্কৃতি বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

যাহারা ইংল্যাণ্ডে আমেরিকার নৈতিকতা ও রীতিনীতি প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী, তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বিখ্যাত বৃটিশ মনস্তত্ত্ববিদ্ মিঃ নোয়েন ব্রেইন বলেন, "ডক্টর কিন্‌সীর রিপোর্ট পড়িলে বুঝা যায় যে, আমেরিকার সমস্ত নর-নারী এক দূষিত ও নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক সমাজে বাস করিতেছে। তিনি যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা আর একবার প্রমাণিত করিয়াছে যে, আমরা কিছুতেই আমেরিকার জীবন যাপন পদ্ধতি আমদানী করিতে বা উহার সমকক্ষ হওয়ার চেষ্টা করিতে পারি না। ডাঃ কিন্‌সীর যুবক যুবতীরা নিজেদের যে অনিষ্ট করিয়াছে, তাহা আমাদের গভীর সহানুভূতির উদ্রেক করে; কিন্তু আমেরিকানরা ইহার দাওয়াই খুজিয়া না পাওয়ায় আমরা এইস্থানে তাহাদের চাহিনা।"

অধ্যাপক ফুলটন গেশীন বলেন, "আমিরিকায় পারিবারিক গণ্ডগোল এখন যত অধিক···আর কোন যুগেই তত ছিলনা। পরিবার হইতেছে জাতির অসুমান-যন্ত্র। গড়পড়তা গৃহই আমেরিকা।···যদি গড়পড়তা স্বামীস্ত্রী বিবাহকালীন প্রতিশ্রুতি পালন না করে, তবে আমেরিকা আটলান্টিক সনদ ও 'নারী স্বাধীনতা'র প্রতি বিশ্বস্ততার জন্য যিদ করিবেনা। যদি ইচ্ছা করিয়া 'প্রেমের ফল' বরবাদ করা হয়, তবে জাতি অযথা তূলা উৎপাদন করিবার, সমুদ্রে কাফি ঢালিবার ও economic মূল্যের খাতিরে প্রকৃতিকে পরাভূত করিবার অর্থনীতি গড়িয়া তুলিবে। যদি স্বামীস্ত্রী পরস্পরের হিতাকাঙ্খী না হইয়া শুধু নিজের খেয়ালে বিভোর থাকে, যদি তাহারা বুঝিতে না পারে যে, তাহাদের পারস্পরিক সাহচর্য্যের উপরই তাহাদের ব্যক্তিগত সুখ নির্ভর করে, তাহাহইলে আমাদের দেশের ধনিক ও শ্রমিক দম্পতির ন্যায় মারামারি করিয়া উভয়েরই সামাজিক জীবন নিরানন্দ ও অর্থনৈতিক শান্তি অসম্ভব করিয়া তুলিবে। যদি স্বামী বা স্ত্রী বাহিরের লোককে একের কোল হইতে অন্যকে ভাগাইয়া নেওয়ার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অনুমতি দেয় তাহাহইলে সাম্যবাদ যেমন দেশানুরাগ নামে পরিচিত মৌলিক আনুরক্তি বিনষ্ট করিয়া ফেলে, তদ্রূপ আমাদের জাতিতেও বৈদেশিক দর্শন অনুপ্রবেশ করিবে। যদি স্বামীস্ত্রী এমনভাবে বাস করে, যেন খোদা নাই তাহাহইলে আমেরিকা আমলাতান্ত্রিক শাসন-প্রণালীর লোকে ভর্ত্তি হইয়া যাইবে; তাহারা নাস্তিকতাকেই জাতীয় নীতিতে পরিণত করিতে চাহিবে। স্বাধীনতা ঘোষণা অগ্রাহ্য করিতে এবং আল্লাহই যে আমাদের অধিকার ও স্বাধীনতার উৎস, তাহা অস্বীকার করিয়া বসিবে। জাতির ভাগ্যনির্দ্ধারিত হয় গৃহে। সেখানে যাহা ঘটে, পরে মহাসভা, হোয়াইট হাউসে ও উচ্চ আদালতে তাহাই ঘটিবে। যে দেশ যে শাসন-প্রণালীর উপযুক্ত তাহাই লাভ করে। আমরা গৃহে যে ভাবে চলি, জাতিও সেভাবেই চলিবে।" (১৬)

সামাজিক সাম্যে অতৃপ্ত আগ্রহে বলশেভিকেরা সাম্যবাদকে উহার ন্যায়সঙ্গত ও জীবতাত্ত্বিক সীমার বাহিরে লইয়া গিয়াছে। নর-নারীর মধ্যে সর্ব-ব্যাপারে সমতা-বিধানের খাতিরে ধর্ম্ম, দর্শন ও যুগ-যুগান্তরের প্রতিষ্ঠান উড়াইয়া দিয়া তাহারা যৌন ব্যাপারের ইতরতা সাধন করিয়া উহার গালভরা নাম দিয়াছে 'নূতন নৈতিকতা'। গর্ভনিরোধ ও গর্ভপাত বৈধ করিয়া সরকার দৈহিক মিলনের কাজটা যুবক-যুবতীর বিবেকবুদ্ধি, শালীনতা ও আত্মসংযমের উপর ছাড়িয়া দিয়াছে। এভাবে উহা জলের ন্যায় অবাধ ও সহজ হওয়ায় যাবতীয় প্রতিষ্ঠানে কৃষ্টি ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। এফ, হল তাঁহার 'সোভিয়েট রুশিয়ার নারী" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, অবিবাহিত মাতৃত্ব অধিক হইতে অধিকতর মাত্রায় কায়েমী প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিতেছে। যে সকল মেয়ে কোন পুরুষের সহিত থাকিতে চাহেনা বা যাহাদের থাকিবার মত অবস্থা নয় অথচ মাতৃত্বের পুলক ত্যাগে অনিচ্ছুক, তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি বলেন, জনৈক উচ্চপদস্থ মহিলা কর্ম্মচারীর তিনটি সন্তান। বিভিন্ন জনকের দ্বারা তিনি আরও একটি সন্তান জন্মাইতে চাহেন; কারণ, তিনি বিবাহবন্ধন পছন্দ করেন না, কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের শিশু ভালবাসেন।

রুশিয়ায় বৈধ ও অবৈধ সন্তানের মধ্যে পার্থক্য নাই, তাহারা মাতা পিতাকে নাম ধরিয়া ডাকে। স্ত্রী স্বামীর গলগ্রহ হয়না! বিবাহ চুক্তি বা পবিত্রতা নহে, এবং প্রজননার্থ এজমালী কারবারে পরস্পরের ভাগ্য একই সূত্রে গ্রথিত না করিয়াও এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যাইতে পারে।

দম্পতির মধ্যে সমভাবে সম্পত্তি বণ্টন এত আপত্তিকর নহে, কিন্তু যৌন ব্যাপারে সমতা অতীব বিস্ময়কর! ইহার ফলে বিবাহ লাম্পট্যের ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। রেজেষ্ট্রি অফিসে বর কনের খুবই ভিড়, কিন্তু বেঙের ছাতার ন্যায় যত বিবাহ হয়, তত ভাঙ্গিয়া যায়।

নারীকে পুরুষের সমান করা তাহাকে অবনত করার সামিল। প্রত্যক্ষ দর্শী ডরোথী টমসনের (*Thomson*) মতে নারীকে পুরুষের সহিত একই পর্য্যায়ে ফেলায় তাহার নারীত্ব মাটী হইয়া গিয়াছে। তাহার অন্তরের সৌন্দর্য্য—প্রেম লাভের গর্ব্ব নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এরূপ অযৌক্তিক সাম্যের ফলে পরিবার ধ্বংস হইতে বাধ্য। অথচ পরিবারেই সমাজের ভিত্তি, ব্যক্তিগত ভাবে নর বা নারী নহে। পারিবারিক শিক্ষা না হইলে কেহ কখনও উপকারী নাগরিক হইতে পারেনা। *Marice Hindus* তাঁহার *Humanity uprooted* (উন্মূলিত মানবতা) গ্রন্থে বলেন, নারী পুরুষের ন্যায় যৌন স্বাধীনতা পাইলে প্রাচীন সতীত্বের ধারণা গিরিচূড়াহত তুষার স্তূপের ন্যায় ভূপতিত হয়। রুশিয়া হইতে ইহা নিশ্চিত রূপে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

সেখানে পরিবার আছে সত্য, কিন্তু উহা অতীতের ছায়ামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইহা সামাজিক কার্য্য ও আধ্যাত্মিক প্রেরণায় বঞ্চিত হইতেছে। রুশ পরিবার আর পবিত্র গৃহ, ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বা নিজস্ব জগত নহে। অস্বাভাবিক যৌন স্বাধীনতা দিয়া এবং পারিবারিক প্রেম ও বিশ্বস্ততাকে 'মধ্য-বিত্তের মানসিকতা' বলিয়া প্রকাশ্যে নিন্দা করিয়া মার্কসবাদীরা মাতাপিতার স্নেহ—তথা পরিবারকে সমূলে উৎপাটিত

(১৬) Voice of Islam, July, 1954 Page 361, মিল্লাত ও Pakistan Observer. 8· 1.57.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিখ্যাত চীনা দার্শনিক *Lin-Tutang* এর মতে কতকগুলি নিয়মতান্ত্রিক আইন অনুযায়ী শ্রেণী সংগ্রাম চালাইতে গেলে স্বভাবতঃই লোকের বিশ্বাসে ও কার্য্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকেনা; এই হিসাবে পারিবারিক প্রথা অপেক্ষা রুশিয়ায় ব্যক্তিত্ব কম।

"সন্তানের চরিত্রে মাতাপিতার আদর্শ ও প্রাথমিক শিক্ষার প্রভাব বিপুল। বংশ পরম্পরায় হউক কিম্বা শিক্ষার মারফতেই হউক, বুদ্ধিবৃত্তি যে পরিবারেই নিহিত থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কাজেই পরিবার ধ্বংস হইলে লোকের মানসিক মান হ্রাস পাইতে বাধ্য (রাশেল)।" পরিবারের সহিত সংস্পর্শহীন লোক হীনপ্রতিভা না হইয়া পারেনা।

Crecha (কাজের সময় শ্রমিক নারীর শিশুরাখিবার স্থান) গৃহের নিতান্ত দীন অনুকল্প। সরকার চালিত শিশু সদন শুধু তাহার অস্থি মাংসের যত্ন লয়, কিন্তু তাহার মানসিক উন্নতিতে বাধা দেয়। সেখানে মাতা মাত্র তিন মাস পর্য্যন্ত কাজের ফাঁকে প্রত্যহ একঘণ্টার জন্য আসিয়া শিশুকে দুগ্ধ দান করিয়া যায় অবশিষ্ট সময় শিশু যাহাদের তত্ত্বাবধানে থাকে, তাহারা কাজ করে টাকার মায়ায়, প্রাণের টানে নহে। গৃহে শিশু মাতার নিকট অনেক অধিক আদর যত্ন পায়। পক্ষান্তরে সকলকে সমান সুযোগ দান শিশু সদনের উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষিত হইলেও ছাত্র শিক্ষকের যোগ্যতার পার্থক্যের দরুণ মুখোশের পার্থক্য থাকিয়াই যায়।

পরিবার সামাজিক গুণের বিকাশক্ষেত্র। লোকে এখানেই আত্মসংযম, মায়া মমতা এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি, দায়িত্ব, সাহায্য, সহানুভূতি ও বাধ্যবাধকতা প্রভৃতি শিক্ষা পায়! কাজেই নিছক অর্থনৈতিক কারণে ইহার ধ্বংস কাম্য নহে। পরিবার-ধ্বংসের একমাত্র অর্থ মানব সমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তির বিনাশ সাধন।

পরিবারই সভ্যতার ভিত্তি। সুশৃঙ্খল গৃহ নিখুঁত ও স্থায়ী সমাজের প্রতীক। কাজেই পরিবারের অবনতি সভ্যতা ধ্বংসের নিশ্চিত লক্ষণ। ঘর সংসার উপেক্ষা করায় অতীতের বহু সভ্যতা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে দাম্পত্যজীবন তুচ্ছ ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইত। স্বামী-স্ত্রী-মিলিত হইত শুধু যৌন ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য। ফলে গ্রীক সভ্যতার পতন ঘটে। রোমানরা যখন গৃহকে অবহেলা করিয়া লম্পট-জীবন যাপন আরম্ভ করে তখন তাহাদেরও পতন হয়। রুশেরা খামার বাড়ীর কুকুটের সভ্যতার প্রবর্ত্তন করিয়াছে, তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে জ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়ায় লেনিনকে পর্য্যন্ত 'ব্যক্তিত্ব ও সামাজের ক্ষতি কর' বলিয়া ইহার নিন্দা করিতে হইয়াছে।(১৭)

মুরুব্বীদের পদাঙ্কানুসরণের ফলে চীনের অবস্থাও এত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, কম্যুনিস্ট সরকার ইতোমধ্যেই বৈধ ও অবৈধ সন্তানের পার্থক্য রহিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বিবাহের বাহিরে যে সকল সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছে ও যে সকল স্ত্রী স্বামী ত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের সন্তানেরা (১৯৫২ সনের নভেম্বর হইতে) 'বিপ্লবের সন্তান' বলিয়া অভিহিত হইবে। বিবাহ-বিচ্ছিন্না মাতাপিতার সন্তানেরা ইচ্ছামত পিতা বা মাতার নামে পরিচয় দিতে পারিবে। তবে কুমারী মাতার সন্তানদের অবশ্যই মাতার ডাক-নাম গ্রহণ করিতে হইবে।

কিন্তু পরিচয় দেওয়াটা বড় কথা নহে, বড় কথা হইল, ইহারা কি 'মানুষ' হইবে? বর্তমান অভিজ্ঞতা হইতে কিছুতেই এমন ভরসা মিলেনা। রুশিয়ায় গুণ্ডামি ও গুরুতর অপরাধমূলক কার্য্যাবলী এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, এই সমস্যা উচ্চপদস্থ নেতৃবৃন্দের বিশেষ মাথাব্যথার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সরকার সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের ১০ হইতে ২৫ বৎসরের কঠোরতম কারাদণ্ড দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। [ক্রমশঃ]

(১৭) M.M. Hosain, Islam and Socialim, 187,190,191, 197—200.

www.ahlehadeethbd.org

نحمدالله العظيم و نصلى و نسلم على رسوله الكريم -
سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم *

তিন তালাক প্রসংগ

সাময়িক উত্তেজনা ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া কোন কোন পুরুষ তাহার স্ত্রীকে একই সময়ে এক সঙ্গে তিন-তালাক দিয়া বসে, কিন্তু অত্যল্প কাল মধ্যেই পুরুষ ও স্ত্রীর মন অনুশোচনায় ভরিয়া যায়। সংসারযাত্রা উভয়ের পক্ষে দুর্বিষহ এমন কি অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। উল্লিখিত সংকটে পতিত হইয়া অনেকেই শরীআতে ইহার প্রতিকার কি, তাহা জানিবার জন্য আমাদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া থাকেন। প্রত্যেক মাসেই এরূপ ধরণের দু একটি ইস্‌তিফ্‌তা আমাদের হস্তগত হয় আর আমরাও মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্তাকারে জওয়াব দিয়া থাকি, তথাপি জিজ্ঞাসার বিরাম নাই। ইদানীং দাম্পত্য কমিশনের রিপোর্টে এ-সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া অনেক শিক্ষিত লোকের অন্তর দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সকল দিক বিবেচনা করিয়া আমরা ইহার বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া সমীচীন বোধ করিতেছি। আশাকরি পাঠক পাঠিকাগণ ইহাকেই আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিবেন—

—তর্জুমানুল হাদীছের সম্পাদক।

سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك
انت العليم الحكيم

তালাক সম্পর্কে সাময়িক উত্তেজনার বশীভূত হইয়া ক্ষিপ্রগতিতে চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা শরী-আতের অনুমোদিত আচরণ নয়। যদি তালাক দেওয়া একান্তই অপরিহার্য হয়, তাহাহইলে নারী যে সময়ে ঋতুমুক্তা ও পরিচ্ছন্না হইবে, সেই সময়ে যৌন মিলনের পূর্বেই পুরুষ তাহাকে এক তালাক প্রদান করিবে আর নারী তালাকের ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে। কোরআনের স্পষ্ট নির্দেশ মত অপেক্ষার মুদ্দত (*term*) হইতেছে তিন 'কুরূ'— "তালাক দত্তা নারীরা তিন 'কুরূ' পর্যন্ত নিজেদের সংবরণ করিয়া রাখিবে"—বাকারা, ২২৮। 'কুরূ'র তাৎপর্য ঋতুই হউক অথবা ঋতুমুক্তিই হউক,— এই মুদ্দতের মধ্যে যাহাতে পুনর্মিলন ও সন্ধির সুযোগ থাকিয়া যায়, পুরুষ স্ত্রীকে তাহার গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিবেনা। ইতিমধ্যে পুরুষ যদি স্ত্রীকে ছাড়িতে না চায়, তাহা-হইলে তাহাকে স্বচ্ছন্দে ফিরাইয়া লইতে পারিবে। এই শর্‌য়ী রীতির আর একটি বড় সুবিধা এই যে, ইদ্দতের মুদ্দত নিঃশেষিত হওয়ার পরও উক্তপুরুষ তাহার তালাক-দত্তা নারীকে পুনর্বিবাহ করিতে পারে, অন্য পুরুষের সহিত তাহার বিবাহিতা হওয়ার প্রয়োজন হয়না আর দুর্ভাগ্যবশতঃ কোনক্রমেই যদি সমঝোতা ও পুনর্মিলন সম্ভবপর হইয়া না উঠে, সে অবস্থায় উক্ত নারীর পক্ষে অন্য পুরুষের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পথেও কোন বাধা থাকেনা। এই শর্‌য়ী রীতির মধ্যে অনুশোচনা ও লজ্জার যেরূপ অবকাশ নাই, তেমনি তহ্‌লীল প্রভৃতির হাঙ্গাম ও লাঞ্ছনা ভোগেরও আবশ্য-কতা দেখা দেয়না। তালাকের এই বিধান সুরত-আত্‌তালাকের নিম্নলিখিত আয়তে বর্ণিত হইয়াছে। এস্থানে শুধু আয়তটি উল্লিখিত হইতেছে, ইহার অর্থ প্রব-ন্ধের অন্যস্থলে সন্নিবেশিত হইবে ঃ

يا ايها النبى اذا طلقتم النساء ، فطلقوهن لعدتهن و احصوا العدة ، و اتقو الله ربكم ، لا تخرجو هن من بيوتهن و لايخرجن ، الا ان ياتين بفاحشة مبينة ، و تلك حدود الله ، و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ، لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك امرا -

আবুদাউদ স্বীয় সুনানে হযরত আবদুল্লাহ বিনে

www.ahlehadeethbd.org

উমরের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র যুগে তাঁহার স্ত্রীকে ঋতুমতী অবস্থায় তালাক দিয়াছিলেন। উমর এই ঘটনা রছুলুল্লাহর (দঃ) গোচরীভূত করায় রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিলেন যে, আবদুল্লাহ বিনে উমরকে বল, স্ত্রীকে ফিরাইয়া লউক আর পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত উহাকে ধরিয়া রাখুক। তারপর স্ত্রী পুনরায় ঋতুমতী হউক, পুনঃ পরিচ্ছন্না হউক। তখন ইচ্ছা করিলে সে স্ত্রীকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ রাখুক অথবা ইচ্ছা করিলে স্পর্শ করার পূর্বেই তাহাকে তালাক দিক। ইহাই হইতেছে (সুরত-আত্তালাকে বর্ণিত) ইদ্দত, যে নিয়ম অনুসারে আল্লাহ স্ত্রীকে তালাক দিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

انه طلق امراته و هي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم، فسال عمر بن الخطاب رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: مره فليراجعها، ثم يمسكها، حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم انشاء امسك بعد ذلك و ان شاء طلق قبل ان يمس، فتلك العدة التى امر الله ان تطلق لها النساء

এই হাদীসটি ইমাম বুখারীও বিভিন্ন তরীকায় তাঁহার সহীহ গ্রন্থে রেওয়ায়ত করিয়াছেন। †

উল্লিখিত হাদীসের সাহায্যে কয়েকটি বিষয় সাব্যস্ত হয়ঃ প্রথম, 'কুরূ'র অর্থ ঋতুমুক্তি। দ্বিতীয়, নারী ঋতুমতী থাকাকালে তালাক অসিদ্ধ। তৃতীয়, অসিদ্ধ তালাককে রসূলুল্লাহ (দঃ) তালাকের মধ্যে গণ্য করেননাই।

যে সকল বিদ্বান যুগপৎ ভাবে তালাক দেওয়ার বৈধতা স্বীকার করেননা এবং অবৈধ তালাককে গণনার মধ্যে ধরেননা, তাঁহারা তাঁহাদের দাবীর পোষকতায় উক্ত হাদীসকে প্রমাণ রূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

একই সময়ে তিন তালাক শরয়ী রীতির যে প্রতিকূল, তাহার প্রমাণ স্বরূপ নিম্ন লিখিত হাদীসটিকেও উপস্থিত করা যাইতে পারেঃ নসয়ী তদীয় সনদ সহকারে মাহমূদ বিনে লবীদের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) অবগত হইলেন, জনৈক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক দিয়াছে। ইহা শুনিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, অতঃপর বলিলেন, আমি এখনও তোমাদের সম্মুখে বর্তমান আছি, তথাপি কি আল্লাহর গ্রন্থের সহিত বিদ্রূপ করা হইতেছে? ¶

اخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم رجل طلق امراته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان، ثم قال: ا يلعب بكتاب الله و انا بين اظهركم

এই হাদীসের সাহায্যে যদিও ইহা বুঝাযায়না যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) উক্ত তালাককে গণনার মধ্যে ধরিয়াছিলেন কিনা, কিন্তু ইহা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়যে, একসঙ্গে তিন তালাক দেওয়া রসূলুল্লাহর (দঃ) ক্রোধ ও গযবের কারণ!

فنعوذ بالله من غضب الله و من غضب رسول الله صلى الله عليه و سلم -

"আমরা আল্লাহর গযব ও রসূলুল্লাহর (দঃ) গযব হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় যাচ্ঞা করি।"

সুরত-আত্তালাকের আয়ত আর উল্লিখিত হাদীস দুইটির উদ্দেশ্য একেবারেই সুস্পষ্ট! অর্থাৎ যাহাতে দাম্পত্য ও গার্হস্থ্য জীবনে অশান্তি ও বিশৃংখলা নাঘটিয়া শৃংখলা ও শান্তি কায়েম থাকে, তজ্জন্য তালাক দেওয়ার কার্যকে বিলম্বিত করা এবং স্ত্রী ও পুরুষকে তাহাদের মনোভাব স্থির করার জন্য অবসর দেওয়াই আল্লাহ ও তদীয় রসূলের (দঃ) উদ্দেশ্য। যুগপৎ ভাবে তিন তালাক দেওয়া নির্বুদ্ধিতাব্যঞ্জক ও গা-যোরীর কাজ, ইহার বৈধতা ও উহার সংঘটনের ফত্ওয়া শরীআতের মহান উদ্দেশ্যকে পণ্ড করিয়া দেয়, উহা মানবের মনস্তাত্ত্বিকতা ও চরিত্রের প্রতিকূল।

'শর্‌য়ী তালাক' যাহা প্রদান করিয়া পুরুষ স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করিতে পারে, মানুষকে তাহার সম্পূর্ণ জীবনে এরূপ তালাক দেওয়ার মাত্র দুইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। দুইবার তালাক দেওয়ার পর পুরুষ

† আবুদাউদ, সুনন, আওনুলমাবুদ সহ (২) ২২১ পৃঃ।

¶ নসয়ী, সুনন, ৫৩৮ পৃঃ (নিযামী)।

www.ahlehadeethbd.org

والارسال دفعة واحدة ـ و هذا التفسير هو قوله من قال : الجمع بين الثلاث حرام ـ و زعم ابو زيد الدبوسى فى الاسرار ان هذا قول عمر و عثمان و على و عبد الله بن مسعود و عبد الله بن عباس و عبد الله بن عمر و عمران بن الحصين و ابى موسى الاشعرى و ابى الدرداء و حذيفة رضى الله عنهم ـ و قول ابى حنيفة رح انه و ان كان محرما الا انه يقع ـ القول الثانى ان الطلاق الرجعى مرتان و لا رجعة بعد ثلاث، و هذا التفسير هو قول من جوز الجمع بين الثلاث، و هو مذهب الشافعى رح ـ ثم القائلون بهذا القول اختلفوا على قولين : الاول : هو اختيار كثير من علماء الدين انه لو طلقها اثنين او ثلاثا لا يقع الا واحدة ـ و هذا القول هو الا قيس لان النهى يدل على اشتمال المنهى عنه على مفسدة راجحة، و القول بالوقوع سعى فى ادخال تلك المفسدة فى الوجود و انه غير جائز، فوجب ان يحكم بعدم الوقوع، و القول الثانى و هو قول ابى حنيفة انه و ان كان محرما الا انه يقع، و هذا منه بناء على ان النهى لا يدل على الفساد ـ

পৃথক পৃথক ভাবে, প্রথমের পর দ্বিতীয়, অতঃপর তৃতীয় বারে তালাক দেওয়া আবশ্যক। যে সকল বিদ্বান যুগপৎ-ভাবে তিন তালাক দেওয়া হারাম বলিয়া থাকেন, উল্লিখিত ব্যাখ্যা তাঁহাদেরই প্রদত্ত। আল্লামা আবুযয়েদ দবুসী স্বীয় 'আস্‌রার' নামক 'অসুলে ফিক্‌হে'র গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, এক সঙ্গে তিন তালাক দেওয়ার কার্যকে হযরত উমর, উস্‌মান, আলী আবদুল্লাহ বিনে মস্‌উদ আবদুল্লাহ বিনে আব্বাস, আবদুল্লাহ বিনে উমর, ইমরান বিনে হুসায়েন, আবুমূসা আশ্‌আরী, আবুদ্‌দরদা ও হুযায়ফা প্রভৃতি সাহাবীগণ হারাম বলিয়াছেন। ইমাম আবুহানীফার অভিমত এইযে একসংগে তিন তালাক যদিও হারাম, কিন্তু তথাপি তিন তালাক বলিয়াই গণনীয় হইবে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এইযে, যে তালাক দিয়া স্ত্রীকে ফিরাইয়া লওয়া যাইতে পারে, তাহা দুই তালাক পর্যন্ত, তৃতীয় তালাকের পর আর ফিরাইয়া লওয়ার পথ নাই। যাঁহারা তিন তালাক

তাহার স্ত্রীকে ফিরাইয়া লউক কি না লউক, যদি তৃতীয়বারেও সে তাহাকে তালাক দেয়, তাহাহইলে উক্ত স্ত্রী তাহার পক্ষে চিরকালের জন্য হারাম হইয়া যাইবে, অবশ্য সেই স্ত্রী অপর কোন পুরুষের সহিত বিবাহিতা হওয়ার পর শরয়ী উপায়ে যদি পুনরায় মুক্তিলাভ করিতে পারে, ঠিকা বিবাহ প্রভৃতি গায়ের-শরয়ী উপায়ে নয়, তবেই তাহাকে তাহর পূর্বস্বামী নূতন ভাবে বিবাহ করিতে পারিবে।

উল্লিখিত সংবিধানগুলি কোর আনে-পাকের নিম্নলিখিত আয়তসমূহে বিধিবদ্ধ রহিয়াছে। আল্লাহ আদেশ দিয়াছেন, দেখ, মাত্র দুইবার তালাক দিয়াই স্ত্রীর ইদ্দতের মধ্যে পুরুষ তাহাকে বিনা বিবাহে ফিরাইয়া লইতে পারে। অতঃপর হয় উক্ত নারীর সহিত উত্তমরূপ সংসার নির্বাহ অথবা উত্তম রূপে বিচ্ছেদ আর যে বিবাহ-যৌতুক

الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان، و لا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا، (الى قوله) تلك حدود الله، فلا تعتدوها و من يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون ـ فان طلقها فلا تحل له من بعد، حتى تنكح زوجا غيره ـ

তোমরা নারীদের দিয়াছ, তাহার কিছুই গ্রহণ করা তোমাদের জন্য হালাল নয়।.....দেখ, এগুলি আল্লাহর বিধান, তোমরা কদাচ এগুলি লংঘণ করিওনা, যাহারা আল্লাহর নির্ধারিত বিধানের সীমা লংঘণ করে, তাহারাই অত্যাচারকারী। যদি তৃতীয় বারেও পুরুষ স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহাহইলে সে স্ত্রী অতঃপর তাহার জন্য আর হালাল হইবেনা, যতক্ষণনা সে অন্য পুরুষের সহিত বিবাহিতা হয়—আলবাকারা : ২৩০।

** ** **

এই স্থান হইতে উম্মতে-মুসলিমার বিদ্বানগণের মধ্যে মতানৈকের সূত্রপাত হইয়াছে। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (৫৫৩ ৬০৬) উল্লিখিত আয়ত প্রসংগে লিখিতেছেন : বিদ্বানগণের একটি দলের অভিমত এই যে, শরয়ী-তালাকের জন্য এক সঙ্গে একত্র তিন তালাক দেওয়ার পরিবর্তে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে,

قال قوم : ان التطليق الشرعى يجب ان يكون تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع

একত্রিত ভাবে দেওয়াকে সিদ্ধ বলেন, এই উক্তি হইতেছে তাঁহাদের প্রদত্ত উল্লিখিত আয়তের তফসীর, ইহাই ইমাম শাফেয়ীর অভিমত। বিদ্বানগণের এই দলটি আবার দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন: একদল বলেন, এবং ইহা বহু ধর্মীয় বিদ্বানগণের অভিমত যে, একসংগে দুই বা তিন তালাক প্রদান করিলে তাহা শুধু এক তালাক বলিয়াই গণনীয় হইবে। এই অভিমতই সর্বাপেক্ষা অধিক যুক্তিযুক্ত কারণ শরয়ী তালাক ব্যবস্থা দ্বারা যে সকল অনিষ্টের প্রতিরোধ করা হইয়াছে, একত্রিত তিন তালাককে গণনীয় না করার মধ্যে সেগুলির ইংগিত রহিয়াছে আর একত্রিত তিন-তালাককে তিন তালাক বলিয়া গণ্য করার ব্যবস্থা উক্ত অনিষ্ট সমূহকে সৃষ্টিকরার প্রেরণা যোগাইতেছে এবং ইহা অবৈধ। অতএব একত্রিত তিন তালাক গণনীয় না-হওয়ার ব্যবস্থা প্রদান করাই ওয়াজিব। আর একত্রে তিন তালাক হারাম হইলেও উহা তিন তালাক বলিয়াই গণ্য হইবে, ইমাম আবু হানীফার এ অভিমতের ভিত্তি যে, তালাক গণ্য না করার ব্যবস্থায়—উল্লিখিত অনিষ্টসমূহের কোন ইংগিত নাই। *

ইমাম ফখ্রুদ্দীন রাযী মতভেদের যে তালিকা প্রদান করিয়াছেন, তাহা অসম্পূর্ণ। বস্তুতঃ যুগপৎ ভাবে তিন তালাকের বৈধতা ও প্রয়োগ সম্বন্ধে বিদ্বান গণের অভিমত বহুরূপী:

১। এক সঙ্গে তিন তালাক প্রদান করা হারাম।

২। হারাম হওয়ার জন্য উক্ত তালাক আদৌ গণনীয় হইবেনা।

৩। হারাম হইলেও উহা তিন তালাক বলিয়াই গণনীয় হইবে।

৪। এক সংগে তিন তালাক দেওয়া সিদ্ধ। সুতরাং একসংগে তিন তালাক দিলে তিন তালাক বলিয়াই গণনীয় হইবে।

৫। একসঙ্গে তিন তালাক দেওয়া জায়েয এবং তালাকদাতার অভিপ্রায় অনুসারে তিন তালাকের—প্রয়োগ নির্ণয় করা হইবে। যদি তিন তালাকের উদ্দেশ্য নাথাকে, শুধু কথাকে জোরদার করার জন্যই সে তিনবার তালাক যুগপৎ ভাবে উচ্চারণ করিয়া থাকে তাহাহইলে উহা এক তালাক আর তিন তালাকের অভিপ্রায়ে উচ্চারণ করিয়া থাকিলে উহা তিন তালাক বলিয়া গণনীয় হইবে।

৬। অক্ষত-যোনি নারীকে এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে প্রথম তালাকেই সে 'বায়েনা' হইবে অর্থাৎ তাহাকে ফিরাইয়া লওয়া চলিবেনা, কিন্তু নূতন ভাবে বিবাহ করিয়া গ্রহণ করা চলিবে।

৭। অক্ষত-যোনি নারীকে এক সংগে তিন তালাক দিলে অন্য পুরুষের সহিত বিবাহিতা না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে গ্রহণ করার উপায় নাই।

৮। ক্ষত ও অক্ষত-যোনি উভয়বিধ নারীকে এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে উল্লিখিত সপ্তম শ্রেণীর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

৯। অক্ষত-যোনি নারীকে এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে উহা এক তালাক বলিয়া গণ্য হইবে।

১০। এক সঙ্গে তিন তালাক অবৈধ, কিন্তু প্রদান করিলে সকল অবস্থায় এক তালাক বলিয়া গণ্য হইবে।

বস্তুতঃ এক সঙ্গে তিন তালাক দেওয়া যে শরীআতের বিধি বহির্ভূত, এসম্বন্ধে সাহাবাগণের মধ্যে কোন মতভেদ নাই আর এক মুখে তিন তালাক একত্রে প্রদান করিলে তিন তালাকই প্রযোজ্য হইবে একথাও প্রথম যুগে কাহারও মুখ হইতে উচ্চারিত হয়নাই। অবৈধতার প্রমাণ ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে, এক্ষণে আমাদের দ্বিতীয় দাবীর প্রমাণ আমরা নিম্নে উধৃত করিব:

** ** **

ইমাম মুস্লিম তাঁহার সহীহ গ্রন্থে আবদুর্রযাকের প্রমুখাৎ তিনি তাউসের পুত্রের বাচনিক এবং তিনি স্বীয় পিতার নিকট হইতে হযরত আবদুল্লাহ বিনে আব্বাসের সাক্ষ্য উধৃত করিয়াছেন যে, তিনি বলিলেন, রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র যুগে আর হযরত আবুবকরের সময়ে আর হযরত উমরের খিলাফতের দুই বৎসরকাল পর্যন্ত

إنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و ابى بكر و سنتين من خلافة عمر رضى الله عنهما طلاق الثلاث

* মফাতীহুলগয়েব (২) ৩৭২—৩৭৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ان ابا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك ! الم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و ابى بكر واحدة ؟ قال : قد كان ذلك، فلما كان فى عهد عمر تتابع الناس فى الطلاق فاجازه عليهم —

আপনি আপনার সংক্ষিপ্ত জওয়াবে আমাকে বলুন, রসূলুল্লাহ (দঃ) ও আবুবকর সিদ্দীকের সময়ে একত্রিত তিন তালাক কি এক তালাক ছিলনা ? ইবনে-আব্বাস বলিলেন, একই ছিল, কিন্তু উমরের যুগে যখন জনসাধারণ উপর্যুপরি এক সংগে তিন তালাক দিতে লাগিয়া গেল, তখন হযরত উমর তাহাদের উপর তিন তালাকের আদেশ প্রয়োগ করিলেন। *

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র যুগে এবং হযরত আবুবকরের শাসনকালে যুগপৎ ভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার রীতি সম্পর্কিত হযরত ইবনেআব্বাসের সাক্ষ্য শুধু আবুস্-সহবাই বর্ণনা করেন নাই, ইবনে আব্বাসের ছাত্র তাউসও উহা সরাসরিভাবে হযরত ইবনেআব্বাসের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন। তাউসের নিকট হইতে এই সাক্ষ্য দুই ব্যক্তি রেওয়ায়ত করিয়াছেন এক জন তাউসের পুত্র আবদুল্লাহ আর এক জন ইবরাহীম বিনে ময়সারা। আবার ইবনে তাউসের প্রমুখাৎ ইবনে জুরায়জ সরাসরি ভাবে ও আবদুররয্যাকও সরাসরি ভাবে রেওয়ায়ত করিয়াছেন, পুনশ্চ এই হাদীছ ইবরাহীম বিনে ময়সরার নিকট হইতে আইয়ূব সখতিয়ানীও রেওয়ায়ত করিয়াছেন এবং একাধারে সখতিয়ানীর নিকট হইতে হাম্মাদ বিনে যয়েদ এবং ইবনে জুরায়জের বাচনিক আবদুর রয্যাক ইহা রেওয়ায়ত করিয়াছেন। সুতরাং এই হাদীসটি যে প্রত্যেক স্তরে একাধিক রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে, একথা অস্বীকার করার উপায় নাই, সুতরাং ইহার সম্বন্ধে কোন আপত্তিই গ্রাহ্য হইতেপারেনা।

* সহীহ মুসলিম (১) ৪৭৮ পৃঃ।

একত্রিত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাক বলিয়াই গণনীয় হইত। অতঃপর হযরত উমর বলিলেন, যে বিষয়ে জনগণকে মুহলৎ দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা উহাকে ত্বরান্বিত করিয়াছে। এরূপ অবস্থায় যদি আমরা তাহাদের উপর তিন তালাকের বিধান জারী করিয়াদেই, তাহাহইলে উত্তম হয়। অতঃপর হযরত উমর সেই ব্যবস্থাই প্রবর্তিত করিলেন। †

ان ابا الصهباء قال لابن عباس : اتعلم انما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبى صلى الله عليه و سلم و ابى بكر و ثلاثا من امارة عمر ؟ فقال ابن عباس : نعم !

ইমাম মুসলিম পুনঃ আবদুররয্যাকের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি বলেন, ইব্নে জুরায়জ আমার কাছে বর্ণনা দিয়াছেন, তিনি বলেন, তাউসের পুত্র আমার কাছে বর্ণনা দিয়াছেন, তিনি তাঁহার পিতার উক্তি রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে,—— আবুস্সহবা ইবনে-আব্বাস কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি ইহা অবগত আছেনযে, রসূলুল্লাহ (দঃ)ও আবুবক্রের যুগে এবং উমরের শাসনকালের তিন বৎসরকাল পর্যন্ত তিন তালাককে এক তালাক বলিয়া গণ্য করা হইত ? হযরত ইবনেআব্বাস বলিলেন হাঁ ! §

ইমাম আবুদাউদও এই হাদীসটিকে তাঁহার নিজস্ব সনদে আবদুররয্যাক ও ইবনেজুরায়জের রেওয়ায়তে হাদীছ বর্ণনার পদ্ধতিতে স্বীয় সুননে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ¶

আরও মুসলিম স্বীয় সনদে হাম্মাদ বিনে যয়েদের নিকট হইতে এবং তিনি আইয়ূব সখ্তিয়ানীর নিকট হইতে এবং তিনি ইব্রাহীম বিনে ময়সরার নিকট হইতে এবং তিনি তাউসের নিকট হইতে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, আবুস্সহবা ইবনেআব্বাসকে বলিলেন,

† সহীহ মুসলিম নববীসহ (১) ৪৭৭ পৃঃ।

§ মুসলিম, সহীহ (১) ৪৭৮ পৃঃ।

¶ আবুদাউদ, সুনন, আওন সহ (২)২২৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

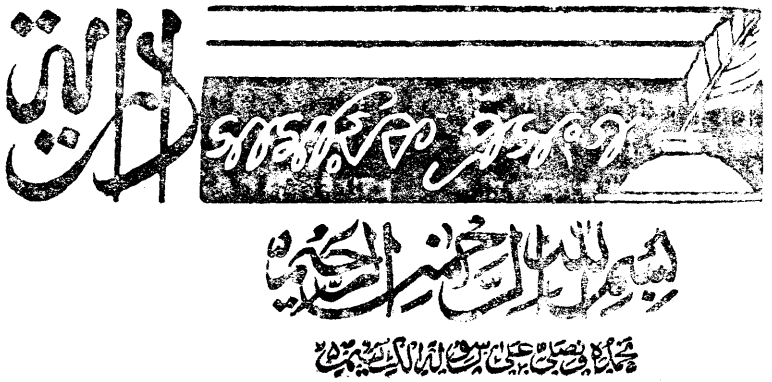

জমঈয়তের কর্মতৎপরতা,

স্থানাভাব বশতঃ এবারে "তর্জুমানের" স্বতন্ত্র স্তম্ভে পূর্ব-পাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীসের কর্মতৎপরতার বিস্তারিত বিবরণী প্রকাশ করা সম্ভবপর হইলনা। মোটের উপর এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবেযে, জমঈয়তের সমুদয় কার্য আল্লাহর অপরিসীম অনুগ্রহে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। এযাবৎ জমঈয়তের নিজস্ব সংবাদপত্র না থাকায় নানা প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছিল, বিভিন্ন দলীয় সংবাদপত্রের সাহায্যে জনসাধারণের সহিত জমঈয়তের যোগাযোগ রক্ষা করার কোন উপায় ছিলনা। মাসিক তর্জুমান দ্বারা সংবাদ পরিবেশনের কাজ সম্ভবপর নয় আর এই উদ্দেশ্য লইয়া উহা আত্মপ্রকাশও করে নাই। আল্লাহর ফযল ও কৃপাকে সম্বল করিয়া জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীস নানারূপ বাধা বিঘ্ন ও অভাব অভিযোগের ভিতর দিয়া সাপ্তাহিক "**আরাফাত**" প্রকাশনার সমুদয় আয়োজন শেষ করিয়া ফেলিয়াছে। ইন্‌শাআল্লাহ আগামী ১২ই রবীউল-আউওয়াল সোমবার ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ লাভ করিবে। জমঈয়তের কর্মী ও পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ এবং তর্জুমানের গ্রাহক ও অনুগ্রাহকগণ—**আরাফাত** কে প্রীতি ও আদরের সহিত গ্রহণ এবং উহার স্থায়িত্বের সুব্যবস্থা করিতে ত্রুটি করিবেননা বলিয়াই আমরা আশা করি। আমরা সাধ্যমত আমাদের কর্তব্য পালন করিয়া যাইতেছি, এক্ষণে আহ্‌লেজামাআত তাঁহাদের কর্তব্য কি ভাবে প্রতিপালন—করেন, তাহাই দ্রষ্টব্য।

রাজনৈতিক ভোজবাজি

যে-সকল জন-কল্যাণকর কর্মের তালিকা লইয়া 'রিপাবলিকান দলে"র অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল, তন্মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলিকে ভাঙ্গিয়া এক ইউনিটে পরিণত করার "মহৎসাধনা"কে রূপায়িত করা ও উহার স্থায়িত্বের ব্যবস্থা অবলম্বন করাই ছিল সর্বপ্রধান। এক ইউনিটের উদ্দেশ্য ও আদর্শগত বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু ইহাকে সফল করার জন্য ঘরে বাহিরে যেতুমুল প্রোপাগাণ্ডা ও তোড়-জোড়ের আশ্রয় লওয়া হইয়াছিল, তাহা ভুলিয়া যাওয়ার উপায় নাই। যেভাবে অজস্র অর্থ প্রবাহিত করিয়া অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে পুরাতন ব্যবস্থাকে চুরমার এবং সহস্র সহস্র কর্মচারীকে স্থানান্তারিত ও পরিবর্তিত করিয়া পুরাতন দফ্‌তর ও ইমারতগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া নূতন নূতন প্রাসাদ নব নব দফতর সজ্জিত হইল, সেসব কথা কাহারো অজানা নাই। কিন্তু কেন? এই অসাধ্যসাধন, এই বিপুল অর্থনাশ করা হইল কেন? এই বিপর্যয়ের পটভূমিকায় সত্যই কি আদর্শের কোন বালাই বা কল্যাণের কোন সংকল্প বিরাজ করিতেছিল? চোখের নিমিষে এক ইউনিটকে পশ্চিম পাকিস্তানের সেই রিপাবলিকান দলই নস্যাৎ করিয়া দিলেন! মজার কথা এইযে, এই দলের কোন কোন সদস্য নিয়মতান্ত্রিকতার প্রশ্ন উত্থাপন করায় ডাঃ খান সাহেব আর মন্ত্রীমণ্ডলী তাঁহাদিগকে এই বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন যে, পশ্চিম পাকিস্তান পরিষদ নস্যাৎ করিলেই কি এক ইউনিট বাতিল হইবে? কেন্দ্রীয় পরিষদে ইহা কিছুতেই গ্রাহ্য

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইবেনা। পশ্চিম-পাক পরিষদের মন্ত্রী-সভাকে মুসলিম-লীগের অসৎ অভিপ্রায় হইতে রক্ষাকরার জন্যই তাঁহারা শুধু মুখের কথা বেচিয়া ন্যাশনাল আওয়ামী লীগের সমর্থন ক্রয় করিয়াছেন। ইহাতে কি দোষ হইয়াছে? অমরা বলি দোষ আবার কি? যেখানে নীতি-নৈতিকতার দোহাই খাটেনা, যেস্থানে আদর্শের ধার কেহই ধারেনা, যেখানে লাজলজ্জা ও সঙ্কোচ বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব, নাই সেখানে এই রাজনৈতিক ভোজবাজির চরম মুনাফেকীকে দোষ দিবে কে? কিন্তু ব্যাপার ইতিমধ্যেই অনেকদূর পর্যন্ত গড়াইতে চলিয়াছে। এক ইউনিটকে ভাঙ্গিয়া ভাষাগত ভিত্তিতে প্রদেশ গঠিত হইবার নীতি স্বীকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'পখ্‌তুনিস্তানে'র শব-দেহে আবার নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া অনু-মিত হইতেছে। ইতিমধ্যেই 'পখ্‌তুনিস্তান' আন্দোলনের সেনাপতি খান আবদুলগফ্‌ফার খানের উপর হইতে বাধা নিষেধ অপসারিত করা হইয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে সরকারকে যে খান সাহেবের দাবীর সম্মুখে হাঁটু গাড়িতে হইবেনা সেকথাই বা কে বলিবে? আর এক ইউনিটের নীতি বেচিয়াও ন্যাশনাল আওয়ামী লীগের সাথে যে কোন স্থায়ী সমঝোতা হয়নাই, জি, এম সৈয়েদের সাম্প্র-তিক বিবৃতিতে তাহাও ধরা পড়িতেছে, তিনি বলিয়াছেন, রিপাবলিকানদের সমর্থন কল্পে তাঁহার পার্টি রিপাব-লিকান দলের সহিত হাত মিলায়নাই, একটি সাময়িক উদ্দেশ্য হাসেলের জন্যই তাহারা ইহা করিয়াছেন। মুসলিমলীগও যেভাবে ন্যাশনাল আওয়ামী দলের সহিত মিতালি করিবার জন্য আশা করিয়াছিলেন আর এখনও রিপাবলিকান দলকে যেভাবে দলে ভিড়াইবার চেষ্টায় রহিয়াছেন তাহাতে মুস্‌লিমলীগপার্টির আদর্শ প্রীতির ও প্রসংশা করা যায়না। অতীতে এই নীতির জন্যই মুসলিম-লীগের পতন হইয়াছিল। ন্যাশনাল আওয়ামীদলের সহিত কোন ইসলামপন্থী দলের যে সমঝোতা হইতে পারে, এ কথা আমরা বিশ্বাস করিনা, কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের এই তথাকথিত ইস্‌লামপন্থীরাই তাহাদের জন্য পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছেন। ইসলামপন্থী বলিয়া আখ্যাত না হইলেও যাঁহারা পাকিস্তানের মৌলিক আদর্শের ব্যাপারে মুস্‌লিম জনসাধারণের সহিত একমত বলিয়া দাবী করেন, তাঁহা-দের অবস্থাও অভিন্ন। নেতৃত্বের মোহ ও সুবিধাবাদের ধর্ম পাকিস্তানকে যে কোন্ পথে বসাইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এই অনাচার ও সর্বনা-শের হস্ত হইতে দেশের জাগ্রত জনগণই পাকিস্তানকে রক্ষা করিতে পারে, পাকিস্তানের সাধারণ নাগরিক ও যুবশক্তি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে কি?

পূর্বপাকিস্তানের অবস্থা,

সাবেক আওয়ামী লীগের যুক্ত পার্টি হইতে বিগত কয়েক মাসের ভিতর পুরাতন গণতন্ত্রীদল এবং নূতন ন্যাশনাল পার্টির প্রায় ত্রিশ জন সদস্য বাহির হইয়া গিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ৫২ জন সদস্য সম্বলিত 'কৃষক প্রজা পার্টি' বিরোধী দলসমূহের সর্বাপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টি বলিয়া পরিচিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরোধী দল আরও রহিয়াছেন। পূর্বপাক পরিষদের শরতকালীন অধিবে-শন আরম্ভ হইবার অব্যবহিত কাল পূর্বেই কৃষক প্রজা পার্টি দ্বিধা বিভক্ত হয়, উষীরে-আলাও অজ্ঞাত কারণে পদত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারেরই জয় হইয়াছে। মাত্র সতেরটি ভোটের সাহায্যে তাঁহারা পরাজয়ের গ্লানি হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। আমরা আওয়ামী সরকারের সমর্থক নাহইলেও তাঁহাদের জয়লাভে দুঃখিত হইনাই। কারণ সুবিধাবাদ ও পট পরিবর্তনের ঘূর্ণিবাত্যার বর্তমান পরিস্থিতিতে কোন স্থায়ী ও শক্তিশালী সরকার গঠিত হওয়ার আশা সুদূর পরাহত। সর্ববৃহৎ বিরোধী দলটিকে শুধু সুবিধার প্রলোভন দেখাইয়া পূর্বেই দ্বিখণ্ডিত করা হইয়াছিল, সুতরাং আওয়ামীলীগ সরকারের পতনের পর তাঁহা-দের কোন বাহুর পক্ষেই ক্ষমতাসীন হইবার সম্ভাবনা ছিলনা, অতএব কম্যুনিস্ট ন্যাশনাল কংগ্রেসের স্থলে আওয়ামীলীগের রক্ষা পাওয়াটাকে আমরা মন্দের ভালই বিবেচনা করিতেছি। আওয়ামী পার্টির নেতৃ-ত্বের জয় হউক, একটু সক্রিয় ও সচেষ্ট হইলে তাঁহাদের টিকিয়া থাকার অবস্থা মওরুসী অধিকারে পরিণত হইতে পারে। কৃষক প্রজা পার্টি ও ইসলামপন্থীদের অতঃপর চৈতন্যোদ্রেক হইবে কিনা জানিনা, কিন্তু ইদানীং 'ভূতের মুখে রামনামে'র মত মিঃ ভাষানীর মুখে যে ঘন ঘন

www.ahlehadeethbd.org

আল্লাহর নাম শুনা যাইতেছে, তাঁহারা তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন কি? হায় পাকিস্তান!

গণতন্ত্র না অহংতন্ত্র?

পাকিস্তানের সদ্‌রে-রিয়াসত হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্রী, সান্ত্রী, নেতা, উপনেতা সাংবাদিক ও ধনিকসকলের মুখ হইতে গণতন্ত্রের "যিক্‌রে জলী" শুনিতে শুনিতে কান ঝালাপালা হইয়াগেল, কিন্তু এই গণতন্ত্রের প্রকৃত সংজ্ঞা ও অর্থ যেকি, আমরা পাকিস্তানের ক্ষুদ্র নাগরিক হিসাবে আজপর্যন্ত সত্যই তাহা উদ্ধার করিতে পারিলামনা। আমাদের মনেহয় অত্যাধুনিক ইস্‌লাম-তত্ত্ব-বিশারদগণ ইস্‌লামের যেরূপ ব্যাখ্যা পাকিস্তানে প্রচার করিতেছেন, ডিমোক্রেসী বা গণতন্ত্রের অর্থও সেইরূপ আপেক্ষিক (*Relative*) একটা কিছু! অর্থাৎ প্রত্যেকটি শাসক, নেতা দল ও উপদল এক এক জন মূর্তিমান গণতন্ত্র আর তাঁহাদের হাতে যখন যাহা গড়াইয়া পড়িবে তাহাই হইবে গণতন্ত্রের দাবী। কায়েদে আযমের যুগে মুস্‌লিম জাতীয়তার একত্ব ও স্বাতন্ত্র্য ছিল গণতন্ত্রের দাবী আর এই দাবীর পটভূমিকাতেই "পাকিস্তান" জন্মলাভ করিয়াছিল বলিয়া পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই ছিল গণতন্ত্র! এই বৃহত্তর সমাজের প্রকৃত দাবী দাওয়া এবং সংগত অধিকারই ছিল গণতান্ত্রিক দাবী ও অধিকার আর এই গণতন্ত্র যাহাতে গরিষ্ঠতার অন্যায় নিষ্পেষণে পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের হয়রাণ করিতে নাপারে, তাহারই রক্ষাকবচ ছিল ইস্‌লাম! কিন্তু কায়েদে আযমের ওফাত আর কায়েদে মিল্লাতের শাহাদতের পর হইতে গণতন্ত্রের উপরিউক্ত সংজ্ঞা বদলাইতে লাগিল, মুসলিম জাতীয়তার ঐক্য ও স্বাতন্ত্র্যের দাবী সাম্প্রদায়িকতা নামে আখ্যাত হইল এবং ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের 'জাতীয়তা' গণতন্ত্ররূপে পরিচিত হইয়া উঠিল। দেখিতে-দেখিতে অনৈস্‌লামিক আকীদা ও তহ্‌যীবের সংগে সংগে প্রাদেশিকতা ও ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য গণতন্ত্রের দাবী বলিয়া কথিত হইতে লাগিল। মুস্‌লিম জাতীয়তার কবরের উপর যুক্ত জাতীয়তার নির্বাচন পদ্ধতি গণতন্ত্রের নামেই প্রতিষ্ঠিত করা হইল, এখন এক ইউনিটের দাবীকে নস্যাৎ করিয়া প্রাদেশিকতার দাবীকে বলিষ্ঠতর করার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। বাকী শুধু আদর্শ প্রস্তাবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া! মহামাননীয় সদ্‌রে রিয়াসত ও মাননীয় উষীরেআযম পাক কনস্টিটিউশনকে ভাঙ্গিয়া না ফেলার জন্য নেতাদের কাছে আপীল করিয়াছিলেন, এখন বলিতেছেন অন্ততঃ আগামী নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আমরা বলি, আগামী নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করা গণতন্ত্র বিরোধী আচরণ হইবেনা কি? গণতান্ত্রিক মর্যাদার খাতিরে সাধারণ নির্বাচনকে আরও কিছুদিনের জন্য বিলম্বিত করিয়া ইত্যবসরে পাকিস্তানের অগণতান্ত্রিক আদর্শ ও কনষ্টিটিউশন ইত্যাদির সমস্ত কিছুর আমূল সংশোধন করিয়া লইলেই কি সব বালাই চুকিয়া যায়না?

প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কার কমিশন,

পূর্বপাকিস্তানের উষীরে আ'লার নেতৃত্বে গঠিত উল্লিখিত কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত আলোচনার সাহায্যে জানা যায় যে, বাঙলা ভাষাকে রোমান বর্ণমালায় লেখা, ছয় হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত বালক বালিকা, কিশোর কিশোরীদের বাধ্যতামূলক সহশিক্ষা ও গান বাদ্য, এবং নাচের বাধ্যতমূলক শিক্ষার জন্য এই কমিশন সুফারিশ করিয়াছেন। কোরআন শিক্ষার কোন ব্যবস্থারই কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখ নাই, পক্ষান্তরে "ধর্মশিক্ষা অবশ্য অবশ্য বাঙলা ভাষায় হইবে" বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। মুসলমানদের জাতীয় জীবনে কোরআন শিক্ষার প্রয়োজন ও গুরুত্ব পাকিস্তানের আইনে স্বীকৃত এবং তাহার বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইলেও পূর্বপাকিস্তানের উষীরে আলার কাছে তাহা স্বীকৃত হয়নাই কেন, মুস্‌লিম জনগণের তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। ইহা গণতন্ত্রের দাবী না মনের ভুল? আর বেচারী বাঙলাকে রোমান বর্ণমালার পরিবর্তে দেবনাগরী অক্ষরে লিখার সুপারিশ করা হইলনা কেন? এই সকল বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদদের এই সামান্য বিষয়টিও কি জানানাই যে, ইসলামী সংস্কৃতির বাহক আরাবী বর্ণমালার প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপীয় রোমান আরআর্য দেবনাগরী, সুতরাং ইস্‌লামী সংস্কৃতির উৎসাদন কল্পে এই দুইয়ের যেকোন একটির আশ্রয় গ্রহণ করা যে উচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙলা বর্ণমালা কোন্ অপরাধে অপরাধী, আমরা জানিনা কিন্তু 'রোমান' প্রীতি যে দাসমনোবৃত্তিরই পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই। তুর্কীতে এই মনোবৃত্তি ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে দেবনাগরীর আশ্রয় লইলে উভয়কুল রক্ষা পাইতে পারে।

www.ahlehadeethbd.org

কষ্টিপাথর

(নক্কাদ)

হায়াতে ওলী

(উর্দু)

মওলানা মোহাম্মদ রহীম বখ্‌শ দেহ্‌লবী প্রণীত। ডবল ক্রাউন ১৬ সাইজ, ৬৫৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—৬৲ ছয় টাকা।

حیات ولی

مصنفۂ مولانا رحیم بخش دھلوی

محل اشاعت : مکتبۂ سلفیہ - شیش محل روڈ - لاھور - مغربی پاکستان -

পাক-ভারতের গৌরবরবি হুজ্জাতুল ইস্‌লাম শাহ্ ওলীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহ্‌লবীর নাম শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত হইলেও তাঁহার বিস্তৃত জীবনীর একান্তই অভাব। স্যর সৈয়েদ আহ্‌মদের সমসাময়িক সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বান, "আ'যমুত্‌তফাসীরে"র সংকলয়িতা মওলানা রহীম বখ্‌শ দেহ্‌লবী হযরত শাহ্ সাহেবের একখানি বিস্তৃত জীবনী প্রায় শতাব্দীকাল পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন, কালক্রমে ইহা দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে। মক্‌তবয়ে-সলফীয়া, লাহোরের প্রচেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে এই মূল্যবান পুস্তকখানা বিস্তৃত ভূমিকা সহকারে সংশোধিত আকারে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। ছাপা ও কাগজ সুন্দর কিন্তু ছাপার ভুল হইতে মুক্ত নয়। পুস্তকের অর্ধাংশ শাহ্ সাহেবের পূর্বপুরুষগণের বিবরণে পূর্ণ আর স্বয়ং শাহ্ সাহেবের জীবনীও আধুনিক ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে লিখিত হয় নাই। তাঁহার রাজনৈতিক কর্ম্মতৎপরতা এবং সমাজসংস্কার সম্পর্কিত অত্যাবশ্যক বিষয়গুলি ইহাতে সন্নিবেশিত নাই। শাহ্ সাহেব তাঁহার যুগের অন্যতম মুজাদ্দিদ ছিলেন, তাঁহার প্রবর্ত্তিত আন্দোলনের সুর আজও মুস্‌লিম জাহানে অনুরণিত হইতেছে। যে পাকিস্তান বাস্তবাকারে আমরা দর্শন করিতেছি, ইহার আকৃতি ও প্রকৃতি এই মহাপুরুষই তাঁহার সাহিত্যে অংকিত করিয়া গিয়াছেন, কোন কোন বিষয়ে তাঁহার আসন ইমাম গযযালীরও ঊর্ধে। এ-হেন মহান ব্যক্তির জীবনী শুধু তাঁহার প্রতিভা, অলৌকিকতা ও প্রশংসায় পূর্ণকরিলে তাঁহার প্রতি ন্যায়বিচার করা হয়না। তথাপি আলোচ্য গ্রন্থে এমন বহু বিষয়ের সন্ধান রহিয়াছে, যেগুলির মূল্য অস্বীকার করার উপায় নাই। বিশেষতঃ আমরা মনে করি, সিপাহীযুদ্ধের অব্যবহিত পর শাহ্ সাহেবের সর্বাংগ সুন্দর জীবনী সংকলিত করা সম্ভবপরও ছিলনা। পাক-ভারতের অধিবাসীরা হযরত শাহ্ সাহেবের যে ঋণে আবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা পরিশোধ করার পক্ষে এই গ্রন্থ যথেষ্ট সহায়ক হইবে। প্রাপ্তিস্থান, মক্‌তবয়ে সলফীয়া শিশমহল রোড, লাহোর।

ইরাকের উভয় সঙ্কট।

স্বাধিকার লাভের কড়া দাবীতে অধুনা অখণ্ড উত্তর আফ্রিকার মরুগিরি, সাগর সরিৎ ও অগণিত সহর বন্দর যে মুখর হইয়া উঠিয়াছে, জগৎ সুদ্ধ লোকই তাহা আজ স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু দুই নম্বর জগত-যুদ্ধে জার্মানীর প্রচণ্ড গদাঘাতে মুমূর্ষু ফরাসী যেন মগরেবের এই নব-অভ্যুদয়কে উহার মৃত্যু-বিধান বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছে এবং ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো মরিয়া হইয়া সকলকেই কামড়াইতে শুরু করিয়াছে। প্রতিবেশী আল্‌জিরীয়া হইতেছে তিউনিসিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্র। আল্‌জিরীয়াবাসীরা বংশে আরব ও ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বী উভয় সূত্রে উহার বর্ত্তমান জাতীয় দুর্দিনে উহাকে সাহায্যকরা শুধু তিউনিসিয়া কেন, মিসর, মরক্কো, লিবিয়া প্রভৃতি আরব প্রতিবেশীরই সেরা কর্তব্য। কিন্তু কয়েক লক্ষ বিপন্ন আল্‌জীরিয় নর-নারীকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে (?) আজ রক্ত-পিয়াসী ফরাসী বাহিনী মিত্র-রাজ্য তিউনিসের অভ্যন্তরে ঢুকিয়াই উৎপাৎ আরম্ভ করিয়াছে। ফলে ফরাসী ও তিউনিসী সৈন্যদের মধ্যে কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধও হইয়া গিয়াছে। উত্তর আফ্‌রিকার উক্ত রাষ্ট্রটি মাত্র অল্পদিন হইল ফরাসীর দাসত্ব শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হইয়াছে, এখনও সে ঘর সামলাইতে পারে নাই। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ফরাসী দস্যু আল্‌জিরীয়ার মতো তিউনিসিয়াকেও ধরা পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিতে চাহিতেছে। কিন্তু মগরিবের লৌহ মানব ও দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ—পুরুষ জনাব হাবিব বরগুইবা দেশের দিকচক্রবালে বিপদের ঘনঘটা আঁচ করিতে পারিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আবশ্যক অস্ত্র সাহায্য চাহিয়াছেন। কিন্তু ফরাসী সরকারের নারাযীর ভয়ে হোয়াইট হাউস যদি তাহাতে সম্মতি না হয়, তবে তিউনীসীয় প্রধানমন্ত্রী রাশিয়া অথবা উহার মিত্র রাজ্যগুলির নিকট হইতে অস্ত্র ক্রয়েরআভাষ দিয়াছেন। ফলে যুক্ত রাষ্ট্র আজ মহা ফাঁপরে পড়িয়াছে। বলা অনাবশ্যক, পশ্চিমা শক্তিগুলির পক্ষপাতিত্বের ফলেই আরবেরা মুসলমান হইয়াও নাস্তিক কম্যুনিষ্ট গোঠে ভিড়িয়া পড়িতে বাধ্য হইতেছে। এখনো কী পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলির সুবুদ্ধি হইবেনা?

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার

(১৯৫৬)

জিলা বগুড়া

মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

৫১০। মোঃ এরফান আলী মণ্ডল সাং উঞ্চুরথী, গাবতলী কুরবানী ১০৲ ৫১১। মাষ্টার মোঃ আবদুল কাদের সাং রংরার পাড়া সোনাতলা কুরবানী ৮৲ ৫১২। মৌঃ এলাহি বখশ ছাহেব সাং সুজায়েতপুর হাট-শেরপুর ফেৎরা ও কুরবানী ৩০৲।

আদায় মারফত মওলানা ছা'দ ওয়াক্কাছ সাহেব

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বানিয়াপাড়া সিনিয়র মাদ্রাছা বগুড়া—

৫১৩। মোঃ আবদুর রশিদ পণ্ডিত সাহেব বানিয়াপাড়া ফিৎরা ২৲ ৫১৪। কমর গ্রাম জমাআত হইতে ফিৎরা ২৫৲ ৫১৫। মোঃ জছিমুদ্দীন মণ্ডল সাং পলিকাদুয়া ফিৎরা ১৲ ৫১৬। মোঃ মইজুদ্দীন মোল্লা সাং—কমরগ্রাম, বানিয়াপাড়া ফিৎরা ১৲ ৫১৭। মোঃ নছিরুদ্দীন (মোয়াজ্জেন) বানিয়াপাড়া ফিৎরা ২৲ কোরবানী ১৲ ৫১৮। মোঃ জছিমুদ্দীন মণ্ডল বানিয়া পাড়া ফিৎরা ২৲ ৫১৯। মোঃ আবদুররশিদ মণ্ডল ফিৎরা ২৲ ৫২০। মোঃ শেহাবুদ্দীন মণ্ডল কমরগ্রাম, বানিয়াপাড়া ফিৎরা ১৲ ৫২১। মোঃ আবুল কাছেম-মণ্ডল কমরগ্রাম, বানিয়া পাড়া ফিৎরা ১৲ ৫২২। মোঃ আবদুররহমান মণ্ডল কমর গ্রাম বানিয়াপাড়া ফিৎরা ১৲ ৫২৩। হাজী উবিজুদ্দীন সাং পলিকাদুয়া বানিয়াপাড়া ফিৎরা ২৲ ৫২৪। মৌ মোঃ শেহাবুদ্দীন সাং কয়রাপাড়া—বানিয়াপাড়া ফিৎরা ১৲ ৫২৫। মোঃ মুহসেন আহমদ কয়রাপাড়া কুরবানী ॥০ ৫২৬। মোঃ সিকন্দর আলী মণ্ডল বানিয়া পাড়া ফিৎরা ১৲ ৫২৭। কমরগ্রাম জমাআত মাং মওলানা ছা'দ ওয়াক্কাছ ছাহেব কুরবানী ১০৲ ৫২৮। মৌঃ আবদুররশিদ সাং ছোটহার, বানিয়াপাড়া কুরবানী ১৲ ৫২৯। মোঃ-ইব্রাহীম মিয়া সাং হিচমি কুরবানী ১৲ ৫৩০। মোহাম্মদ ছাইদ মোল্লা কুরবানী ১৲ ৫৩১। মাঃ আবদুল-কাদের মণ্ডল ছোটহার বানিয়া পাড়া কোরবানী ॥০ ৫৩২। মওঃ ওয়াক্কাছ আলী কমরগ্রাম কোরবানী ২৲ ৫৩৩। ডাক্তার মজহার হুসেন ছোটহার বানিয়াপাড়া কোরবানী ১৲ ৫৩৪। মোঃ ফয়জুদ্দীন মোল্লা ঐ কুরবানী ১৲

আদায় মারফত মওঃ মোহাঃ উছমান গণী ছাহেব

৫৩৫। মোঃ আছগর আলী মণ্ডল সাং পদ্মপাড়া কুরবানী ২৲ ৫৩৬। আলহাজ রমযান আলী সরকার সাং গুরদহ গাবতলী যাকাত ২৲ ৫৩৭। মোঃ মিয়াজান আলী সরকার সাং ঐ কোরবানী ৩৲ ৫৩৮। মোঃ কোর-বান আলী সরকার সাং ডুবি পোঃ মরিয়া কুরবানী ২৲ ৫৩৯। আবদুর রহমান মণ্ডল সাং সারোটিয়া পোঃ-মরিয়া কুরবানী ২৲ ৫৪০। মোঃ মুস্তাজের রহমান সাকিদার সাং চকধোনাই কুরবানী ৪৲ ৫৪১। মোঃ খেষমতুল্লাহ আখন্দ সাং গাবতলী কুরবানী ১৲ ৫৪২। নাছির উদ্দীন আখন্দ সাং নিসিন্দীপাড়া কুরবানী ১৲ ৫৪৩। মোঃ গোলাম রহমান মণ্ডল সাং হামীদপুর কোরবাণী ২৲ ৫৪৪। আলহাজ মৌঃ সৈয়দ হোসেন মণ্ডল সাং বুচাই গাবতলী কুরবানী ১০৲ ৫৪৫। মোঃ মুবারক আলী সাং সন্ধাবাড়ী গাবতলী উশর ১২॥০ ৫৪৬। আকামুদ্দীন প্রামানিক সাং তরফভাইখা কুরবানী ৪৲ ৫৪৭। মোঃ মুবারক হুছাইন সাকিদার সাং চকধোনাই ফিৎরা ৯৲ ৫৪৮। মোঃ আহছান আলী সরকার সাং বাঁশবাড়িয়া কুরবানী ২৲ ৫৪৯। মওঃ উছমান গনি কালসি-

www.ahlehadeethbd.org

মাটী কুরবানী ১৷৷০ ৫৫০। মোঃ আকবর আলী সাং বেজুড়া কুরবানী ১৲ ৫৫১। ইছমাঈল হুসেন মোল্লা সন্ধ্যাবাড়ী কোরবানী ১৲ ৫৫২। আবদুল করীম আকন্দ সাং সন্ধ্যাবাড়ী কুরবানী ৯৷৵ ৫৫৩। মোঃ ফকীর-মামুদ সাং তরফভাইখা ফিৎরা ১৲ কুরবানী ১৲ ৫৫৪। মোঃ রিয়াজুদ্দীন আকন্দ সাং উঞ্চুরখী কুররানী ২৲ ৫৫৫। মোঃ রহিমুদ্দীন পাইকার বাইগুনী কোরবানী ৩৲ ৫৫৬। মৌ মোঃ আবদুছ ছাত্তার সাং জয়ভোগা কোরবানী ৫৲ ৫৫৭। রোমযান আলী ফকীর সাং তরফমেরু কোরবানী ২৲ ৫৫৮। আহমদ আলী ফকির সাং পদ্মপাড়া উশর ৭৲ কোরবানী ২৲ ৫৫৯। মৌঃ আকেকল মাহমুদ সাং তরফ সরতাজ কোরবানী ৮৷০ আদায় মারফত মুন্‌শী মোঃ আব্বাছ আলী মণ্ডল সাং ফুলকোট বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন আদায় ২০৲ ঐ ১৮৷৵ ৫৬১। পণ্ডিত মোঃ কাদের বখশ চকনন্দন আড়িয়া সোনাতনা বিভিন্ন আদায় ২৫৲

জিলা কুষ্টিয়া

মানিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

৫৬২। হাজী মোহাঃ জেহের আলী সাং তেবাড়িয়া, কুমার খালী ফিৎরা ৪৫৲। ৫৬৩। মোহাঃ ছমিরুদ্দীন সেখ সাং তেবাড়িয়া কুমারখালী বাকাৎ ২৫৲। ৫৬৪। মোহাঃ আফছার আলী মোল্লা সাং মুলগ্রাম কুমারখালী ফিৎরা ৬৲। ৫৬৫। মৌঃ মোহাঃ আতাউর রহমান সাং সাহেবনগর কাষিপুর ফিৎরা ৫৲ বাকাৎ ১০৲। ৫৬৬। মোহাঃ মুছলেমুদ্দীন সাং হিজলাকর কুমারখালী কুরবানী ৪৲ বাকাৎ ৪০৲।

আদায় মারফত কাষী মৌঃ আবদুল খালেক

৫৬৭। বিভিন্ন গ্রাম হইতে বিভিন্ন আদায় ৩০৲। ৫৬৮। আবদুল কুদ্দুস জুয়াদার সাং দুর্গাপুর ফিৎরা ৩৲ ৫৬৮। আবদুল কুদ্দুস বিশ্বাস সাং পাথরবাড়িয়া কুমারখালী বাকাৎ ৫০৲ ৫৭০। মৌঃ আবদুল খালেক দুর্গাপুর কুমারখালী কুরবানী ২০৲

জিলা রাজশাহী

আদায় মারফত মওঃ উছমান গণী মুবাল্লেগ

৫৭১। মৌঃ মোঃ নেজামুদ্দীন প্রামাণিক সাং নন্দনালী ফিৎরা ৩৲ ৫৭২। মোঃ কছির উদ্দীন প্রামানিক সাং নন্দনালী এককালিন ২৲ ৫৭৩। মুন্‌শী মোঃ মহর উদ্দীন সাং নন্দনালী ফিৎরা ৩৲ ৫৭৪। আসমুন বেওয়া সাং নন্দনালী ফিৎরা ১৷০ ৫৭৫। আলহাজ মোঃ ইমামুল্লাহ ও মোঃ সওকত-আলী সাং ক্ষুদ্র কালিকাপুর পোঃ কাশেমপুর ফিৎরা ৫৲ ৫৭৬। মোঃ রমযান আলী মোল্লা ও মোঃ নবির উদ্দিন সাং কালিকাপুর নন্দনালী ফিৎরা ১০৲ ৫৭৭। মৌঃ মোঃ তৈয়েবুদ্দীন সাং কাষীপাড়া বাগমারা ফিৎরা ১২৲ ৫৭৮। মোহাঃ ইলাহী বখশ সরদার সাং পাহাড়পুর বুজরুখ পোঃ বাঘাইখারা উশর ২৲ ৫৭৯। মোহাঃ আইন উদ্দীন প্রামাণিক সাং কলিকাপুর পোঃ নন্দনালী ফিৎরা ১০৲ ৫৮০। মোহাঃ ইছমাইল কবিরাজ সাং আটগ্রাম রঘুরামপুর ফিৎরা ১৲ ৫৮১। মোহাঃ নায়েব আলী সাং পোঃ কচুয়া নন্দনালী ফিৎরা ৫৲ ৫৮২। মোঃ করিম বখশ মোল্লা সাং কালিকাপুর নন্দনালী উশর ১০৲ ৫৮৩। মোহাঃ হুরমতুল্লা সরদার সাং কালিকাপুর নন্দনালী ফিৎরা ৫৲ ৫৮৪। মোঃ উজির উদ্দীন-মোল্লা সাং বিষ্ণুপুর নন্দনালী ফিৎরা ২৲ ৫৮৫। মোঃ আবদুর রহমান প্রামানিক সাং কচুয়া নন্দনালী ছদকা ১৲ ৫৮৬। মওঃ শুজাউদ্দীন সাং পোঃ বাসুদেবপুর কুরবানী ৩৲

জিলা ময়মনসিং

ডাকযোগে প্রাপ্ত

৫৮৭। মুন্সি আবদুল আযীয ছাহেব সাং সাতপোয়া পোঃ সরিষাবাড়ী মাসিক চাঁদা ৬৲ বিবিধ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

২৸৵০ ফিৎরা ১০৲ ৫৮৮। ইয়াকুব আলী ছাহেব সাং শেখবাড়ী পোঃ নুরুন্দি কুরবানী ৮৷৷০ ৫৮৯। আলহাজ শেখ তমিজুদ্দীন আহমদ সাং বল্লা যাকাত ৬৬৲ ৫৯০। মযিবর রহমান মিয়া সাং বল্লা যাকাত ১০৲ ৫৯১। যছিমুদ্দীন সরকার সাং বল্লা নগর যাকাত ৮৲ ৫৯২। বেলায়েত আলী সরকার সাং সিমুলতাইর সরিষাবাড়ী ফিৎরা ৫৲ ৫৯৩। গেন্দামাহমুদ সরকার সাতপোয়া পশ্চিমপাড়া সরিষাবাড়ী ফিতরা ৭৲ ৫৯৪। এলাহি বক্শ সরকার সাং জুনাইল, বালিজুরী ফিৎরা ১৲ কুরবানী ১৲ ৫৯৫। মীর হোছাইন মুন্শী সাং গোলয়া কালুহা ফিৎরা ২৫৲ ৫৯৬। মৌঃ আবদুল লতিফ বি, এ (ইন্স্পেক্টর) জামালপুর বেপারীপাড়া জমআতের পাক্ষ ফিৎরা ৫২৷০ ৫৯৬। ডাঃ মোঃ আবদুল লতিফ মিয়া সেক্রেটারী ইলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীছ কাকোয়া ফিৎরা ৬১৲ কুরবানী ৪৭৵০ ৫৯৭। মুন্শী আবদুর রহমান সাং নরসিংহপুর জমআত পোঃ কাকোয়া ফিৎরা ১৫৲ ৫৯৮। আলহাজ শেখ যমীরুদ্দীন ছাহেব সাং বল্লা ফিৎরা ১৭৷০ ৫৯৯। কাযী মোঃ আশরাফ আলী সাং চরনিয়ামত গোয়াডাঙ্গা যাকাৎ ৫৲ ফিৎরা ২৪৷৷৵০ ৬০০। মৌঃ আবদুল লতীফ বি, এ জামালপুর ফিৎরা ৬৲ কুরবানী ১৩৲ ৬০১। মোঃ হাবিবুল্লা মিয়া সাং কুকুরিয়া সাহযানী ফিৎরা ৮৲ যাকাত ৪৲ ৬০২। রেহাই আটপাড়া জমআত হইতে মৌঃ যছীমদ্দীন মিয়া পাটাবোগা মক্তব সরিষাবাড়ী ফিৎরা ৩৲ ৬০৩। হরিপুর জমআতের পক্ষে আবুল ফজল মোঃ রইছ উদ্দীন পোঃ গোনেরবাড়ী ফিৎরা ১৫৷৷০ ৬০৪। চরবাড়ী জমআত এর পক্ষে মোশাররফ হোছাইন বাউসী বাজালী ফিৎরা ৫৲ ৬০৫। মৌঃ আবদুল লতিফ বি এ, ইন্সপেক্টর জুলাই হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত মাসিক চাঁদা ১৮৲ ৬০৬। মৌঃ শমছুদ্দীন খাঁ শিঙ্গুরা জমাআত হইতে পোঃ বাউসীবাজালী ফিৎরা ২৩৲ কুরবানী ১৫৲ ৬০৭। ডাঃ মোঃ আযীযুর রাহমান সাং রঘুরামপুর বাহাদুরপুর ফিৎরা ৫৲ ৬০৮। মওঃ তমীযুদ্দীন আহমদ সাং সাতপোয়া সরিষাবাড়ী ফিৎরা ১০৲ ৬০৯। মোঃ নিয়ত আলী মুন্সী সাং ঘোড়াদপ পোঃ নরুন্দি ফিৎরা ১০৲ মোঃ জয়নুল আবদীন সাং বানেশ্বরদী গোপালগঞ্জ যাকাত ৫৲ ফিৎরা ১০৲ ৬১০। ডাঃ আবদুল কাদের সাং- এণ্ড পোঃ শরিফপুর কোরবানী ৪৲ ৬১১। মোঃ ময়েজুদ্দীন সাং এণ্ড পোঃ ঐ কোরবনী ২৷৷০ ৬১২। আবদুল জব্বার সাং ধনেশবাড়ী হাই মাদ্রাসা কোরবানী ৩৷৷০ ৬১৩। মুন্সী মোঃ ইছমাইল সাং চরবাসন্তী নারায়নখোলা কোরবানী ৭৷৷০ ৬১৪। মোঃ ইউনুছ আলী সাং চরনিয়ামত বোয়াডাঙ্গাকোরবানী ৭৲ ৬১৫। মোঃ মনছুরুররহমান সাং ভাটপুরা মহেশ কোরবানী ২৲ ৬১৬। মোঃ ইব্রাহীম আলী সরকার সাং সাইলামপুর, গোয়াডাঙ্গা কোরবানী ২৲ ৬১৭। মোঃ বেলায়ত আলী সরকার সাং শিমুলতাইড়, সরিষাবাড়ী কোরবানী ২৲ ৬১৮। মোঃ আবদুন্নুর সাং মোনারপাড়া সরিষাবাড়ী কুরবানী ৫৲ ৬১৯। মওঃ নওয়াব আলী সিদ্দিকী সাং কোনাবাড়ী, কুরবানী ৩৲ ৬২০। মুন্সী গেন্দা মাহমুদ সাং সাতপোয়া সরিষাবাড়ী কুরবানী ৬৲ ৬২১। মওঃ মোঃ ইছমাইল সাং চররাধাকানাই, মহাম্মদনগর কুরবানী ৫৲ ৬২২। মৌঃ আযহার আলী খান সাং এণ্ড পোঃ কাঞ্চনপুর কুরবানী ১০৷৷০ ৬২৩। হাজী বছিরুদ্দীন সাং ফাজিলপুর মহিষবাথান ফিৎরা ৫৲ ৬২৪। মৌঃ আবুল ফযল রইছুদ্দীন হরিপুর জমাআত হইতে কুরবানী ৫৲ ৬২৫। হাজী মোঃ আবদুছ ছুবহান বল্লাজমাআত হইতে কুরবানী ১৪৲ ৬২৬। শুকুর আলী মুন্সী সাং আটবরোহা পুড়াবাড়ী ২৲ ৬২৭। মুন্সী জছিমুদ্দীন আহম্মদ সাং পাটাবুনা সরিষাবাড়ী কুরবানী ১৲ ৬২৮। মওঃ রমযান আলী সুপারিণ্টেণ্ড আরামনগর মাদ্রাছা কুরবানী ৫৷৷০।

আদায় মাং মৌঃ কফিলউদ্দীন সাং গোয়াডাঙ্গা

৬৩৩। মোঃ ইয়াকুব আলী খান সাং চরবসন্তী কুরবানী ১৲ ৬৩৪। মোঃ মফিজ উদ্দীন চরনিয়ামত যকাত ২৲ ৬৩৫। হাজী মোঃ যহীমুদ্দীন চক পাটাকাটা এককালীন ১৲ ৬৩৬। গোয়াডাঙ্গা জমাআতের ফিতরা ৪৲ ৬৩৭। হাজী মোঃ আফছার উদ্দীন সরকার চর গোয়াডাঙ্গা ফিৎরা ৩৲ ৬৩৮। মোঃ কলিমুদ্দীন প্রামাণিক কামানেরপাড়া ফিৎরা ১৲ ৬৩৯। রজব আলী মণ্ডল চকপাটাকাটা ফিৎরা ১৲ যাকাত ৷৷০ বিভিন্ন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গ্রামের বিভিন্ন রকমের আদায় ১০৷৶০ নিজ কুরবানী ১০৲ ৬৪০। নছিমুজ্জমান সাং এবং পোঃ গোয়াডাঙ্গা কুরবানী ১৲ ৬৪১। মোঃ হাছান আলী সাং রামভদ্রপুর কুরবানী ৩৲ ৬৪২। মোঃ আতরুজ্জমান সাং চকপাটাকাটা কুরবানী ৷৷০।

আদায় মাং মৌঃ আঃ হাকীম মির্জ্জা

৬৪৩। মুন্সী মোঃ মহিউদ্দীন সাং আটাপাড়া পোঃ খাসশাহজানী যকাত ১৲ ওশর ১০৲ ৬৪৪। হাজী তমিজ উদ্দীন মোল্লা সাং কুকুরিয়া, খাসশাহজানী যকাত ১০৲ ৬৪৫। হযরত আলী মিয়া সাং এবং পোঃ ঐ যকাত ১৲ ৬৪৬। হাজী মফিজউদ্দীন মোল্লা সাং এবং পোঃ ঐ যকাত ১০৲ ৬৪৭। মোঃ আবদুলহালিম মোল্লা সাং এবং পোঃ ঐ যাকাত ১৲ ৬৪৮। মানিকউদ্দীন মোল্লা সাং এবং পোঃ ঐ যকাত ১৲ ৬৪৯। শাহাবুদ্দীন মোল্লা সাং এবং পোঃ ঐ যকাত ১৲ ৬৫০। মোঃ জয়নুদ্দীন মিয়া সাং এবং পোঃ ঐ যকাত ১৲

আদায় মারফত মওঃ মতিউর রহমান খান

৬৫১। বিভিন্ন গ্রাম হইতে বিভিন্ন রকমের আদায় মোট ২৫৲ ৬৫২। মৌঃ মুফাযযল হুছাইন জামাআতের পক্ষে পোঃ মাদারগঞ্জ কুরবানী ৬৲ ৬৫৩। মৌঃ আবদুছ ছাত্তার সাং হাজীপুর, আহলে হাদীছ জামাতের পক্ষে পোঃ মামুদপুর কুরবানী ১৲ ৬৫৪। মোঃ অছিমুদ্দিন মিয়া সাং কাঞ্চনপুর কুরবানী ১৲। ৬৫৫। কুতুববাড়ী জামাআত হইতে ফিৎরা ৩৮৲ ৬৫৭। শেখবাড়ী জমাআত হইতে ফিৎরা ১০৲ ৬৫৮। ইলিদপুর জমাআত হইতে ৫৲।

জিলা ফরিদপুর

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

৬৫৯। মোঃ ইউছুফ আলী মল্লিক সাং মৈশালা পংশা যাকাত ১০৲ ৬৬০। আবদুল জলিল মিয়া মৈশালা-জমআতের পক্ষে পোঃ পাংশা ফিতরা ২০৲ যকাত ৭৫৲ ৬৬১। আবদুল কাদের সিকদার সাং বহালতলি কে ডি গোপালপুর ফিৎরা ২৲ কুরবানী ১৲ ৬৬২। মোঃ আবদুল জব্বার মোল্লা সাং মৈশালা পাংশা কুরবানী ৭৲ ৬৬৩। মোঃ মকছুদুল হক সিকদার সাং বহালতলী গোপালপুর যাকাত ৷৷০ ৬৬৪। মোঃ দবিরুদ্দীন সিকদার ঐ ফিৎরা ৩৲

আদায় মাং আলহাজ্জ মওঃ আবদুর রাজ্জাক ফরিদপুরী ছাহেব সাং বহালতলী।

৬৬৫। মনছুরুল হক সিকদার ও আবদুল আযীম সিকদার সাং বাহালতলী গোপালপুর ফিৎরা ১৸৶ ৬৬৬। হাজী মোঃ আবদুল মান্নান সিকদার সাং এণ্ড পোঃ ঐ ফিৎরা ১৲ ৬৬৭। আবদুর রফিক সিকদার সা এণ্ড পোঃ ঐ ফিৎরা ৸০ ৬৬৮। মোঃ এছম সিকদার সাং এণ্ড পোঃ ঐ ফিৎরা ৸৶০ ৬৬৯। মোঃ মকছুদুল হক ও দবিরুদ্দীন সিকদার সাং এণ্ড পোঃ ঐ ফিৎরা ২৶০ এককালীন ২৷৷০ ৬৭০। আঃ মালেক সিকদার সাং এণ্ড পোঃ ঐ ফিৎরা ১৸৶০ ৬৭১। আঃ মোত্তালেব ও মোয়াজ্জেম সিকদার সাং এণ্ড পোঃ ঐ ফিৎরা ১৷৷০ ৬৭২। আবু হাসিম ও মোঃ হারেছ সিকদার সাং এণ্ড পোঃ ঐ ফিৎরা ২৸৶০ ৬৭৩। মোঃ হাতেম আলী ও সৈয়দালী সিকদার সাং এণ্ড পোঃ ঐ ফিৎরা ১৸৶ ৬৭৪। মোঃ ইছমাইল সিকদার সাং এণ্ড পোঃ ঐ ফিৎরা ১৲৶ ৬৭৫। মোঃ ছাদেক আলী সিকদার সাং এণ্ড ঐ ফিৎরা ১৲ ৬৭৬। মুন্সী আবদুল আলী সাং এণ্ড পোঃ ঐ ফিৎরা ১৸৶ ৬৭৭। আবদুল আযীম সিকদার সাং এণ্ড পোঃ ঐ ফিৎরা ৷৷০ ৬৭৮। মোঃ মনছুর আলী সাং ও পোঃ ঐ এককালীন ১৲ ৬৭৯। মোঃ আছেদ বিশ্বাস সাং বর্ষাবাড়ী হিরণ ফিৎরা ১৲ ৬৮০। মৌঃ মোঃ ইয়াকুব আলী শেখ সাং পোঃ ঐ ফিৎরা ১৶০ ৬৮১। মুন্সী মোঃ মিনহাজ উদ্দীন সিকদার সাং এণ্ড পোঃ ঐ ফিৎরা ১৲ ৬৮২। মোঃ কাছেম মোল্লা সাং বলাকইর ফিৎরা ১৲ ৬৮৩। মোঃ আঃ হক মোল্লা সাং ঐ যাকাৎ ২৲। ৬৮৪। মোঃ আতিউররহমান সাং ঐ যাকাৎ ১৲ ৬৮৫। মোঃ সুলতান চৌধুরী সাং গোবড়া ফিৎরা ৫৲। [ক্রমশঃ]

www.ahlehadeethbd.org